প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীমতী আলোরাণী পাত্র
প্রগতি প্রকাশনী
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩
অফিস
২৮এ, পঞ্চানন ঘোষ লেন

প্রচ্ছদ শিল্পী
প্রফুল্লকুমার পাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীগৌর চন্দ্র জানা
ব্যানার্জি প্রিন্টার্স
২৪৩/২সি, এ. পি. সি. রোড
কলিকাতা-৬

এক

ব্যাংকের অফিসে বসে ব্যবসাপত্তরের কথা ভাবছিলাম। প্যাসিফিক ব্যাংকিং কর্পোরেশনের আমি সামান্য একজন কেরানী। ব্যাংকের কাজকর্মের কথাও স্বভাবতই মনে পড়ছিল। স্টক আর সিকিউরিটি বিভাগের কাজ আমার। কিন্তু এই শালা কেরানীর কাজ আমার একটুও ভাল লাগে না।

—আজই সকালে পাঁচ পাচটা চিঠি এসেছে আমার নামে। যাদের সঙ্গে আমার ব্যবসা, তাদের কাছ থেকেই ধার করে ধার শোধ করিনি। কাজেই াসানো চিঠি ছেড়েছে দফারফা! অবশ্য পাঁচ নম্বর চিঠিটা অন্য রকম। সেটা এসেছে আমার কোনও মেয়ে বান্ধবীর কাছ থেকে। কতজনের সঙ্গে তো শুই। বাইকে মনেও থাকে না ছাই। এই মেয়েটা লিখেছে যে সে নাকি অন্তঃসত্ত্বা। ামার দায় আমি পালন করব কিনা জানতে চেয়েছে।

সে থাকগে। মেয়েটা কোন সমস্যা নয়। কিন্তু আমার ঐ টাকা ধার ওলা প্রভুরা? ওদের তো আর সেই একঘেয়ে গল্প বলে ভোলানো যাবে । যেভাবে হোক আর যেখান থেকেই হোক, টাকা তো কিছু জোগাড় করতেই বে। নইলে তো শালারা আমাকে নেকড়ে বাঘের মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

নাঃ টাকা চাই টাকা। টাকা যে করেই হোক যোগাড় করতেই হবে। এক শালা পিশাচ আছে লিনস্টেন। চড়া সুদে ধার দেয়। ওকে ফোন করতে যাব, তখনই ইন্টারকামে ডাক পড়ল।

লার স্বর যথাসম্ভব ব্যস্ত মানুষের মত করে জিজ্ঞাসা করলাম 'উইন্টার্স'?

ওহ্ মিঃ উইন্টার্স! দয়া করে একবার মিঃ স্যানউডের দপ্তরে আসুন! বিশেষ জরুরী।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। অফিসের কাজ তো বিশেষ ই করি না। যদিও ভাবনায় দেখাই যেন খুব কাজ করেছি। তবে মিঃ ানউডের কাছে সঠিক রিপোর্ট ঠিকই পৌঁছে যায়। এ আমি জানি আর কাছে যাওয়া মানেই পাছায় লাথি খেয়ে ব্যাংকের বাইরে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো। না কি কোন শালা পাওনাদার এসে ঝামেলা করল! নাকি পাবলো ব্যাটা আড়ালে কানে বিষ ঢাললো? নাকি নিজে কিছু ভুল করে ফেললাম কাজে?

থাকগে, দেখা তো করি আগে। সারি সারি টেবিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছি আর কলিগদের চাপা হাসির আভাস পাচ্ছি।

অবশ্য লোকগুলোকে আমি করুণাই করি। এই কেরানীগুলোও এক ধরনের জন্তু। এগুলো জানে শুধু অফিস আর বাড়ী।. সান্ডেপিন্ডে বস্তগুলো খাওয়া আর রাত্রিবেলা বউয়ের পেটিকোটের নীচে কুকুর শাবকদের মত কুন্ডলী পাকিয়েশুয়ে থাকা। যেগুলোর এখনও বউ হয়নি সেগুলোও বউয়ের খোঁজে দিন রাত হেজাচ্ছে। আমি যে সুন্দরী টাইপিস্ট বা রিসেপশনিস্টের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই তাতে ওদের খুব গায়ের জ্বালা। দুটো টোকা মেরেই মিঃ স্ট্যানউডের ঘরে ঢুকে পড়লাম, মিঃ স্ট্যানউড আমার বাবার বন্ধু। তাঁর আগ্রহেই ব্যাংকের এই চাকরী। বছর পাঁচেক সৈন্যবাহিনীতে কাটিয়ে যখন এই ব্যাংকে যোগ দিই, তখন তিনি খুব উৎসাহ দিতেন। আমি যাতে একজন যোগ্য ব্যাংকার হয়ে উঠি তাই তিনি চাইতেন। এখন আর তেমন উৎসাহ আছে বলে আমি মনে করি না। তিনি হতাশই হয়েছেন বলা যায়।

'বসো শাড।' আমাকে দেখেই বলে উঠলেন মিঃ স্ট্যানউড। হাতের কাগজপত্তরগুলো একপাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, বয়স কত হলো তোমার ?

'আজ্ঞে বত্রিশ।' জবাব দিলাম।

দ্যাখো, তুমি আর জিডবেটার প্রায় একই সঙ্গে এসেছো। আজকে ও অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার, আর তুমি ? যে তিমিরে, সেই তিমিরে। কেন বলতো ?

জিডবেটার আমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান স্যার। আমি কোন মতে বললাম।

কথাটা তুমি ঠিক বললে না, মিঃ স্ট্যানউড বললেন, বুদ্ধি মোটেও বেশী না জিডবেটারের। আসল কথা, সে কাজ করে নিষ্ঠাভরে আর তুমি মন দিয়ে কাজই করো না। এমন কি তোমার নিজস্ব কাজেরও তুমি কোন খোঁজ রাখ না। গত এক মাস ধরে তোমার প্রতিদিনের কাজের খবর আমি নিয়েছি। তুমি কিছুই করনি। অবশ্য করণীয় কাজটুকু তুমি কর না। এভাবে কোনও ব্যাংকের কাজ চলে ? তুমি জান, তোমার জায়গায় অন্য কেউ যদি হতো তাকে আমি কবে বিদায় করে দিতাম। কেবলমাত্র তুমি আমার বন্ধুর ছেলে বলেই তোমাকে আমি এতদিন সহ্য করেছি। একসঙ্গে কথাগুলো বলে মিঃ স্ট্যানউড সিগারেট

ধরালেন।

আমি ঘেমে উঠলাম। বুঝতেই পারলাম এবার আমার চাকরীটা গেল।

তোমার মতলবটা কি বল তো শাড? তুমি কি আমাদের ব্যাংকে আর থাকতে চাইছো না। ষ্ট্যানউড জিজ্ঞেস করলেন।

তাঁর ব্যথিত গলার স্বরে আমি চমকে উঠলাম। মনে হলো আমি যেন খুবই অন্যায় করে ফেলেছি। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, না স্যার। আমি ছাড়ার কথা ভাবিনি। সত্যিই আমি অন্যায় করে ফেলেছি। এবার থেকে আমি মন দিয়ে কাজ করব স্যার! আমাকে আর একটা চান্স দিন!

তোমার বাবা আমার বন্ধু ছিলেন। সেই খাতিরেই তোমাকে আমি একটা শেষ সুযোগ দেবো। কাজটা খুবই কঠিন এবং অন্য রকমের। ঠিক ভাবে যদি না করতে পারো, তাহলে হাতছাড়া হয়ে যাবে কাজটা। ফলে, তুমিও ছাঁটাই হয়ে যাবে। আলসে লোকের কাজ নয় এটা। দমভর খাটতে হবে। আমি তোমার মাইনে দেড়শো ডলার বাড়িয়ে দিলাম। কাজে ভুল করো না। লেগে থাকলে উন্নতি হবেই।

কাজটা যে কি তা বুঝতে আমার বাকী রইল না। যে কাজ করতে গিয়ে লিডবেটারের মত দক্ষ কর্মীর মাথার চুলগুলো পেকে গেছে ছ'মাসের মধ্যে, সেই কাজ আমি কখনও করতে চাই নি! ভয়ে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মিঃ ষ্ট্যানউড মুচকি হেসে বললেন, বুঝতে তো পেরেছো শাড, কোন কাজের কথা বলছি? সমস্ত দায়িত্ব তোমার! বুঝছো? আজ থেকে শেলী অ্যাব্যাউন্টের দায় সব তোমার ওপর!

নিশ্চয়ই জোশ্ শেলী সম্বন্ধে সবই আপনি জানেন? একদিকে ট্রাকটরের ব্যবসা, তারপর ট্যাংক তৈরীর ব্যবসা করে কোটি কোটি ডলারের মালিক জোশ্ শেলী তার মৃত্যুর সময় ১৯৪৭ সালে একমাত্র মেয়ে ভেস্তালকে নগদে, সম্পত্তিতে বহু ডলার দিয়ে যায়। নগদই সাত কোটি ডলার। আর উইলেই নির্দেশ ছিল যে, জমিদারী এবং তার অগুণিত বিষয় আশয় সব প্যাসিফিক ব্যাংকিং কাজে অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে প্যাসিফিকের কাছ থেকে কাজটা কেড়ে নিয়ে অন্য কোনও ব্যাংক দিতে পারবে। এত বড় সম্পত্তির দেখাশোনা করতে অনেক ব্যাংকই আগ্রহী হবে। শেলী অ্যাকাউন্টের টাকা খাটিয়ে অনেক পরিমাণ ডলার লাভ করা যায় সহজেই।

তার মনে রাখুন যে ভেস্তাল শেলীও খুব মেয়ে! যাকে বলে গভীর

জলের মাছ। বাপের কড়া শাসনে একেবারে জন্তুর মত দিন কাটাতে হয়েছিল মেয়েটাকে। কোথাও মেলামেশা তো করতেই দেয়নি। ভাল করে খেতে পরতেও দেয়নি। ফলে মেয়েটাও হয়েছে বাপের চেয়েও ঠ্যাটা! ভীষণ নিষ্ঠুর প্রকৃতি নীচ মনের মেয়ে এই ভেস্তাল। বাপ মরতেই বিরাট টাকার মালিক হয়ে সে যখন দুনিয়ার সামনে এলো তখন যেন একটা রক্তলোভী বুনো দাঁতাল একটি শুয়োর।

গত দু' বছরের মধ্যে এই ব্যাঙ্কের অন্ততঃ পনেরো জন দক্ষ কর্মী এই শেলী অ্যাকাউণ্ট নিয়ে কাজ করে কেবল বদনামই কুড়িয়েছে। কাউকে শান্তিতে কাজ করতে দেয়নি ভেস্তাল। একমাত্র লিডবেটারই যা কিছুদিন টিকেছিল। ব্যাঙ্কের সবাই জানে শেলী অ্যাকাউণ্ট নিয়ে কাজ করা মানে স্বেচ্ছায় হাড়িকাঠে মাথা দেওয়া।

লিডবেটারকে যখন বললাম, ও তো লাফিয়ে উঠল: সত্যি? চল, চল! তোমাকে কাজটা বুঝিয়ে দিই, শেলী অ্যাকাউণ্টের ঘরে চলো! নথিপত্তর-তত্তরগুলো বুঝেসুঝে নাও।

লিডবেটার তো একেবারে অ, আ, ক, খ সব বোঝাতে আরম্ভ করলো। আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। দেখ টম! এত সব জটিল ব্যাপার আমার বুঝে দরকার নেই। বন্ধ কর সব।

টম লিডবেটার এমনভাবে তাকালো আমার দিকে যেন আমি মাতৃ হারা করে ফেলেছি! সে অতি কষ্টে বলল, তুমি ভেস্তাল শেলী নামে মেয়েটাকে চেনো না, এই ফাইলগুলো না দেখলে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। আর কর্মদক্ষতা না দেখালে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। আর কর্মদক্ষতা না দেখালে এই অ্যাকাউন্ট হাতছাড়া হয়ে যাবে। তখন ব্যাঙ্ক তোমাকে তো খাবেই। মিস শেলীও শেষ করে দেবে। ভীষণ দায়িত্ব তোমার মনে রেখো!

আরে দূর দায়িত্ব! ব্যাঙ্কের হাতে কাজ থাক বা না থাক, তাতে আমার বয়ে গেল! রাতের পর রাত জেগে কাজ আমি করতে পারবো না।

টম আমার কথা শুনে থর থর কাঁপতে লাগল। তুমি জান না কি সাংঘাতিক মেয়ে মিস শেলী! কেউ সুখে থাকুক, মেয়েটা তা চায় না। রাত দুপুরেও তোমার ঘুম ভাঙিয়ে কৈফিয়ৎ চাইবে। কাজে সামান্য ত্রুটি হলে তো কথাই নেই। নেহাৎ ছেলেপিলে নিয়ে আতান্তরে পড়ে গেছি, তাই, না হলে ওই কাজের মুখে লাথি মারতাম। উইণ্টার্স, তোমারও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।

সূচনা

কুঁড়ে ঘর সমুদ্র তীর। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছিল শাড। সোনালী রঙে বালুকারাশি রোদে চিক্‌ চিক্‌ করছে। রাশি রাশি ফেনা ছড়িয়ে ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে। দূর পাহাড়ের গা বেয়ে যে সাদা রাস্তাটা সরু ফিতের মত দেখা যাচ্ছে, সেদিকেই তাকিয়ে ছিল শাড। ঐ পথেই ল্যারীর আসার কথা।

শাড বসে আছে ঘরে বড্ড গরম। যদিও পাখা চলছে সামনের টেবিলের ওপর একটি টেপরেকর্ড রাখা। পাশে এক বোতল হুইস্কি। একটা গ্লাস।

শাড বেশ বলিষ্ঠ যুবক। ওর চোখ দুটো নীল সমুদ্রের মত। কেবল-মাত্র গেঞ্জী পরে ও বসে আছে। দেখাচ্ছে ওকে বেশ সুন্দর। বাস্তবিকই সে সুপুরুষ।

বোতল থেকে অনেকখানি স্কচ মদ ঢেলে ঢক ঢক করে খেয়ে নিল শাড। মাত্র তিনটে বেজে কুড়ি মিনিট। এখনও আড়াই ঘণ্টা সময় হাতে আছে। তার আগে ল্যারী আসবে না। যদি এখনই সে টেপ করতে সুরু করে তাহলে তার কাহিনী শেষ হতে দু'ঘণ্টা সময় লাগবে। তখনও হাতে থাকবে আরও আধঘণ্টা। অতএব চিন্তার কিছু নেই।

ফের এক ঢোক হুইস্কি খেয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। ডান হাত দিয়ে মাথার চুলে বিলি কাটল একবার। তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে তাকাল ঘরের ওপাশে।

ডিভানটার ওপরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে মেয়েটা। এখান থেকে তার মুখটা দেখতে পাচ্ছিল শাড। কারণ মেয়েটা মুখ আর কাঁধের অংশ ডিভানের ওপাশে ঝুলে পড়েছিল। ভালই হয়েছে যে দেখতে পাচ্ছে না শাড। কালো হয়ে যাওয়া মুখ, ঠেলে বেরিয়ে আসা দুটো চোখ মুখ থেকে অনেকখানি ঝুলে পড়া লম্বা জিভটা—ভাবতে গিয়েই চোখ বুজে ফেলল শাড। ওই মুখ আর না দেখতে পাওয়াই ভাল।

দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল জোর করে সে। তারপর গাড়ী থেকে নিয়ে আসা ভারী রেঞ্জটা টেবিলের ওপর নাগালের মধ্যে রেখে দিল। তারপর ফের একটা সিগারেট ধরালো।

কিন্তু যতবার ভাবে এইবার রেকর্ড সুরু করা দরকার, ততবারই মেয়েটার মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। "দূর ছাই"। নিজেকেই গালাগাল দিয়ে ওঠে সে। সামনে বিপদ। এই বিপদ থেকে তোমাকে বেরিয়ে আসতেই হবে। যে সরে গেছে তাকে ভুলে যাও, নিজে কি করে বাঁচবে সেটাই ভাবো। এবার সুরু কর কাজ।

মনে মনে আর একবার ঝালিয়ে নিল শাড। তারপর টেপটা চালিয়ে দিয়ে দ্রুত বলে যেতে লাগল। ডিস্টিক্ট অ্যাটর্নী মিঃ জন হ্যারিংটনের অবগতির জন্য এই বয়ান দিচ্ছি—মাইক্রোফোনেও বলতে সুরু করল মিঃ অ্যাটর্নী! এটা একটা খুনের স্বীকারোক্তি। আমি শাড উইন্টার্স, ক্যালিফোর্নিয়ার ক্লিফ সাইডের বাসিন্দা আজ ৩০শে সেপ্টেম্বর। বেলা দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে এই স্বীকারোক্তি টেপরেকর্ড করছি। সোজাসুজি খুনের ঘটনা আমি বলতেই পারি। কিন্তু তাতে সব কিছু আপনার কাছে স্পষ্ট হবে না। কেমন করে কাজটা করেছি এবং সব জেনেও লেফটেন্যান্ট লেগো কেন আমাকে গ্রেপ্তার করলেন না, সেসব কথা পরিষ্কার করে না বললে আপনি ঠিক ঠিক বুঝতে পারবেন না। কিভাবে ঘটনাটা সুরু হলো, কেনই বা সুরু হলো, কেনই বা শেষ পর্যন্ত একটা খুনে এসে ঘটনাটা থামলো, এসব বুঝতে হলে আমার সব কথা মনযোগ দিয়ে আপনাকে শুনতে হবে। একটু ধৈর্য ধরুন। মন দিয়ে সবটা শুনে নিন। তাহলেই সব আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে। ধীরে সুস্থে বসুন, তারপর শুনুন ঃ

সাবধান !

আমি হাসলাম। শোন টম ! মেয়েদের কিভাবে হ্যাণ্ডেল করতে হয় তা আমি খুব ভাল জানি। এই ভেস্তাল শেলী নামে কুত্তীটাকেও আমি আমার ঘাড়ে চাপতে দেব না। কার সাথে পাল্লা পড়েছে মেয়েটাকে এবার বুঝিয়ে দেব ! দেখে নিও !!

দুই

১৫ই মে সকাল এগারোটায় মিস শেলীর সঙ্গে দেখা করব বলে ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলাম, সারা সপ্তাহে কাজ কিছুই করেনি। তবে টম লিডবেটারের কাছ থেকে মোটামুটি যা জেনে নিয়েছিলাম, তাতে আপাততঃ তিনটি বিষয় বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হলো।

এক : মিস ভেস্তাল দাবী করেছেন যে, পাঁচশ হাজার ডলার দিয়ে যে ফারের কোটটা তিনি সম্প্রতি কিনেছেন সেটা ইনকাম ট্যাক্সের খাতায় ন্যাষ্য খরচ হিসাবে দেখাতে হবে।

স্বভাবতই লিডবেটার অবাস্তব বলে নাকচ করে দিয়েছে। নইলে ব্যাঙ্কের বিপদ হবে।

মিস ভেস্তালের দ্বিতীয় দাবী লোয়ার ইস্ট সাইডে মাইল দুই জুড়ে শেলী ফাউণ্ডেশনের যে বিশাল ভাড়া বাড়ী আছে, তাতে পনেরো পার্সেণ্ট ভাড়া বাড়াতে হবে।

লিডবেটার তাতেও আপত্তি জানিয়ে বলেছে যে ভাড়া ইতিমধ্যেই বেশী বাড়ানো হয়ে গেছে। তার ওপর আবার পনেরো পার্সেণ্ট বাড়ানো যুক্তিযুক্ত নয়।

তিন নম্বর দাবীতে মিস ভেস্তাল বলেছেন যে ৩০৪নং ওয়েস্টার্ন এভেন্যুর বিরাট ফ্ল্যাট বাড়ীটা, যেটা তার বাবা ১৯১৪ সালে কিনেছিল সেট বিক্রী করে দিতে হবে ব্যাঙ্ককে। কারণ বাড়ীটার বর্তমান দাম অনেক বেড়ে গেছে। প্রস্তাবটা ভালই। কিন্তু ব্যাঙ্কের দিক থেকে সমস্যা এই যে পাঁচ ঘর ভাড়াটে রয়েছে তারা মিস ভেস্তালের বাবার আমলের। তাদের তুলে দেওয়া অত সহজ নয়। ওদিকে মিস ভেস্তাল মিঃ মো বার্জেসের কাছ থেকে একটা লোভনীয় প্রস্তাব পেয়েছেন। বার্জেস বাড়ীটাতে ধনীদের উপযোগী বিলাস বহুল একটা গণিকালয় খুলতে চায়।

কাজেই আমি সহজেই বুঝতে পারলাম যে এই তিনটি দাবী নিয়েই মিস ভেস্তাল আমাকে নাস্তা-নাবুদ করে ছাড়বেন। অতএব আমাকে তৈরী থাকতে হবে এই তিন বিষয়েই।

আমার ফ্ল্যাটে এসে তৈরী হয়ে নিলাম। সাদামাটা কেরানীর পোষাক নয়। জিনেনের স্পোর্টস জ্যাকেট বড় বড় পকেটওলা। ডীপ নীল রঙের চোস্ত গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট, সাদা শার্ট, কাফ-লেদার জুতো। চাকরা বাকরা জংলী রঙের রুমাল। একেবারে সিনেমা স্টারের মত সেজে ১৫ তারিখ সকাল ১০টায় একটা ট্যাক্সী নিয়ে ভেন্তালের বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম।

শেলী হাউসের প্রাইভেট রাস্তা পাহাড় কেটে তৈরী। অনেকগুলো বাঁক ঘুরে তিন মাইল রাস্তা ন'শো ফুট ওপরে শোল গেটের সামনে পর্যন্ত চলে গেছে। বাড়ী তো নয় প্রাসাদ!

কাকে ডাকবো ভাবছি, সেই সময় গেট খুলে ধর্ম যাজকের মত চেহারার একজন লোক দরজা খুলে উদয় হলো। বললাম, মিঃ উইণ্টার্স। মিস শেলী আছেন তো?

সে কথা না বলে আমাকে ডেকে নিল ভেতরে। পেন্সিলভানিয়া সেন্ট্রাল স্টেশনের মত একটা বিশাল হলঘরে এসে দাঁড়ালাম।

এখানে বসুন, স্যার। বলেই লোকটা চলে গেল।

আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। কত রকমের ধনুর্ধন্ব বর্শা, তরোয়াল, বল্লম, কুঠার, নানা রকম অয়েল পেণ্টিং। ছুটন্ত ঘোড়ার ছবিই বেশী। বাড়ীটার পরিবেশই এমন যে এবার আমার একটু ভয় ভয় করতে লাগল। লিডরেটারের বেচারা মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমারও না সেই দশা হয়।

মিনিট কয় পরে চাকরটা ফিরে এলো। আমার সঙ্গে আসুন।

বিশাল বারান্দা পেরিয়ে একটা ভারী ওক কাঠের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। চাকরটা দরজায় টোকা দিয়ে একপাল্লা ঘোষণা করল, প্যাসিফিক ব্যাঙ্কের মিঃ উইণ্টার্স—

দীর্ঘশ্বাস চেপে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

ঘরটা ছোট হলেও খোলামেলা। ওপাশের জানালা দিয়ে বাগান আর সমুদ্রের দৃশ্য। ঘরের মধ্যে ফুলে ফুলে ভর্তি সব ফুলদানী। বিরাট ডেস্ক জানলার ধারে। ওপাশে চেয়ারে একটা মেয়ে বসে। একমাথা অবিন্যস্ত কালো চুল। রিমলেস চশমার ভেতর দিয়ে এক জোড়া নীল চোখ তীক্ষ্ণভাবে আমাকে লক্ষ্য করছে। ব্যস! আর কিছু আমি দেখিনি। পরে ভেবেছি, কি ভুল আমি করেছিলাম। ক'মাস পর ইভ ডোললা নামে এই যে মেয়েটা

আমাকে নরকে নামিয়েছিল, সেই মেয়েটাকে আমি ভাল করে কেন দেখিনি। আসলে বোধহয়, এইসব সতী মার্কা চশমা পরা মেয়েদের আমি সইতে পারি না বলেই হয়তো।

আপনিই মিঃ উইণ্টার্ন? খুঁটিয়ে দেখছে আমাকে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি মিস ডোলান। মিস শেলীর সেক্রেটারী। বসুন না। ওঁর একটু দেরী হতে পারে।

আমার মনে পড়ে গেল যে লিডবেটারকেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রেখে পরে চলে যেতে বলা হতো। আমি তা হতে দেব না, সোজা বললাম—উনি যখন দেখা করবেন আমাকে ডাকবেন। আমি বাগানে আছি।' বলেই বেরিয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে। কি বলছ মিস ডোলান শুনেও শুনলাম না। বাগানে এসে সিগারেট ধরালাম।

পনেরো মিনিট গেল, আমার তিনটে সিগারেট শেষ হলো, ডাক পড়ল না, আবার মিস ডোলানের ঘরে এসে বসলাম। উনি কি তৈরী হন নি?

মনে হচ্ছে আরও দেরী হবে, মিঃ উইণ্টার্স। মিস ডোলান বলল।

আমাকে কাগজ আর একটা খাম দিন তো। টাইপরাইটারটা একটু ব্যবহার করছি। বলেই বসে পড়ে একটা চিঠি টাইপ করে ফেললাম।

প্রিয় মিস শেলী!

পনেরো মিনিট অপেক্ষা করেছি। মিস ডোলান বললেন যে আরও দেরী হতে পারে। আমার তো একটা বিবেক আছে। এখানে বসে যদি আমার সময় নষ্ট হয় তাতে আপনারই অর্থক্ষতি হয়। সেই পুরোনো প্রবাদটা জানেন তো বিনিয়োগকারী ঘুমিয়ে থাকলেও শেয়ার মার্কেট অপেক্ষা করে না।

তাছাড়া, ফারকোটের ব্যাপারটাও আলোচনা করার দরকার, আপনার স্বার্থেই।

সই করে খামে ভরে বেল বাজালাম। বেঁটে মতন একজন চাকর আসতে তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললাম—'মিস শেলীকে দিয়ে এসো'।

তারপর জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধারালাম। বেশ একটু উত্তেজনা বোধ করছিলাম। সব না ভেস্তে যায়।

পেছনে খুক করে কাশির শব্দ শুনে ফিরে তাকাতেই বেঁটে চাকরটা অপ্রসন্নমুখে বলল—মিস শেলী এখনই দেখা করবেন, স্যার! আসুন!

আমি খেতে গিয়েই ফিরে মিস ভোজ্যানের দিকে একবার তাকালাম। তার চোখে অবাক বিস্ময়! কিছুটা বুঝি প্রশংসাও, আমি বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরুলাম। মনে হল যেন আকাশের ওপর দিয়ে হাঁটছি।

মিস ভেস্তাল শেলী যে কেমন দেখতে তা আমার একেবারেই জানা ছিল না। বিশাল বিছানার ওপর আধশোয়া ভঙ্গীতে তাকে দেখে বেশ চমকিত হলাম। অতি তুচ্ছ একটা প্রাণী বলে মনে হল আমার তাকে। এক মাথা এলোমেলো শুকনো হলুদ রঙের চুল। এত রোগা যে দেখলে কষ্ট হয়। কপালের নীচে দুটো কালো গর্তের মধ্যে জ্বল জ্বল দুটো চোখ। বাজপাখীর ঠোঁটের মত খাড়া হাড় সর্বস্ব নাক। লাল লিপস্টিক সত্ত্বেও ঠোঁট যেন ঢাকা পড়ে গেছে।

দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

আপনিই শাড উইণ্টার্স? ওই চেহারার মধ্যে থেকে এমন সুরেলা ভারী স্বর শুনে আর একবার চমকালাম।

হ্যাঁ, মিস শেলী। লিডবেটারের কাছ থেকে কাজের ভার নিয়ে এসেছি। মিঃ স্ট্যানউড—বলতে বলতে থেমে গেলাম। আমার কথা শুনছেই না।

এটা আপনি লিখেছেন? চিটিটা দেখিয়ে বলল।

হ্যাঁ, জবাব দিলাম। অস্বস্তি হচ্ছে আমার। তাকিয়ে আছে।

আপনি বেশ সুন্দর দেখতে মিঃ উইণ্টার্স। আমার স্বার্থরক্ষার জন্যেই বুঝি এমন পোষাক পরেছেন?

অবশ্যই আমার কেমন মনে হল, এক মেয়ে কেরানী পোষাক দেখে দেখে আপনি ক্লান্ত। পনেরো জনকে একই রকম পোষাকে দেখেছেন। তাই ভাবলাম আমি অন্য রকম সাজলে আপনার ভালই লাগবে।

বেশ চালাকও বটে আপনি। চিঠিটাতেও বেশ চালাকির পরিচয় আছে। আরও কিছুক্ষণ তো আপনাকে আমি বসিয়ে রাখতেই চেয়েছিলাম।

আমিও সপাটে উত্তর দিলাম, সেটা অনুমান করেই এমন চিঠিটা লিখেছি। এখন আপনি যা বলেন।

বিছানার পায়ের দিকটা দেখিয়ে বলে মিস শেলী। এখানে বসতে পারেন ইচ্ছে হলে।

আমি চার ধাপ উঠে বিছানায় গিয়ে বসলাম।

আর কোর্টশিপের কি যেন বলছিলেন? বলেই তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে।

মোটামুটি ভেবেই রেখেছিলাম কি জবাব দেব। তবে এক্ষুনিই বলব কিনা বুঝতে পারছিলাম না। মরিয়া হয়ে বললাম, দেখুন! আমার একটা অনুরোধ। যদি আমার প্রস্তাব আপনার পছন্দ না হয়, তাহলে ওগুলো দয়া করে ভুলে যাবেন।

বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিস শেলী বললে—ঠিক আছে বলুন না?

মিস শেলী, আমি যতটুকু বুঝেছি, আপনার বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার ব্যাপারে ব্যাংকের প্রতি আপনি সন্তুষ্ট নন। আপনারা যেন নদীর এপারে ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি এপারে এসে আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই।

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মিস শেলী বলল—আমি আগ্রহ বোধ করছি, ফার কোটের ব্যাপার নিয়ে কি যেন বলছিলেন?

কোট কেনার খরচটা আপনি নিজের খরচের হিসাবে দেখাতে চাইছেন যেটা মানা ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই হয় কোনও কাজ থেকে নিষ্কৃতি পেতে গেলে অন্যের ঘাড়ে দায়টা চাপাতেই হয়। কিন্তু ব্যাংক তা চায় না। তাদেরকে সব রসিদ রাখতে হয়। অবশ্য আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে ইনকাম ট্যাক্সের কর্তারা সে সব রসিদ আদৌ দেখে না। ব্যাংকের কথা মেনে নেয়। সেক্ষেত্রে উপায় একটাই। ছদ্মবেশ পরানো। অন্য অর্থে জালিয়াতি করা। বলেই মিস শেলীর দিকে তাকালাম। কি প্রতিক্রিয়া হয়।

মানেটা একটু বুঝিয়ে বলবেন মিঃ উইন্টার্স?

এর মানে কর ফাঁকি দেওয়া। যার জন্যে জরিমানা বা জেল দুই-ই হতে পারে।

ফাঁকিটা কি ধরা পড়ে যাবে?

কথাটা শুনেই আমার মনটা হাল্কা হয়ে গেল বুঝলাম যে মেয়েটাকে বাগিয়ে নিতে পারব। জালিয়াতি শুনে বিগড়ে যায় নি। শুধু ভয় পাচ্ছিলো। ধরা না পড়ে। যাক কাজটা সহজ হয়ে গেল আমার।

আমি যেভাবে কাজটা করব তাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। পাঁচশো ভাগের এক ভাগও না।

বুঝিয়ে বলুন, কিভাবে করবেন।

১৯৩৬ সালে আপনার বাবা গোটা তিনেক খানায় মেরামতির কাজ করেছিলেন এবং সেই মত ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে ছাড়পত্র নিয়ে তিরিশ হাজার ডলার নিজের খরচের মধ্যে দেখিয়েও দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ট্যাক্স ডিপার্ট-

আসল রসিদগুলি দেখেনি। ব্যাঙ্ক যা বয়ান করেছিল, তাই সে মেনে নিয়েছিল। সেই রসিদগুলো আমার কাছে আছে, আমি সেগুলোর পুরানো তারিখ টারিখ পাল্টে সব নতুন রসিদ করে ফেলেছি এবং আমার স্থির বিশ্বাস করে নেবে। অবশ্যই দেখতে চাইলে রসিদগুলো দেখিয়ে দেব। তবে চাইবে না, এতে আমি পাঁচশো ভাগ নিশ্চিত। কাজেই দেখুন মিস শেলী তিরিশ হাজার ডলার আপনার খরচের হিসেব বেরিয়ে এল। ফার কোটের দামের চেয়ে বেশীই পেয়ে গেলেন আপনি। কেমন? ঠিক বলেছি তো?

মিস শেলী সাদা ধবধবে দাঁত বার করে হাসল, তারপর বলল—মিঃ উইন্টার্স মনে হচ্ছে আমাদের দুজনকার বোঝাপড়ায় ব্যবসাপত্তর এখন থেকে আমার মন-মতই চলবে। আসুন। এই খুসীর মুহূর্তে আমরা এক বোতল শ্যাম্পেন পান করি। বলেই বিছানার পাশে ঘণ্টা বাজালে মিস শেলী।

আমি মনে উচ্ছ্বাস দমন করে মনে মনেই নিজেকে বাহবা দিয়ে বললাম—ব্যস! এবার আমার জয় যাত্রা শুরু হলো। এই মেয়েটাকে আমি পকেটে পুরে ফেলেছি। আর কোন কিছুই আমার সামনে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে না। এখন শুধু অতি সাবধানে ধৈর্য ধরে, ধীরভাবে, ঠাণ্ডা মাথায় আমাকে এগোতে হবে।

শ্যাম্পেন এল, রুপোর পাত্রের বরফকুচির মধ্যে বসানো। সেই চাকরটা যার নাম অর্গিস সে বেশ কায়দা করে বোতলটা খুলে দুটো গ্লাসে ঢেলে দিল। একটা মিস ভেস্তাল, অন্যটা আমি তুলে নিয়ে চুমুক দিলাম। দিয়েই মুখটা খারাপ হয়ে গেল আমার। বাজে শ্যাম্পেন, চাকর বাকররা এইসব খায়। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।

হ্যাঁ, ফার কোটের তো বন্দোবস্ত হলো। মিস ভেস্তাল বললে—এবার বাড়ী ভাড়ার ব্যাপারটা?

আমি মনে মনে বললাম হুঁ। বাড়ীভাড়া হয়ে গেলে বলবে ৩৫৪ নং ওয়েস্টার্ন অ্যাভেনুর বাড়ীটা বিক্রির ব্যাপারে আমি ওচ্ছিলোর সঙ্গে জবাব দিলাম, ও বাড়ী ভাড়া? তা হয়ে যাবে।

কিভাবে হয়ে যাবে? মিস শেলীর জিজ্ঞাসা।

সে সংস্থা এখন ভাড়া আদায় করছে ওরা। মিস শেলী বললে।

তা ভৃত্য যতই কাজের হোক, বুড়ো হলে অকর্মন্য হলে তাকে তো পাল্টাতেই হবে। আমিও জবাব দিলাম।

দেখবেন, বাড়ীর ব্যাপারে যেন এসব প্রশ্ন না ওঠে।

কোনও চিন্তা নেই আপনার। আমি নিজেকে আপনার চাকর বলে মনে করি না। আপনার চাকর অর্গিস তা ভাবতে পারে। সেজন্য খারাপ শাস্তিও দিতে পারে। এই চালাকীর জবাবও দেব একদিন মিস শেলী। বুঝতেই পারছেন আমি নানা ভাবে আপনার কাজে লাগতে পারি আমাকেও যেন আপনার চাকর ভেবে বসবেন না।

না, না অত অস্থির হবেন না, মিঃ উইন্টার্স। অর্গিসকে আমি সামলে দেব। মিস শেলী বললে।

বেশ! আমি বললাম, তাহলে যাবার সময় হ্যারিসন ফোর্ডের চিঠিটা লিখে দেব। আপনি সই করে রাখবেন।

কোন উত্তর না দিয়ে মিস শেলী চিত হয়ে শুয়ে পড়লো। তার খাড়া নাকটা কাঁপতে লাগল। কি যেন ভাবছে।

আমি এক পলক দেখে মনে মনে বলে উঠলাম, কিরে বাবা! স্তন বলে কোথাও পদার্থ নেই নাকি? সব যে লেপা পোঁছা দেখছি। একটা ছোটখাট পুতুলের মত দেখাচ্ছে ভেস্তাল শেলীকে। হঠাৎ উঠে বসে বলল—মিঃ উইন্টার্স আমরা দুজনে একসঙ্গে কাজকর্ম ভালই করতে পারব মনে হচ্ছে! কি বলেন!

আমি বললাম, কথাবার্তা শেষ হবার আগে আমি কি ধরে নেব যে ৩৩৪ নং ওয়েস্টার্ন অ্যাভেন্যুর বাড়ীটা এখনও মো বার্জেসকে বিক্রি করে দিতে আপনি ইচ্ছুক?

বেশ কঠোর দৃষ্টিকে তাকিয়ে মিস শেলী বলল—আপনি দেখছি একদিনেই সব কাজের পাট চুকিয়ে দিতে চাইছেন। তা এটার বন্দোবস্তও কি করে ফেলেছেন নাকি?

বন্দোবস্ত করার আর কি আছে বলুন, আমি বেশ শ্লেষের সঙ্গেই বললাম, আপনি যদি আপনার বাবার বাড়ীটাকে একটা বেশ্যালয়ে পরিণত করতে চান করবেন। মো বার্জেস বাড়ীটাতো সেজন্যেই কিনতে চাইছে।

কথাগুলো যে আমি এমন নগ্নভাবে বলে ফেলবো, এতটা বোধহয় মিস শেলী ভাবেনি। তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কিন্তু চালাক মেয়ে তো! আমার কথাটাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বলল—ভাড়াটেদের নিয়ে যে একটা সমস্যা রয়েছে। মিঃ লিডবেটার তো তাদের উচ্ছেদ করতে চাইতেন না।

আপনি এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, মিস শেলী। আমার উপর সব ছেড়ে

দিন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।

আমার দিকে আবার ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে খানিকটা চিবিয়ে চিবিয়ে মিস শেলী বলল—ঠিক আছে তাহলে বাড়ী বিক্রির জন্য চেষ্টা চালান। আপনার কেরামতি দেখি।

ভাল কথা। আমি আজই বার্জেসের সঙ্গে দেখা করব।

মিস শেলী বলল—আপনি যে এরকম একটা আগুনের বোমা, এটা আমি ভাবতে পারিনি।

আমি তার কথাটা প্রশংসা বলে ধরে নিয়ে বললাম, ও কিছু না, মিস শেলী। সব খদ্দেরই যে সবসময়ই বেঠিক বলে না এই সামান্য কথাটা ব্যাংক ভুলে গেছে। সব কিছুরই তো পরিবর্তন হয়।

ঘাড় ফিরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিস শেলী বলল—ঘড়িটা ঠিক সময় দিচ্ছে তো? এক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে বেরুতে হবে। পোষাকই বদলানো হলো না এখনও।

আমি ইশারাটা বুঝেই উঠে দাঁড়ালাম।

মিস শেলীও উঠে আমার করমর্দন করে বলল—আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশী হলাম। আপনার কথা আমি মিঃ স্ট্যানউডকে জানিয়ে দেব।

ধন্যবাদ, মিস ভেন্ডাল। আমি হেসে বললাম—একটা অনুরোধ করব আপনাকে। দুটো ছোট ছোট কাজ আমার জন্যে আপনাকে করে দিতে হবে। সব কাজ তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে আমার একটা গাড়ী দরকার, নিজের গাড়ী আমার নেই। অবশ্য যদি অসুবিধা না হয়।

মুখে রাগের ভাব এনে মিস শেলী বলল—আপনাকে গাড়ী তো ব্যাঙ্কই দেবে। তাই না?

দেখুন। এইসব গূঢ় কথা এখনই ব্যাঙ্ককে জানাতে চাইছি না। অবশ্য আপনার যদি দেবার মত গাড়ী না থাকে তো আলাদা কথা।

মিস শেলী বলল—আমার ছ'টা গাড়ী আছে। একটা দিতে পারব। তবে শুধু একদিনের জন্য। তার বেশী নয়। আপনি নীচে গিয়ে জো কে বলুন দিয়ে দেবে।

আপনি একটু ফোন করে জোকে বলে দিন। বাজে শ্যাম্পেনের মত একটা হ্যাবাড়া গাড়ী দিক এটা চাই না।

রাগে একেবারে ফেটে পড়তে চেয়েও সামলে নিল মিস শেলী। আপনার

স্নায়ুগুলো দেখছি খুব সতেজ, মিঃ উইন্টার্স। যা হোক, মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে আপনার পটবে। আপনি যা করতে চাইছেন সে সম্পর্কে মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই আপনি সচেতন?

অবশ্যই। আমি হেসে বললাম, আর একটা কথা। আপনার এত সব গোপনীয় কাজ আমি করতে যাচ্ছি। যে ঘরে বসে এসব আমি করব সেখানে সকলেরই অবারিত দ্বার। তাতে গোপনীয়তা রক্ষা করা যাবে না। একটা আলাদা অফিস ঘরের বন্দোবস্ত যদি করে দেন। ভেবে দেখুন! আপনারই স্বার্থের জন্য এটা আমি বলছি।

আমার মনে হলো মিস ভেস্তাল শেলী এবার আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে। এমন কটমট করে আমার দিকে তাকাল!

পরক্ষণেই খিল খিল করে হেসে উঠল মিস শেলী। আরে, আপনি তো দেখছি জাঁহাবাজ লোক। আমি বাজী রেখে বলতে পারি যে, মিঃ স্ট্যানউড আজও আপনাকে ঠিকমত চিনতে পারেন নি। পারলে লিডবেটার জাতীয় লোকদের ওপর কখনই আমার অ্যাকাউন্টের ভার দিতেন না। যা হোক, মিঃ স্ট্যানউডকে আমি ফোন করে দেব যাতে উনি আপনার জন্য একটা আলাদা অফিস ঘরের বন্দোবস্ত করে দেন।

যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমি মনে মনে খুশীর হাসি হাসলাম যে দুনিয়ায় আমি যেতে চাইছিলাম তা আমার হাতের মুঠোয় এসে গেল। নিজের গাড়ি, নিজের অফিস ঘর, সবই আমার হয়ে গেল। মিঃ অ্যাটনী! দেখুন, আমি কিভাবে সব ম্যানেজ করে নিলাম। আমার আকাংক্ষার দুনিয়ার দরজা এবার খুলে গেল। অপেক্ষা করুন, এইবার সুরু হবে আমার আসল খেলা।

একটা ঝরঝরে পুরানো বড় টেবিলের ওপাশে বসে আছে মিঃ মো বার্জেস। একটা, নেভী চুরুট ফোকলা দাঁতে চেপে বসে আছে। বেঁটে খাটো রোগা চেহারা। মাথায় একটা ঢাউস টুপি। নাকটা বাঁকানো হুকের মতন, গায়ের রঙটা ঠিক ব্যাঙের পেটের মত ফ্যাকাশে।

কিন্তু তার কাছে যাব কি! ঠিক মাঝখানের টেবিলে বসে একটা টাইপিস্ট মেয়ে। টাইপ করছে এক আঙুলে। বুক দুটো এমন চোখা করে বেঁধেছে যেন দুটো কামান উঁচিয়ে রেখেছে। কাছে গেলেই গুড়ুম গুড়ুম! আর কি পাছা! যাকে বলে দেড়মণি নিতম্ব!

'কি চাই? যেন একটা খালি কৌটায় ঢিল পুরে ঠং ঠং করে বাজিয়ে দিল'

কেউ। আমি আঙুল দিয়ে মো বার্জেসকে দেখিয়ে বললাম, 'তোমার নিতম্বটা সামলে বস খুকী। এটা তো সেই জায়গা নয়!' বলে তাকে চক্কর দিয়ে বার্জেসের কাছে এগিয়ে গেলাম। নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম ঃ 'আমি লিডবেটারের জায়গায় কাজ করছি। মিস শেলীর অ্যাকাউণ্ট দেখছি।'

আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত মেপে নিয়ে বার্জেস বলল 'হুঁ! আপনাকে তো কেরানী নয়, বরং সিনেমা ষ্টার বলে মনে হচ্ছে।'

ওসব কথা থাক। 'আপনি কি বাড়ীটি কেনার ব্যাপারে এখনও আগ্রহী?'

'অবশ্যই, কিন্তু লিডবেটারে বলেছিল যে, বাড়ীটা নাকি বিক্রী করা হবে না?'

'আগের দামে কিনতে রাজী আছেন তো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!'

'তাহলে আপনার ঐ টাইপিস্ট শ্রীমতী নিতম্বারনীকে মিনিট পাঁচেকের জন্যে বাইরে পাঠিয়ে দিন। আলোচনাটা সেরে নিই আমরা।'

মো বার্জেস টেবিলে বসেই হাঁক দিয়ে বলল ঃ 'এই মেয়ে! যাও তো বাছা, কিছুক্ষণ বয় ফ্রেণ্ডের সাথে গিয়ে ফষ্টি নষ্টি করে এস। যাও।'

নিতম্ব দুলুনি তুলে চলে টাইপিস্ট মেয়েটা। তখনই বার্জেস বলল— 'শর্তটা কি শুনি?'

'সামান্য শর্ত। মানে বাড়ীর ভাড়াটেদের সব দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। তাহলে যে দাম আপনি দিতে চেয়েছেন, সে দামেই বাড়ীটা পাবেন।'

'বা কলা! ভাড়াটেগুলোকে নিয়ে আমি কি করব?'

'কি আর করবেন, তাড়াবেন! দয়ামায়া বলে কোন পদার্থ যে আপনার শরীরে আছে, একথা আপনার শত্রুরেও বলে না। কাজেই বাড়ীর দখল পেলেই ভাড়াটেগুলোকে হঠাবেন। কারন, মিস শেলী নিজে ওদের সরাতে চান না।' আমি বললাম।

'ঠিক আছে।' বার্জেস বলল—মিস শেলী রাজী হলেই চুক্তি সই করব।'

আমি বুড়োটাকে মনে মনে একটু বাজিয়ে নিচ্ছিলাম। বললাম ঃ

'তাহলে কথা পাকা! কিন্তু আমার দস্তুরীটা?

বার্জেস হেসে ফেলে বলল—'তুমি তো বেশ ঝান্টু ছোকরা অ্যাঁ?'

আমি গ্রাহ্য করলাম না। 'তাহলে আমার প্রাপ্য পাঁচশো ডলার মিটিয়ে

দিলেই বাড়ী আপনার। 'না পোষালে বলে দিতে পারেন।'

বার্জেস হতাশার ভংগী করে বললে—'দরদাম আমি আবার ঠিকঠাক করতে পারি না।' বলতে বলতে সে কোটের ভিতরে পকেট থেকে চকচকে মোটাসোটা ব্যাগটা বার করে গুনে গুনে পাঁচশো ডলার দিল উইন্টার্সে'র হাতে।

উইন্টার্স' টাকাটা নিতে নিতে নিজেকেই গালাগাল করল, ইস! আরও বেশী-টাকা চাওয়া উচিত ছিল। বুড়োটাকে চুষে নেওয়া গেল না। আফশোস?

মিঃ উইন্টার্স'! চালু করে বাড়ীটা। আসবেন একদিন। একটু দেখ'বন মেয়েগুলোকে চেখে-টেখে। আপনি তো রসিক নাগর! অ্যাঁ।

'ঠিক আছে। কাল এক সময় সই করাবো আপনাকে দিয়ে। বাড়ীটা পেয়ে যাবেন। আজ চললাম।

আজকের দিনটা বেশ ভালই যাবে বোধ হচ্ছে। লিটল ইডেন এলাকায় গোটা পাঁচ ছয় সম্পত্তি অছারিক সংস্থা আছে। হ্যারিসন অ্যান্ড ফোর্ড'ই সব-চেয়ে সম্ভ্রান্ত এবং বড়। আর সবচেয়ে ছোট স্টেইনবেক অ্যান্ড হোয়ে। নামও তেমন নেই। এদেরকেই ভার দিলে আপ্রাণ খেটে মিস শেলীর ব্যবসা দেখাশোনা করবে।

গাড়ীটা চালাচ্ছি বুলভার্ড ফ্লোরাল দিয়ে। আর ভাবছি, কি করে বেনি হোয়েকে পটাবো। লোকটা একেবারে পিশাচের মতই নিষ্ঠুর বলেই শুনেছি। ভেন্তালের ব্যবসা নিয়ে আগ্রহ বোধ করবে কিনা সেটাই সমস্যা। দেখা যাক। অফিসে গিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে আসছি বলতেই রিসেপসনিস্ট মেয়েটা সোজা ওর কাছে নিয়ে গেল।

বেনি হোয়ে লোকটার বয়েস পঞ্চান্ন তো বটেই। বেশীও হতে পারে। একটা ফুটবলের মত তার চেহারা। মুখটাও নিরেট গোল ফুটবল যেন। আবার গোঁফ!

আমি ঢুকতেই ছুরির ফলার মত দৃষ্টি চালিয়ে দেখে নিল। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য। 'আনন্দিত হলাম মিঃ উইন্টার্স'। বসুন।'

আমি বসতে বসতে বললাম, দেখুন! আপনি যেমন ব্যস্ত লোক, আমিও তাই। সোজা কাজের কথা বলছি। মিস ভেন্তাল শেলীর বিষয়-আশয় যে আমরা মানে প্যাসিফিক ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশান দেখাশোনা করে এটা নিশ্চয়ই জানেন? আমি অল্পদিন হলো প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছি। কাজের

কিছু পরিবর্তন করতে চাই। শেলী ফাউণ্ডেশানের ভাড়া আদায়ের কাজটা আপনারা করতে ইচ্ছুক কি?'

বেনি হোয়ের মুখভাবে কোন পরিবর্তন ঘটলো না। নাকটা চুলকে বলল, 'হ্যারিসন অ্যান্ড ফোর্ড কি কাজটা ছেড়ে দিয়েছে?'

'মিস শেলীর তাদের ছাড়িয়ে দিতে চান।' বলে গত মাসের ভাড়ার রসিদের একটা বাণ্ডিল বার করে বেনির হাতে দিয়ে বললাম, 'এর ওপর আরও পনেরো পার্সেণ্ট ভাড়া বেশী আদায় করতে হবে। পারবেন তো?'

'অবশ্যই পারবো। ওটা আপনি আমাদের ওপর ছেড়ে দিন।'

আমি বললাম 'জানেন তো, এই বাড়ীটা কিছুই না। সমস্ত দেশজুড়ে মিস শেলীর সম্পত্তি ছড়িয়ে আছে। দায়িত্ব দিলে সব চালাতে পারবেন?'

'না পারার কিছু নেই মিঃ উইণ্টার্স'। ওটাই আমাদের কাজ। বেনি যেন ততটা আগ্রহ দেখাল না। ঘোড়ের মাল! আচ্ছা, আমিও কম নই।'

'অবশ্য তিনি যে রাজী হবেন, এমন কোনও কথা নেই। তবে কিনা আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।' আমি লোভ বাড়িয়ে দিলাম।

বেনি তার ঢোপা ঢোপা আঙুল দিয়ে নাক ঘষতে ঘষতে বলল—'ভারটা দিয়েই দেখুন, কেমন চালাই। সিদ্ধান্ত আপনিই নেবেন।'

'নাঃ। এ শালা তো মহা ত্যাঁদোড়'। সোজা কথা সোজা ভাবেই বলতে হবে দেখছি। হাসতে হাসতে আমি বললাম—'ঘোড়ার ওপর বসে কথা উড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে মাটিতে নেমে মুখোমুখি কথা বললে ভাল হয় না, মিঃ বেনি? শহরে আপনাদের মত যত সংস্থা আছে সকলেই শেলী ফাউণ্ডেশনের সম্পত্তির ভার পেলে হামলে পড়বে। তাই না? আর সেইটা আমি আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।

কোন স্বার্থে?

বেনি হোয়ে এবার বুঝে গেল। চালাকি করে লাভ নেই, বলল—

'আপনি কত চান, মিঃ উইণ্টার্স?'

'হাজার ডলার, মিঃ বেনি। বিনিময়ে মিস শেলীর সমস্ত সম্পত্তি দেখা-শোনো করার দায়িত্ব আপনি পাবেন।'

'মিস শেলীর নিজের হাতে সই করা চিঠি আনুন। আপনার হাজার ডলার পেয়ে যাবেন।'

'কাল দুপুরে চিঠিটা দেবো। তবে টাকাটা চাই নগদে, মিঃ বেনি।

'নগদেই পাবেন, মিঃ উইণ্টার্স'। কোন চিন্তা নেই, বেনি। 'গুড লাক, মিঃ উইণ্টার্স'!'

নীচে এসে আমার ক্যাডিলাকটার কাছে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে মুখের ঘাড়ের ঘাম মুছলাম। পনেরোশো ডলার এবার হাতের মুঠোয় চলে আসবে। বেনি বেটাটা গোলমাল না পাকায়! অবশ্য লাভ হবে না তাতে আর এংগুলো টাকার জন্য কিছুটা ঝুঁকি তো নিতেই হবে।

তিন

অফিসে পৌঁছেই আমার টেবিলের ওপর একটা চিরকুট পেলাম। একেবারে স্বয়ং স্ট্যানউডের। বুকের ভেতরটা ধক্ করে কেঁপে উঠল আমার। কি জানি, যে সব পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে এলাম, তাদের কেউ আবার খচরামি করে ফোন করে দিল না তো? বেনি না বার্জেস-কে এসেছিল? যা হোক, যা আছে কপালে, একটু ফিটফাট হয়ে মিঃ স্ট্যানউডের ঘরে ঢুকেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার শরীরের জ্বর নেমে গেল। মিঃ স্ট্যানউড মিটিমিটি হাসছেন, আমার দিকে তাকিয়ে ইস্ একটু মদ পেলে হতো।

চলে এসো শাড। ভেতরে এসো। এখানে বসো, মিস ভেন্তাল শেলী দেখছি তোমাকে পেয়ে দারুণ খুশী। যাদুটোনা করলে নাকি? নিজেই ফোন ক'রে তোমার কথা বললেন। এরকম তো আগে কখনও হয় নি। কি ব্যাপার বলতো?

অতটা উল্লসিত হবেন না, স্যার। বড় লোকের খেয়াল। আমি মৃদু হেসে বললাম।

না, না, তোমার জন্যে আলাদা অফিস ঘর করে দিতে বললেন। মানে, মাঝে মাঝে তিনি এই ব্যাংকে পদার্পণ করবেন আর কি। তা তিনি এখানে যত আসেন ততই ভাল। তোমার অফিস ঘর এতক্ষণে তৈরী হয়ে গেছে। উপযুক্ত সাজিয়ে দিতে বলেছি। আর মিস গুডচাইল্ড তোমার স্টেনো হয়ে কাজ করবে বলে দিয়েছি। তা থাক গে, এখন বলো তো? মিস শেলীর ওই তিনটে ঝামেলার কিভাবে সমাধান করলে?

অবধারিত প্রশ্ন। অনুমান করেছিলাম, এ প্রশ্ন উঠবেই। সেই মতন একটা মোটামুটি উত্তরের ছকও তৈরী করে নিয়েছে ব্যাংকের পথে আসতে আসতে। আমি একটু চিন্তিত ভঙ্গী করে বললাম—আমি মিস শেলীকে ফার কোটের ব্যাপারে বলেছি যে এটা কর ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপার। এর ফলে তাঁকে হয়তো কোর্টে পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করতে হতে পারে। অতএব এটা আপনি ছেড়ে দিন। কেমন স্যার? বোকামি করে ফেলেছি কি?

না, না, ভালোই করেছ তুমি। স্ট্যানউড বললেন—আমরা তো তাঁকে এভাবে কোনদিন বোঝাতেই পারিনি, যাকগে। বাকী দুটোর কি করলে তাই বল?

আমি হতাশার ভঙ্গী করে কাঁধে ঝাকুনি দিলাম। মাপ করবেন স্যার। এ ব্যাপারে আমার কিছু করার ছিল না। জিডবেটার তাঁকে ঠিক হয়তো বোঝাতে পারে নি। তিনিই যে মালিকিন সেটা বোঝানোর জন্যেই বাড়ীটা বার্জেসকে বিক্রি করে দিয়েছেন এবং শেলী ফাউণ্ডেশনের হয়ে বাড়তি ভাড়া আদায় করার ভার দিয়েছেন। স্টেইনবেক অ্যাণ্ড হোয়ে কোম্পানীকে। মিঃ বেনি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন যে বাড়তি ভাড়া আদায় করতে তারা সহজেই পারবে।

মিঃ স্ট্যানউডের চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। বল কি, বেনি ব্যাটা তো এক নম্বরের জোচ্চোর। একেবারে ডাকাত।

ঠিক এই কথাই আমি মিস শেলীকে বলেছি। তাতে উনি বললেন যে আপনারা আপনাদের চরকায় তেল দিন। বেনি সব লুটে পুটে খাবে। স্যার উপায় একটাই, আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে যতটুকু প্রভাব আছে সেটা প্রয়োগ করে দেখি। বেনির ওপর যদি খবরদারি করতে পারি। তাহলে ওর রাশ টেনে রাখতে পারবো বলে আশা করি।

প্রভাব? প্রভাব কি বলছো? বেনিকে সামলানো যার তার কাজ নয়। আমার মক্কেলের ক্ষতি হবে, সেটা আমি সইবো না। আমি এখুনি মিস শেলীকে ফোন করে বলছি। বলেই স্ট্যানউড ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন।

এই রে, সেরেছে, বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেললাম নাকি? এখন ফোন পেলেই তো মিস শেলী বলবেন যে বেনি হোয়ে সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তাহলেই আমার দফা গয়া। আমি সঙ্গে সঙ্গে যেন ভয় পেয়ে বলে উঠলাম—ও কাজও করবেন না, স্যার। আমি বলতে গেছিলাম। তা মিস শেলী ধমকে বলে উঠলেন, এ ব্যাপারে আমরা যদি একটা কথা বলতে যাই তো উনি সব অ্যাকাউণ্ট আমাদের ব্যাংক থেকে তুলে নেবেন। খবরদার ফোন করবেন না, কিছু বলবেনও না আপাততঃ।

মিঃ স্ট্যানউড যেন ফোন নয়, সাপের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিলেন, এমনি আতঙ্কে উঠে হাত সরিয়ে নিলেন ফোনের উপর থেকে।

কিছু ভাববেন না, স্যার, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম। ভাড়া সংক্রান্ত রসিদগুলো যদি আমি নিজে চেক করতে পারি তাহলে বেনিকে ক্ষতি করতে দেব না।

পারবে তো তুমি? স্ট্যানউডের স্বরে আশংকা।

বিশ্বাস করুন স্যার, পারবো। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম।

আর যদি একান্তই না পারি। তখন আপনি মিস শেলীর সঙ্গে কথা বলে যা হোক করবেন। তার আগে চুপ করে থাকুন।

মিঃ স্ট্যানউড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—বেশ, দেখ, কি কি করতে পার তুমি। তারপর হেসে বললেন—অন্ততঃ ফার কোটের ব্যাপারটা তো ভালভাবেই মিটিয়েছো তুমি, এ দুটোও পারবে। তারপরেই না হয় আমি ভেস্তালের সঙ্গে কথা বলব।

ধন্যবাদ স্যার। স্ট্যানউডের ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে মনে হলো যেন আমার হাতে পায়ে আর জোর নেই।

চার

পরদিন সকাল ন'টার মধ্যে ব্যাংক, আমার নির্দিষ্ট অফিসে চলে এলাম। একটা জিনিস আমি ঠিকই বুঝতে পারলাম যে মিস ভেণ্ডাল শেলীর নামেই যাদু আছে। তার নাম ভাঙ্গিয়ে, তার জমা টাকা খাটিয়ে বেশ কিছু ডলার উপার্জন করা যাবে এবং তাই করব আমি। বার্জেসের ব্যাপারটায় ঠকে গেছি। কিন্তু বেনি হোয়েরের কাছ থেকে হাজার তিনেক ডলার আদায় না করে আমি ছাড়ব না। একটা চিঠি তৈরী করলাম। মিঃ শেলীকে দিয়ে সই করিয়ে নিলেই হবে। তারপর শেলী অ্যাকাউণ্টের খাতাপত্র দেখতে লাগলাম। মিস শেলীর অ্যাকাউণ্ট সবই সরকারী বণ্ড আর স্টকে কেনা। একেবারে পাকা কাজ। দেখে শুনে মাথায় একটা বুদ্ধি গজালো। টুপিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

সোজা ওয়েস্ট সিটি স্ট্রীটের একটা বিশাল বাড়ীর সামনে গাড়ী রেখে ছ'তলায় উঠে গেলাম। এই বাড়ীর খোপে খোপে অজস্র অফিস। এরই একটাতে রায়ান ব্রাকেন্টোনের অফিস সে আমার পরিচিত। বন্ধু।

আমাকে দেখেই হৈ চৈ করে উঠল সে।—'এস, এস। হঠাৎ কি মনে করে?'

আমি বসতে বসতেই বললাম—'বিশাল শেলী অ্যাকাউণ্ট থেকে কিছুটা খুঁটে তুলে নেবে নাকি?'

'একদম না। ওতে আমার কোনও লাভ নেই।'

রায়ান উত্তর দিল।

'আরে শোন।' আমি রায়ানকে বললাম, 'গত ক' বছরের মধ্যেও লিডবেটার শেলী অ্যাকাউণ্ট থেকে কোন লাভ দেখাতে পারেন নি। এখন ভার পড়েছে আমার ওপর। দাম বাড়ছে বা বাড়বে শীগগীরই এমন কিছুর খোঁজ খবর রাখো তো বলো?'

'দাম তো কত কিছুরই বাড়ছে। তবে নিশ্চিত করে কিছু বলব না।'

'ধরো না', আমি দ্রুত স্বরে বললাম, 'যদি লাখ আড়াই ডলার শেয়ার বাজারে ভাসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেই জিনিসের দাম বাড়বে না।'

'ঠিক মতো লাগাতে পারলে অবশ্যই বাড়বে।' রায়ান বলল। 'যেমন ধরো, কোন্ ওরের সিমেণ্ট। গত কদিনে পাঁচ পয়েণ্ট দাম বেড়েছে। তবে জানই তো, এসব ব্যাপারে ঝুঁকি একটা থাকেই ?'

'লাগিয়ে দাও ওতেই ডলারগুলো।' বললাম, 'লোকসান যদি হয়ই বড়জোর হাজার খানেক হবে। তার বেশী তো নয় ?'

'তার আগে বল তো' রায়ান বলল, 'এভাবে টাকা খাটাবার অধিকার কি ব্যাংক তোমাকে দিয়েছে ?'

'ব্যাংক দেয়নি', আমি বললাম—'মিস শেলীই আমাকে দিয়েছেন।

'এমনকি হাজার খানেক ডলার লোকসানও তিনি মেনে নেবেন।'

তবুও একটু সন্দেহের স্বরে রায়ান বলল, 'দেখ শাড, লিখিত অনুমতি ছাড়া এ ব্যাপারে আমি এক পাও এগোতে চাই না।'

আমি বললাম, 'লিখিত অনুমতিই পাবে, কাগজ কলম দাও। আর বল কি লিখতে হবে ?'

রায়ানের নির্দেশ মতন চিঠির খসড়া করে ফেললাম। কিন্তু সই না করে বললাম—'মিস শেলীকে দিয়ে সই করাবার আগে আমাদের কথাবার্তা পাকা করে নেওয়া যাক। কি বল ?'

রায়ান যেন কিছু বুঝতেই পারেন নি এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম—'দেখ রায়ান, শেলী অ্যাকাউণ্ট নিয়ে কাজ করার মানেই বাজারে চড়চড় করে কোম্পানীর সুনাম এবং দর বেড়ে যাওয়া। তোমার ক্ষেত্রে সেটাই হচ্ছে। ভালই, বন্ধুর উন্নতি আমিও চাই। তা, আমার কি থাকছে ?'

রায়ান যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'তার মানে ? ব্যাংকে কাজ করে এসব কথা তুমি বলতে পার নাকি ?'

'পারি না বুঝি ? ও। আচ্ছা।' বলেই আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'যাই লোরেন অ্যাণ্ড ফ্রাংকের কোম্পানিতে যাই। এরকম দাঁও হাতছাড়া করবার মত বোকামী ওরা করবে না!'

'আরে, দাঁড়াও না এক মিনিট।' রায়ান তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ব্যাংকের কি......

'ব্যাংকের নিকুচি করেছে। তোমার আমার মধ্যে কথা, ইচ্ছে হয় কর। নইলে আমি চললাম।'

রায়ান হতাশ ভঙ্গী করে বলল—'ঠিক আছে, আশা করি যা করছ বুঝে

শুনলেই করছো ? থাকগে এখন বল, কত চাও ?'

'ফিফটি রাদার, বেশী নয়।' জবাব দিলাম।

'অ্যাঁ।' আঁতকে উঠলো রায়ান, 'ফাঁকতালে অর্ধেক ? তুমি তো ডাকাত দেখছি। থাকগে। তাহলে কোনওরে সিমেন্টের ওপরেই লাগাবো তো ? চিঠিটা সই করে দাও।'

সই করে চিঠিটা দিয়ে বললাম—'স্টক কিনে ফেলো আড়াই লক্ষ ডলারের। দুই বা তিন পয়েন্ট বাড়ালেই ঝেড়ে দাও। আজই।'

'দাম যদি বাড়তে থাকে তবে ধরে রাখবো তো ?' রায়ান বলল।

'একদম না। সম্ভব হলে আজই ছেড়ে দেব।'

আমি বললাম—'মিস শেলী একটা রাক্ষুসী। চটপট বেশ কিছু লোভ দেখাতে পারলেই সে বুঝে নেবে যে কতখানি দায়িত্ব নিয়ে আমরা তার কাজ করে যাচ্ছি। বুঝেছো ?'

রায়ানকে আর একটু জ্ঞান দিয়ে সোজা ওয়েস্টার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ব্যাংকে চলে এলাম। বার্জেসের কাছ থেকে টাকা পাওয়া থেকে একশ ডলার দিয়ে একটা অ্যাকাউণ্ট খুলে ফের নিজের ব্যাংকে চলে এলাম।

আমি এলাম যেন আকাশ দিয়ে উড়তে উড়তে। দু'দিন আগেও দেনার দায়ে আমার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত বিকিয়ে ছিল। আর আজ ? টাকা তো আসতে আরম্ভই করেছে। আরও কত আসবে। খুব খিদে পেয়ে গেছে। ক্রোরিয়ান রেস্তোরাঁতে একটা দামী লাঞ্চ খেতে হবে। আজ আমার সব দুশ্চিন্তার অবসান।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং করে ফোন বেজে উঠলো।

দুত্তোর। এখন আবার কে ফোন করে ?

রিসিভার তুলে নিয়ে বললাম—'হ্যালো, কে ?' ওপাশ থেকে মেয়েলী স্বর ভেসে এল।

'মিঃ উইস্টার্স ? আমি মিস্ ডোলান বলছি।'

'মিস্ ডোলান ? ও! মিস্ শেলীর সেক্রেটারী। হ্যাঁ, বলুন ?'

'শুনুন মিঃ উইস্টার্স। আপনাকে এক্ষুণি মিস শেলী আসতে বলেছেন, খুবই জরুরী।'

আমি মনে মনে বললাম যে, ডাকলেই আমি গিয়ে হাজির হব, অত বোকা আমি নই। সময় নিতে হবে। আমি বললাম—শুনুন, মিস ডোলান।

মিস শেলীকে বলুন যে আমি দুটোর সময় যাবো। তার আগে কিছুতেই

যেতে পারবো না। ওঁরই কাজে ব্যস্ত আছি।'

মিস ডোলান গম্ভীর স্বরে বলল—'শুনুন মিঃ উইন্টার্স'! মিস শেলী ভীষণ রেগে গেছেন আপনার ওপর। এইমাত্র মিঃ হোয়ে এখান থেকে চলে গেলেন। তারপরই উনি ভীষণ রেগে গেছেন। এক্ষুণি আসতে বলেছেন আপনাকে। তাড়াতাড়ি বলুন, আসছেন কি ?'

মিঃ হোয়ে? মানে বেনি হোয়ে? সর্বনাশ! আবার ভাবা উচিত ছিল যে বেনি হারামজাদা স্টানউডের কাছে আসবে না। একেবারেই খোদ মালিকের কাছেই যাবে। কি সর্বনাশ ঘটিয়েছে কে জানে? আমার সুখের স্বপ্ন সব ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল বোধহয়। আর আমার কোনই আশা রইল না। বেনিটা তো ভীষণ বজ্জাত। এখন আমি কি করি! যে করেই হোক, সামাল দিতে হবে।

'মিঃ উইন্টার্স'? আপনি কি ফোন ছেড়ে দিয়েছেন?' ডোলান বলল।

'অ্যাঁ। মানে······'

'শুনুন মিঃ উইন্টার্স'!' মিস ডোলান বলতে লাগল, মিস শেলী রেগে গেলে তাকে ঠাণ্ডা করার কোন অজুহাত না দেখিয়ে, ক্ষমা না চেয়ে, উল্টে ধমক দিয়ে কথা বলা। আমি তাকে চিনি। বাইরে যত রাগ, ভেতরে ততই ভীতু। আমার কথাগুলো মনে রাখবেন, নইলে আপনার বিপদ।'

আমি আর উপায় না দেখে বললাম, 'মিস ডোলান, আপনার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ, আমাকে ফাঁদে ফেলছেন না তো?

'বিশ্বাস করা না করা আপনার অভিরুচি। আমি কি মিস শেলীকে বলব এখুনি আসছেন।'

'হ্যাঁ, বলুন পনেরো মিনিটের মধ্যেই আসছি। আর শুনুন, বা ফোন ছেড়ে দিয়েছে। আমার বুঝি সব গেল! অফিস, গাড়ী, সুন্দরী স্টেনো, বেনির হাজার ডলার, রায়ানের ফিফটি পার্সেন্ট এবং সর্বোপরি চাকরি, সব হাওয়া হয়ে যাবে।

অফিস থেকে বেরিয়ে তিনটে ডবল পেগ হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলাম। যাক, বেশ চাঙ্গা লাগছে। ক্যাডিলাকটা উল্কা বেগে চালিয়ে সাত মিনিটের মধ্যে ক্লিফ সাইডে চলে এলাম। ভগিংস এগিয়ে এসে হাত থেকে টুপিটা নিয়ে বলল—'মিস শেলী অপেক্ষা করছেন। ওই রুমে চলে যান।'

একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেলাম। মনে মনে বললাম—উল্টোপাল্টা

বলেছ কি এক ঘুঁষিতে চোয়াল চুর্ চুর্ করে দেবো।'

'এই যে চতুর চূড়ামনি উইন্টাস ?' ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠলো ভেস্তাল শেলী, 'কি কথা বলে বাঁচাবেন নিজেকে।'

'কি শুনতে চাইছেন, বলুন ?'

'না না। ওসব ন্যাকামী বা মিথ্যা বলে পার পাবেন না। বেনি হেয়েককে চেনেন না আপনি, মিঃ উইন্টাস ?'

'চিনি বইকি। অতবড় উকিল। আপনার ফাউন্ডেশনের ভাড়া আদায়ের ব্যাপারে ওর চেয়ে যোগ্য লোক নেই।' ঠাণ্ডা স্বরে বললাম।

'তা তো বটেই।' বিদ্রূপের স্বরে মিস শেলী বললো—'হাজার ডলার ঘুষ পকেটে ঢুকে গেছে। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া বেনিকে ভাড়া আদায়ের জন্য নিয়োগের অধিকারটা কে আপনাকে দিল শুনি ?'

আমিও সপাটে উত্তর দিলাম, 'ঘুষ বলবেন না মিস শেলী। কমিশন আদায় করেছি। ওটা আমার ন্যায্য প্রাপ্য বলেই মনে করি।'

এবার রাগে কাঁপতে কাঁপতে মিস শেলী বলে উঠল—'চোপরাও বদমাশ, জোচ্চর কোথাকার! আমার নাম করে তুমি তোমার নোংরা পকেট ভরাচ্ছ বাঁদর।'

'বস্তীর মাগীগুলোর মত চেঁচাবেন না, মিস শেলী।' দুম করে বলে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মেচেতার মত দাগে ভর্তি মিস শেলীর কুৎসিত মুখটা যেন ফুটো বেলুনের মত চুপসে গেল। 'কি ? আমাকে কি বললে ? হারামজাদা, তোমাকে ব্যাংক থেকে তো তাড়াবই, যাতে আর কোথাও চাকরী না পাও, আর এই শহরেও না থাকতে পারো, আমি এখনই ব্যবস্থা করছি।'

'ওসব নাটুকেপনায় শাড উইন্টার্স ঘাবড়ায় না, মিস শেলী, বুঝেছেন ?', একেবারে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে গেলাম আমি।

'কি ভাবছেন নিজেকে, অ্যাঁ ?'

'দেখাচ্ছি তোমাকে এখুনি, শয়তান কোথাকার।' বলেই মিস শেলী লাউঞ্জে গিয়ে ফোনের রিসিভারে হাত রাখল।

আমিও ছুটে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরে বললাম—'দাঁড়ান, এক মিনিট।'

সঙ্গে সঙ্গে মিস শেলী বা হাতে আমার গালে ঠাস করে চড় মারলো। আমি চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলাম। বুঝতে পারলাম, তার হাতে নখের ডগার

আমার গাল ছুঁড়ে গেছে। জ্বালা করে উঠালো। আর আমার মাথায় যেন চড়াক করে রক্ত উঠে গেল। মিস শেলীর দু' কাঁধে থাবা মেরে অতি দ্রুত স্বরে আমি বলতে লাগলাম। 'বসুন এই চেয়ারে।' বলে জোর করে বসিয়ে দিলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম, মিস শেলীর মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গেছে। দেহটা কাঁপছে। আমি গ্রাহ্য করলাম না। বলতে লাগলাম, শুনুন, আমার কথাগুলো। আপনার ফার কোটের ব্যাপারটা মীমাংসা করে আপনাকে তিরিশ হাজার ডলার পাইয়ে দিয়েছি। বাড়ী ভাড়ার ব্যাপারটা আর বার্জেসকে বাড়ী বিক্রির ব্যাপাটা, মাত্র একদিনের সমাধন করে দিয়েছি। বাড়ী ভাড়া থেকে বছরে পাঁচ হাজার ডলার পাবেন আপনি। পাঁচ ঘর ভাড়াটের হাত থেকে আপনাকে নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বাড়ীটা বিক্রি করে প্রচুর ডলার লাভ করতে যাচ্ছেন আপনি। এসবই করে দিয়েছি আমি। আমার জন্যেই মাত্র একদিনে সব মিটে গেছে। ওই লিডবেটারকে দিয়ে মাসের পর মাস চেষ্টা করেও যা আপনি করাতে পারেন নি। এগুলো থেকে আপনি যেমন টাকা রোজগার করাতে যাচ্ছেন, আমিও তেমনি কিছু রোজগার করে নিতে চেয়েছি। কিন্তু সেইজন্যে আপনাকে আমি ঠকাই নি। কি, ঠিক কিনা? আপনার জন্য এতগুলো ডলার রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়ে, ওই সব রক্তচোষা শয়তানদের কাছ থেকে নিজের জন্যেও সামান্য ছিটেফোঁটা কমিশন আদায় করেছি। তাতে আপনার জ্বালা হচ্ছে কেন? আপনার টাকা তো চুরি করিনি আমি। আমার জন্য তো আপনার আধ ডলারও নষ্ট হয়নি। আর আপনি কিনা আমাকেই ভয় দেখাচ্ছেন? ঠিক আছে, ডাকুন স্ট্যানউডকে, বলুন সবকিছু, আমার নয় চাকুরিটা যাবে। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনারও ওই তিরিশ হাজার ডলারের স্বপ্ন ঘুচে যাবে। আমাকে ছাড়া ঐ ট্যাক্স ফাঁকি দেবার চাকাটা একটুও চালাতে পারবেন না। উল্টে কর ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে সোজা জেলখানায় চলে যাবেন। তখন মিস ভেস্তাল শেলী সুনামে সমস্ত দেশ আনন্দে হাততালি দেবে। নিন করুণ এবার ফোনটা, করুণ স্ট্যানউডকে। আমি থোড়াই পরোয়া করি।' ঝড়ের বেগে টানা কথাগুলো বলে বাইরের লনে চলে এলাম। ভালমন্দ কোন বোধ ছিল না আমার। কেবল মনে হচ্ছিল যেন, একটা যুদ্ধ করে এলাম। পাঁচ মিনিট কেটেছে কিনা কেটেছে, অনুভব করলাম মিস শেলী এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। বদ্খত চেহারা মেয়েটার। কিন্তু মনে যে ব্যাথা পেয়েছে, তা আড়চোখে এক পলক দেখেই বুঝলাম। বেশ একটা

আদুরে অভিযোগের সুরে বলে উঠলো, আমাকে ব্যথা দিয়েছেন, কাঁদিয়ে দিয়েছেন আপনি।

আর আপনি আমার কি করেছেন দেখুন। বলে গালের ক্ষতটা দেখালাম। এখনও রক্ত পড়ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। রুমালটা চেপে ধরে বললাম—ভাগ্য ভাল আপনার যে মট্ করে ঘাড়টা ভেঙে দিইনি।

ধপ করে আমার পাশে বসে পড়ে ও বলল—ওহ শুধু নিজের চিন্তাতেই ব্যস্ত আপনি। আমার জন্য না হয় একটু কষ্ট করলেন, গলাটা শুকিয়ে গেছে। একটা ড্রিঙ্কসের বন্দোবস্ত করুন।

যাক যুদ্ধে আমি জিতে গেছি। আর আমাকে কেউ রুখতে পারবে না। সাফল্যের দরজায় পেঁাছে গেছি। সব আমার হাতের মুঠোয়? লাউঞ্জে এসেই ঘন্টা বাজালাম। অর্গিস এসেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এতটা বোধহয় ভাবেনি। সুরু করো! আমি ধমকের স্বরে বললাম—শোন, সব চেয়ে ভাল শ্যাম্পেন এক বোতল। বুঝেছ, খারাপ হলে বোতল তোমার মাথায় ভাঙবো।

পারলে একবার যেন আমাকে ভস্ম করে দেয়, এমন ঘৃণার দৃষ্টিতে আমার দিকে একপলক দেখেই সে চলে গেল।

আমি ফোনটা তুলে ব্ল্যাকস্টোনকে ধরলাম, হ্যালো! কোনওয়ের ব্যাপারে কোন খবর আছে, রায়ান?

আরে হ্যাঁ এইমাত্র বিক্রি করলাম। মিস শেলীর পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার লাভ হয়েছে, তোমার ন'শো ডলার কমিশনও জমা করে দেবে। খুশি তো?

আমি চোখ ফিরিয়ে শেলীর দিকে দেখলাম। লনে বসে আছে চেয়ারের ওপর ঐকটু বেঁকে। কি শুকনো ডিগডিগে চেহারা। সৌন্দর্যের ছিটে-ফোঁটাও নেই, এখান থেকেই বেশ খানিকটা দেখতে পাচ্ছি? স্তন দুটো যেন শুকনো আমড়ার আঁটি? চোখ সরিয়ে রায়ানকে বললাম—ফাইন! মিস শেলীর চেকটা আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

কিন্তু শাড এটা কি ঠিক হচ্ছে? রায়ান বলল।

তুমি আমার হয়ে কাজ করছ, মিস শেলীর হয়ে নয়। বুঝেছ রায়ান? চেকটা পাঠিয়ে দাও। আমাকে চড়মারা? খেসারত পনেরো হাজার ডলার কুড়ি হাজার আপাততঃ পাবে মিস শেলী খুকী, তাতেই সন্তুষ্ট থাকো। লনে চলে এলাম। আমাকে দেখেই আমার চেনটা টেনে দিয়ে লাজুক দৃষ্টিতে দেখে

মৃদু হেসে বলল—আপনি বুঝি উঁকি মেরে দেখছিলেন ? ছি ! কুমারী মেয়ের খোলা বুকের দিকে ওভাবে দেখতে নেই। বলে মাথা নিচু করল।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম, বলে কি ? তাও যদি তেমন চেহারা হতো, বেশ সুস্পষ্ট স্তন হতো। এই শিটকে চেহারা মেয়েটা কি ভাবে না যে শাড উইন্টার্স তুড়ি দিলে দশটা সুন্দরী এক্ষুণি হাজির হবে। থাকগে কোন মতে ঠোঁটে লাজুক হাসি এনে বললাম ঃ 'লজ্জা' দেবেন না মিস শেলী এইমাত্র আপনার জন্যে বিশ হাজার ডলারের বন্দোবস্ত করলাম। যে জন্যে আপনার আড়াই লক্ষ্য ডলার অবশ্য খাটাতে হয়েছে।

বিস্ময়ে থ হয়ে গিয়েও মিস শেলী বলে উঠল—আমার অনুমতি না নিয়ে আমার টাকা ব্যবহার করেছেন আপনি ?

আপনার টাকা নয় সুনাম, যা টাকার চেয়েও দামী, বললাম।

যদি স্টকের দাম পড়ে যেতো ? মিস শেলী বলল।

পড়তে পারে না। যে কোনও জিনিসের ওপর আড়াই লক্ষ ডলার সেই স্টকের দাম বাড়তে বাধ্য। এক্ষেত্রেও চার পয়েন্ট বেড়েছে। তাই কুড়ি হাজার পেলেন।

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিস শেলী বলল—মিঃ উইন্টার্স। আপনি কাজের লোক বটে। তবে ভীষণ ধূর্ত, চালাক।

সে কি ? ডাকাত, জোচ্চোর এসব বলুন ? আমি বললাম।

ও যেন লজ্জা পেলো। তখন রেগে গেছিলাম, ক্ষমা চাইছি। আপনারও কিন্তু উচিত ক্ষমা চাওয়া। আপনি আমাকে রীতিমত আহত করেছেন।

সে সব হবে। কিন্তু এই যে আপনার কাছে কিছু না লুকিয়ে খোলাখুলি কথাবার্তা বললাম, এতে কি আপনার খুশী হওয়ার উচিত নয় ?

খুক করে একটা কাশির শব্দ করে অর্গিস এলো। বরফে বসানো বোতল খুলে দুটো গেলাসে ভরেও দিল। আমি একটা গ্লাস তুলে নিয়ে এক চুমুক খেয়ে বললাম, অনেকটা ভালো। অর্গিস চলে গেল। কি বুঝল কে জানে।

যা খুশী ভাবুক। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। যাক, এখন বলুন বেনি হোয়ের সঙ্গে কি কথাবার্তা হলো ?

কিছুই হয়নি। এত রাগ হয়েছিল, পরে দেখা করতে বলেছি।

ভালই করেছেন, আপনার ভাড়া আদায় করতে সে যোগ্য ব্যক্তি। আর তাকে সামলাবার জন্যই আমাকে আপনার প্রয়োজন, ঠিক ?

আপনি আমার পাশে আছেন, এটা ভেবেই আমি কত খুশী, মিঃ উইণ্টার্স। আপনি আমার পাশে আছেন তো ?

যাক। গুমোট ভাবটা কেটে সুখের হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। আমি যে আপনার পাশেই আছি, মিস শেলী, সে প্রমাণ কি আমি দিইনি ?

আপনি তাহলে আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনার খেতে আসুন। মিস শেলী বলল।

সরি। আমি বললাম, আজ রাতে যে পার্ক সাইড স্টেডিয়ামে লড়াই দেখতে যাচ্ছি। আগে থেকেই ঠিক করা আছে।

লড়াই ? আমারও তো ভীষণ ভাল লাগে। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে আপনার আপত্তি আছে। মিঃ উইণ্টার্স ?

সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে অঙ্কটা কষে ফেললাম আমি। মিস ভেস্তাল শেলী আমার হাতে হাত দিয়ে স্টেডিয়ামে ঢুকছে, পাশে বসে লড়াই দেখছে, এক সঙ্গে ডিনার খাচ্ছে আহ! সমাজে হু হু করে আমাদের দর বেড়ে যাবে! যে সুন্দরীকে আসতে বলেছি তাকে ফুটিয়ে দেব। তাহলে মিস শেলী, আপনি ঠিক সাতটায় প্রস্তুত থাকবেন। স্টেডিয়ামে রেস্তোরাঁতেই ডিনার নেব, কেমন ? বলে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। গাড়ীতে যেতে যেতে ভাবলাম দুদিনে চব্বিশ হাজার ডলার আমার পকেটে এসে গেছে। রায়ানের কাছ থেকে মাসে আসবে অন্ততঃ হাজার খানেক। বাহ্! বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা। আনন্দে ক্লোরিয়ামে রেস্তোরাঁতে ঢুকে গেলাম।

পাঁচ

স্টেডিয়ামের গেটে প্রায় যুদ্ধ জাহাজের মত রোল্‌স রয়েস্‌ গাড়ী থেকে যখন মিস ভেস্তাল শেলীর সঙ্গে নামলাম, তখনই বুঝলাম আজ আমার ভীষণ আনন্দের দিন। মিস ভেস্তাল শেলী লোকসমাজে বড় একটা আসে না। ফলে, লোকের কৌতূহল বেশী। মিস শেলীর চেহারাটা নগণ্য, কিন্তু সাদা ঝালর দেওয়া পোষাক এবং বলতে গেলে সর্বাঙ্গ হীরার গহনা দিয়ে মোড়া। তার এই লড়াই দেখতে আসা তাই বিস্তর কৌতূহলের সঞ্চার করেছে। আমরা যখন ডিনার খাচ্ছি, তখন সব তরুণ সাংবাদিকের দল ঘন ঘন ছবি তুলতে লাগল একসঙ্গে দুজনের। মনটা যখন বেশ খুশীতে মেতে উঠেছে আমার তখনই কাঠ খোট্টা চেহারার বেশ বলশালী একজন লোক এসে ভেস্তালকে অভিবাদন করল। আমি ভাবলাম, শেলী লোকটাকে পাত্তাই দেবে না। কিন্তু দেখলাম শেলী বেশ হেসে প্রত্যভিবাদন জানিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল-ইনি স্যামলেগো, স্থানিয় পুলিশে আছেন। লেফ্‌টেন্যান্ট, আর স্যাম, ইনি মিঃ শাড উইন্টার্স, ব্যাঙ্কার।

দুজনে দুজনের দিকে তাকালাম এবং দুজনেই বুঝে নিলাম যে কারুর সঙ্গে কারুর পটবে না।

প্যাসিফিক ব্যাঙ্কে আপনাকে দেখেছি মনে হচ্ছে, মিঃ উইন্টার্স? স্যাম লোগো এমনভাবে কথাটা বলল যেন আমি কেরানী মাত্র সেটা সে জানে।

আমিও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলাম। মনে করতে পারছি না যে আপনাকে দেখেছি। কত লোকেই তো ব্যাঙ্কে আসে। ব্যস! আর কথা নয়।

আমি মিস শেলীকে নিয়ে এসে রিঙ-এর ধারে নির্দিষ্ট সীটে বসলাম।

মিডলওয়েট চ্যাম্পিয়ন বক্সার জ্যাকস্লেড আর অখ্যাতনামা ডার্কি জোন্স। মিস শেলীকে চিনিয়ে দিলাম দুজন বক্সারকে। মিস শেলী সেই অখ্যাতনামা জোন্সের ওপর একশ ডলার বাজী ধরে বসল। আমি বললাম, শেষে কিন্তু

আমাকে দোষ দেবেন না। বলে জনসনের কাছে এলাম। সে আমাকে দেখেই চোখ টিপে বলল,—গুড ইভিনিং, মিঃ উইণ্টার্স ! রাতটা বেশ মৌজেই কাটবে মনে হচ্ছে ?

ওকথা থাক। শোন জোন্সের ওপর একশ ডলার মিস শেলীর। আর আমার পঞ্চাশ ডলার প্লেডের ওপর ! বলে ফিরে এসে বসলাম। লড়াই সুরু।

এবং কি আশ্চর্য ! অখ্যাতনামা জোন্সই বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় প্লেডকে ঘুসি মেরে মেরে চোয়াল ভেঙ্গে দিল। বোঝাই গেল যে প্লেড এ যাত্রা আর পারবে না। মিস শেলী তো উত্তেজনায় যেন পাগল হয়ে গেল। শেষে ভীড় ঠেলে বেরুবে কি করে সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময় স্যাম লেগো এসে বলল, আমার সঙ্গে আসুন ! পুলিশের পক্ষেই সেই ভীড় ঠেলে জায়গা করা সম্ভব। আমি পেছনে ভেস্তালকে প্রায় কোলে করেই নিয়ে চলেছি।

একটা আধো অন্ধকার জায়গায় এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যদিও ষ্টেডিয়ামের গরম হাওয়া মাঝে মাঝে এখানে এসেও লাগছে। আমি ভেস্তাল শেলীর দিকে তাকিয়ে বললাম, এখন কেমন বোধ করছেন ?

ভালই, গরম আর উত্তেজনায় এরকম অনুভূতি আর কখনও আমার হয়েছে বলে মনে করতে পারছি না। বলে এমনভাবে আমার চোখের দিকে তাকালো যে আমি একেবারে থ' হয়ে গেলাম। বহু মেয়ের সঙ্গে তো মিশেছি। এ দৃষ্টি আমি চিনি। চরম কামোত্তেজনায় যখন নারী পাগল হয়ে ওঠে তখনই তার চোখে এই রকম দৃষ্টি দেখা যায়। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছিলাম এই ভেবে যে মিস ভেস্তালের শরীর মানে তো একটা হাড়ের কাঠামোর ওপর চামড়া মোড়া। অথচ, এমন দুর্জয় আসক্তি তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে যে, সে যেন এখুনি সর্ব সমক্ষে পথের মাঝেই আমায় জড়িয়ে ধরবে। আমি সংকুচিত হয়ে গেলাম, এক নিদারুণ অনিচ্ছায়।

আমার এই অনিচ্ছাটা যেন চট করে বুঝে নিল মিস ভেস্তাল। সঙ্গে সঙ্গে বলল, যান এক্ষুণি আমার বাজীর টাকাটা এনে দিন। এক্ষুণি যান !

সে গলার স্বরে কি ছিল, আমি চলে যেতে বাধ্য হলাম। ফিরে এসে আর গাড়ীটা দেখতে পেলাম না। এদিক ওদিক দেখছি, হঠাৎ লোগো এসে হাজির। এই যে মিঃ উইণ্টার্স। মিস শেলী চলে গেলেন।

বোধহয় গরম আর লড়াইয়ের উত্তেজনায় আমাকে থামিয়ে দিয়ে স্যাম লেগো বলে উঠল, এটা লড়াই না পতন ? প্লেডের মত লোক এক ঘুষিতে শেষ !

ভাবা যায়? ন্যাম লেগো সিগারেট বার করে আমাকে একটা দিয়ে নিজেও ধরালো। তারপর বলতে লাগল, এমনটাই হয়। মানুষ যখন চরম আত্মতুষ্টিতে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, তখন আচমকা ঘুষি খেয়ে তার চোয়াল ভেঙে যায়, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, আমার চাকরী জীবনে কতবার এমনটা দেখলাম। একজন একটা খুন করে, সমস্ত প্রমাণ নিখুঁত ভাবে মুছে দিয়ে, এমনভাবে সাজালো যেন খুনটা অন্য কেউ করেছে। তার কোন ভয় নেই, সে নিজের মনকে সে নিজে বোঝালো, ভাবল সম্পূর্ণ নিরাপদ। কিন্তু মিঃ উইন্টার্স! ঠিক সেই মুহূর্তেই, যখন কিছুমাত্রও সে আশা করেনি, আচমকা ঘুষি খেয়ে একেবারে চিৎপটাং। স্নেলডেন মতই চোয়াল ভেঙে হাঁ হয়ে গেছে। ভয়ংকর দৃশ্য।

ঠিকই বলেছেন। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—আচ্ছা, গুডনাইট! বলেই আমি সোজা আমার বাড়ীর দিকে। শালা, আমাকে খুনের গল্প শুনিয়ে কি লাভ হলো তোর?

ফ্ল্যাটে ফিরে দেখি গ্লোরি—আমার পুরনো প্রেয়সী ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে পড়ে আছে। কালো ব্রা ফুঁড়ে বুক দুটো যেন এখনই পড়ে যাবে। এক চিলতে লাল রঙের জাঙ্গিয়া কোন মতে লজ্জাস্থানটুকু ঢেকে রেখেছে। উরু অবধি নেটের মোজা পরা। ডান হাতে হুইস্কির গ্লাস।

এই যে খোকা! মিস ভেস্তালের সঙ্গে খেলাটা কেমন জমলো? বাঁকা স্বরে গ্লোরি জিজ্ঞেস করল।

দাঁড়াও। আগে একটা ফোন করি। বলে রিসিভার তুলে মিস শেলীর নম্বর চাইলাম। কিছুক্ষণ পরই মিস ডোলানের স্বর শোনা গেল: শেলী হাউস থেকে বলছি? কাকে চাই? আপনি কে?

আমি হেসে উত্তর দিলাম। মিস ডোলান? আমি মিঃ উইন্টার্স বলছি! মিস শেলী প্রায় না জানিয়েই চলে এলেন। তাই জানতে চাইছিলাম এখন কেমন আছেন? আপনি লাইনটা একটু দয়া করে তাকে দিন।

একটু ধরুন। বলে মিস ডোলান চুপ করলেন। খানিক পরেই ডাকলেন, হ্যালো! মিঃ উইন্টার্স? মিস শেলী শুয়ে পড়েছেন। আজ আর কোন কথা হবে না।

শুনুন মিস ডোলান—যা লাইন কেটে গেল। মরুক গে যাকগে!

তুমি দেখছি আজকাল বেশ ন্যাকা ন্যাকা অভিনয় করতে শিখে গেছো,

শাড। ব্যাপারটা কি বলতো? মিস শেলীকে রাগিয়ে দিয়েছো নাকি? গ্লোরি বেশ কর্তৃত্বের ভান করেই কথাগুলো বলল।

গ্লোরি! যা বোঝ না তাই নিয়ে কথা বলো না।

আমি ভেবেছিলাম যে তোমার মাথায় কিছুটা অন্ততঃ বুদ্ধি আছে। গ্লোরি বলল, সাতকোটি ডলারের মালকিন, তাকে কিনা তুমি ঠকিয়েছিলে।

বাথরুমে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো শাড। রেগে গিয়ে বলে উঠল তবে না তো কি ওই রকম একটা কুৎসিত বাঁদরিকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাব? রাস্তার মাঝখানে?

আলবৎ খাবে, একশ বার খাবে চুমু। গ্লোরি এগিয়ে এল শাড হাঁদারাম। তুমি কি ওই কুৎসিত বাঁদরিটার মুখে চুমু খাচ্ছ? তুমি চুমু খাচ্ছ ওর সাত কোটি ডলারের মুখে। বুঝেছ? যদি সুযোগ পাও, তাহলে তক্ষুণি তোমার উচিত মিস ভেস্তালে শেলীকে বিয়ে করে ফেলা।

বিয়ে! ওই শুঁটকি, বদমেজাজী একটা বাঁদরীর সারা জীবনের জন্য গাঁটছড়া বাঁধা? গ্লোরি, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

আমার মাথাটা স্ব-স্থানেই আছে গ্লোরি আমার চোখে চোখে তাকাল। আবার ভাবো সাতকোটি ডলারের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে। ভাবো? গাঁটছড়া বেঁধেছে মিস শেলীর সঙ্গে। তার মানে কি এই যে আর কোথাও তুমি মজা লুটতে যেতে পারবে না? আমাকে ফ্যাশানেবল একটা ফ্ল্যাট তুমি নিশ্চয়ই কিনে দেবে। দেবে না? সেখানে তো সবসময় তোমার জন্য আমি তৈরী হয়েই থাকব। তোমার সুখেই তো আমার সুখ। তাই না শাড? এইভাবে চিন্তা করো। মিস শেলীর প্রতি যদি তুমি ভালবাসা না দেখাও তাকে প্রশ্ন না তাহলে হতাশায় সে বিগড়ে যাবে। তোমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। টাকা তো পাবেই না, বরং উল্টে লাথি খাবে। আর যদি মিস শেলীকে বিয়ে করো, ঠিকমতো আদর করো, প্রেম দাও, তাহলে কেউ তোমাকে হঠাতে পারবে মিস শেলীর কাছ থেকে। শাড! সোনা? লিরফগুলি ভাবো। বলতে বলতে গ্লোরি শাডকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। শাড অনুভব করল গ্লোরির পুষ্ট দুই স্তন তার পিঠের ওপর ক্রমশঃ চেপে বসছে। কিন্তু তার মাথায় তখন মিস শেলীকে বিয়ে করবে কি করবে না চিন্তা। কিন্তু আজই যা কাণ্ড ঘটল, তাতে কি আর বিয়ের প্রশ্ন উঠবে? শাড সে কথাই বলল গ্লোরিকে আজকের

পর মিস শেলী কি আর বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হবে ?

খুব হবে। গ্লোরি বলল—কাল সকালেই একগুচ্ছ সাদা ভায়োলেট ফুল পাঠিয়ে দাও। যাতে মিস শেলী ঘুম থেকে উঠেই পায়। দ্যাখ, ওতেই কাজ হবে।

শাড মনে মনে গ্লোরির প্রশংসা করল। অন্ধকারে সব মেয়েই সমান মহারানীও যা মেথরানীও তা। কিন্তু সাত কোটি ডলার তো সাত ডলার-ই।

ছয়

সব কিছু বিস্তারিত করে বলার আপনাকে প্রয়োজন নেই। আসল কথা হলো, এক মাসের মধ্যে ভেস্তালকে বিয়ে করে ফেললাম। বেচারী নিঃসঙ্গ, জীবনে কারো ভালোবাসা পায়নি। আমিই এক সুশ্রী যুবক যে প্রথম ওর জীবনে এলো। তার জন্য কত ব্যাপার আমাকে মাথা খাটিয়ে বার করতে হয়েছে। রোজ কোন না কোন কাজের ছুতোয় একবার দেখা করি। কোন পয়েন্টে জো-র রেস্তোরাঁতে খাওয়া। চাঁদনী রাতে ওকে বাড়ী পেঁছে দেওয়া। তারপর প্ল্যান করে একদিন চুমু খাওয়া। চুমুটা খেয়েই আমি ক্ষমা চেয়ে নিই ভেস্তালের কাছে। আমাকে ক্ষমা কর ভেস্তাল। তোমাকে একান্ত করে চাই বলেই আবেগে এই রকম ভুল করে ফেললাম। আমি সামান্য একজন কেরানী। অর্থও নেই মর্যাদাও নেই। ভুলে যাও ভেস্তাল।

এমন কথাই তুমি বলবে আমি জানতাম। ভেস্তাল বলল, তোমাকে পেয়ে আমি গর্বিত শাড। অর্থ, মর্যাদা ওসব ছোটখাট ব্যাপার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। কাল আমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করো। কেমন? এখন একটা চুমু খাও ডার্লিং।

খেতেই হল চুমু। পেটের ভেতর পাক দিয়ে বমি উঠে এল যেন।

আসলে সাত কোটি ডলারের চিন্তাটা যদি আমার মাথায় না ক্রমাগত পাক খেত, তাহলে প্রথমেই ভেস্তাল আমাকে যতটুকু কৃতত্ব দিল তাতেই আমার আনন্দে নেচে ওঠা উচিত ছিল। আড়াই লক্ষ ডলারের যা ইতিমধ্যে বাজরে খাটছে, তার ভার আমাকে দিয়েছিল ভেস্তাল পুরোটা। দান নয়, ধারা সুদও দিতে হবে। তবে লাভ যা হবে তার সবই আমার। সুরু করার পক্ষে আড়াই লাখ এমন কিছু খারাপ নয়। ওর প্রস্তাব: কয়েকটা অফিস খোলা। বেশ কয়েকজন লোক নিয়োগ করা। ওর বিষয় সম্পত্তির দায়িত্ব নেবার জন্যই এসব দরকার। বলাই বাহুল্য ওর জমিদারির তদারক করেই আমর বেশ কিছু বাড়তি টাকা রোজগারের সুযোগ আছে। অর্থাৎ এক হিসেবে সাতকোটি ডলারের ওপর আমার পুরো অধিকার না থাকলেও ওই একই অঙ্কের স্টক আর বন্ডের কাগজগুলো ধার পাবার জামিন হিসাবে সহজেই আমি ব্যবহার করতে পারবো।

ওই ব্ল্যাকস্টোনের সাহায্যেই বেশ মোটা অঙ্কের ডলার আমি গুছিয়ে ঘরে তুলতে পারবো। বেশ চমৎকার সুরু হলো। কি বলেন?

মাত্র চোদ্দ দিন পরে ভেস্তালের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। ভেস্তালেরই ইচ্ছায়। এমনিতে সব ঠিকই ছিল। আমি চেয়েছিলাম যে চুপিচুপি অনাড়ম্বর-ভাবে বিয়ের পাট চুকিয়ে ফেলব। তা আর হলো না। ভেস্তাল এখন সারা পৃথিবীতে দেখাতে বদ্ধপরিকর যে ও একজন সুপুরুষ, সুন্দর যুবককেই স্বামী হিসেবে বরণ করেছে, গন্ডাখানেক ব্যান্ড পার্টি, ব্যালের অনুষ্ঠান, বেশ জমকালো পোষাক পরে বল নাচ আর দুমদাম আতসবাজী। তার ওপর হাজার খানেক বিশিষ্ট ব্যক্তির নিমন্ত্রণ।

তাও মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু হনিমুন মধুচন্দ্রিমার কথা ভেবেই আমার দমবন্ধ হবার জোগাড়। ভেস্তালের একটা বিশাল মোটর বোট আছে বেশ সাজানো। সেটাতে চেপেই ভেনিসে হবে মধুচন্দ্রিমা, ইতালীতে সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হলো। অনুষ্ঠান শেষে বিমানে করে নেপলস। সেখান থেকে বোটে ভেনিস যাব আমরা। তারপরই আসল যন্ত্রণা সুরু হবে আমার। দেড়মাস ধরে হবে আমাদের মধুচন্দ্রিমা। কিন্তু তলিয়ে আর ভেবে নেই। যা কপালে আছে তাই হবে।

ইতিমধ্যে ক্লাউন বুলেভার্ড এলাকায় কয়েকটা ঘর নিয়ে সিডবেটার আর মিস গুডচাইল্ডকে দায়িত্ব দিয়ে এলাম। এবার আপন স্বার্থে কাজ গোছাবো।

দেশের সবচেয়ে ধনী মহিলার স্বামী হচ্ছি। আমি একেবারে কেরানী থেকে টাকার গদীতে। ব্যাপারটা গুরুত্ব বুঝিনি তখনই। সুখের মুহূর্ত থাকে না বেশীক্ষণ।

সাত

বিয়ের পরে রাতে সবাই আমাকে অবাক চোখে দেখছে, নিশ্চয়ই ভাবছে যে ছোকরা বেশ এলেমদার, পাকা খেলোয়াড়। অবশ্য ভদ্র ব্যবহারে কারো কোন ত্রুটি নেই। আমিও কেয়ার করছি না।

স্বামী-স্ত্রীর মিলন বাসর অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ল। বাড়ী পোড়ানোর পর্ব শেষ হতেই মাঝরাত। তাই সোজা বিমান বন্দরে এসে আমাদের বিশেষ সংরক্ষিত বিমানে উঠে বসলাম। প্রথমে প্যারিস, সেখান রিজ হোটেল। দামী স্যুইট। রাতটা এড়াতে হবেই। সারা বিকেল ওকে নিয়ে ঘুরলাম, ভোর চারটেতে হোটেলে পৌঁছেই ওকে বললাম যে ওর বিশ্রাম দরকার কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়া ভাল।

ভেন্তাল ভীষণ অবাক হলেও প্রতিবাদ করতে পারলো না। কায়দা করে এড়াতে পারলাম। দুপুরেই প্যারী থেকে রোম। রোম থেকে নেপলস্ গেলাম মোটরে। তারপর সোরেণ্টা, তিনদিন থাকবো সেখানে।

ভেন্তালকে যেন দেখার নেশা পেয়েছে। পম্পেই ক্যাপ্রি, ভিসুভিয়াস। সবই ওর দেখা চাই। সন্ধ্যেবেলা সমুদ্রে সাঁতার কাটলাম দুজনে। অবিশ্রান্ত কথা বলে যাচ্ছে ভেন্তাল। আমি শুনছি না। হঠাৎ ওর একটা কথায় চমকে উঠে বসলাম।

শাড ডার্লিং। আজ রাতে একটু তাড়াতাড়ি ঘরে যাই চলো। বিয়ে হয়েছে আজ তিন দিন। অথচ—।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস কোনমতে চেপে বললাম হ্যাঁ, ডার্লিং তাড়াতাড়িই ফিরবো আজ। যা অনিবার্য তা ঘটবেই। আর তো ঠেকিয়ে রাখা যায় না। কেবল মনে হলো যে অন্ধকারে সব মেয়েই সমান এই কথাটা ভীষণ ভুল।

অন্ধকারে পাশাপাশি শুয়ে আছি দুজনে, যেন অচেনা নারী ও পুরুষ। কত চেষ্টা করলাম আমি। মনই যেখানে চাইছে না, সেখানে শরীর সাড়া দেবে কেন? নাক টিপে দু চারটে চুমুও খেলাম ভেন্তালকে। সবই বৃথা, বুঝলাম যে ভেন্তালের মোটেই তৃপ্তি হলো না। হবার কথাও নয়। নিজেকে অভিশাপও দিলাম।

পরদিন ইভ ডোলান গাড়ী নিয়ে এলো। পরেই দেখতে চললাম। কেউ কোন কথা বলছি না। দুজনেই পরাভূত, বিষন্ন। ক্যাপ্রি দেখার খুব ইচ্ছে ভেস্তালের আমি জানি তবু সেটা বাদ দিতে বললাম ভেস্তাল কে ও রাজী হয়ে গেল। ডোলানকে বললাম হোটেলের বিল চুকিয়ে মালপত্র চুকিকে মালপত্র নিয়ে যেন চলে আসে। ভেস্তালকে যত দেখছি তত মনে হচ্ছে যে এই মেয়েটাকে এবার চেখে দেখতে হবে। অন্ততঃ গায়ে গতরে তোভালই। দেখতেও মন্দ নয়।

এবার একটা পাঁচশো টনের জাহাজে চেপেছি। এবারে ডোলান মেয়েটাকে কায়দা করতে হবে। সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম।

সেদিনই ডিনার খাওয়ার পর রাতে ডেকে এসে বসলাম। ভেস্তাল নাচের রেকর্ড চালিয়ে নাচতে চাইল। আমি না করে দিলাম। ও চুপসে গেল।

উপসাগর ঘিরে আলোকমালা। লক্ষ তারার ঝিকিমিকি লালচে নীল আকাশে ক্যানভাসে, চমৎকার দৃশ্য! এই সব সময় ইভ ডোলানের মত মেয়েকেই আমার দরকার। ভীষণ হচ্ছে হল ইভকে দেখার। ব্রাণ্ডি খেতে খেতে আমি উঠে পড়লাম, একটু ঘুরে আসছি এক্ষুণি। ভেস্তালকে বললাম। তুমি যাও! শুয়ে পড়ো গিয়ে! নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়েছো খুব?

আমি মোটেও ক্লান্ত হইনি। ভেস্তাল বলল। হ্যাঁ, শুয়ে পড়বো।

আমিও এক্ষুণি ফিরবো। তবে যদি তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। সেজন্যে আগেই গুডনাইট জানিয়ে রাখলাম। ওর কাঁধ চাপড়ে চলে গেলাম।

নীচের ডেকে নেমে এলাম। অন্ধকারে অবশ্য চাঁদের আলো আছে। হঠাৎ দেখি ইভ লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল। আলোর মধ্যে দাঁড়ালো, তারপর রেলিংয়ের দিকে এগোল। আমি এগোতে যাব, দেখি একটা ছায়ামূর্তি এসে ওর পাশে দাঁড়ালো। একটু আড়ালে সরে এসে লক্ষ্য করতে লাগলাম, চিনলাম, জাহাজের সেকেন্ড অফিসার রোলিনসন। দুজন কাছাকাছি দাঁড়ালো। দুজনের হাত দুজনকে জড়লো। হিংসায় জ্বলে গেল আমার ভেতরটা। ডোলানের একাকিত্ব ঘোচাতে এসে নিজেই একা হয়ে গেলাম।

ফিরে এলাম কেবিনে। মাঝের দরজাটা ভেজানো, সন্তর্পণে কান পাতলাম। ফোঁপানির শব্দ। ভেস্তাল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মরুবাগে শুয়ে পড়লাম আমি। ভোর ছটায় ঘুম ভাঙলো।

রোদ উঠছে মিষ্টি। দাড়ি কামিয়ে সাঁতারের পোষাক পরে ডেকে এলাম।

গজ তিরিশ দূরে সাদা টুপি পরা একটা মেয়ে সাঁতার কাটছে। ভেস্তাল? না,. মুখ ফেরাতেই দেখলাম ইভ ডোলান। রেলিং থেকেই নীল সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

হ্যালো! গুডমর্নিং! সাহাস্যে বললাম জল কাটতে কাটতে।

মর্নিং, মিঃ উইণ্টার্স! বলে ডোলান জাহাজের দিকে ফিরলো।

আসুন, একটু সাঁতার কাটি! বললাম।

মিস ডোলান গল্প করবেন, একগাদা কাজ বাকী। ব্রেকফাস্ট করেই বসে পড়তে হবে।

তবে চলুন! একসঙ্গেই ব্রেকফাস্ট করা যাবে।

সরি! মিসেস উইণ্টার্স তা পছন্দ করবেন না। আমি তার কর্মচারী। বলেই তাড়াতাড়ি সাঁতরে গিয়ে জাহাজের ঝোলান সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম।

আমি চিৎ হয়ে ভেসে দেখতে লাগলাম। সাতারের হ্রস্ব পোষাক পেটে যেন ইভের যৌবন আমার চোখের সামনে নগ্ন নাচতে লাগল। আমার শরীরে আগুন ধরে গেল।

আজ তিনদিন তিনরাত অশেষ যন্ত্রণায় ভুগছি। কত ছলে ডোলানকে পাশে টানতে চাইছি। মেয়েটা কায়দা করে এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ, ভেস্তাল কখনও আমার সঙ্গ ছাড়ছে না, একেবারে আঠার মত লেগে আছে। আমাকে খুশী করতে বেচারী কি প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমিই ওকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।'

ভাবছি যে একবার যদি লিটল ইভেনে ফিরতে পারি তবে সব ম্যানেজ করে নিতে পারবো। কিন্তু তার আগে?

শাড! আবার ডাকল ভেস্তাল, বিরক্তিতে মনে হলো গলাটা টিপে ধরি। আমার চোখে চোখ রেখে ভেস্তাল বলল, আমাকে বিয়ে করে তুমি সুখী হওনি! অনুতাপ হচ্ছে! তাই না?

ভেস্তাল এমন সোজাসুজি আক্রমণ করবে ভাবতেই পারিনি। সাত কোটি ডলারের জন্যই ওকে বিয়ে করেছি, আর সেটাই কি না ভুলে যাচ্ছি একসঙ্গে থেকেও? নিজের গালেই চড় মারতে ইচ্ছে করল আমার। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম সুখী? নিশ্চয়ই ভীষণ সুখী আমার, তুমি এসব ভাবছো কেন?

তোমার ব্যবহারই আমাকে ভাবাচ্ছে। ভেস্তাল বলল, ঘৃণা কর আমাকে· তাই না?

নিজেকে অভিশাপ দিলাম আমি। মুখে হাসি টেনে এনে বললাম, কি যে বল ভেস্তাল? বলে ওর কাঁধে হাত দিতে যেতেই ও বলে উঠল: না, না, আমাকে ছুঁয়ো না। আমি তোমার কাছ থেকে এমন ব্যবহার পেতে চাই না। আমাদের হনিমুন তুমি নষ্ট করে দিয়েছো। আর নয়, আমি এবার ফিরে যাব বাড়ীর দিকে। অনেক হয়েছে।

আমি ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বললাম, ভেস্তাল! হনিমুন আমি নষ্ট করিনি। আসলে এই একঘেয়ে বেড়ানোতেই আমার বিরক্তি। দুজন দুজনকে ভালবাসি যখন, তখন তো একান্ত নিভৃতিই প্রয়োজন।

তুমি আমাকে মোটেও ভালোবাসো না তোমার ব্যবহারই তার প্রমাণ। তুমি, তুমি আমার সঙ্গে ঘুমোতেও চাও না পর্যন্ত। ভেস্তাল বলল।

এইরে বিবাহ-বিচ্ছেদের ভয় দেখাচ্ছে নাকি, জট খুলতেই হবে। আমি নির্দোষ স্বরে বললাম, আমার তো বরং মনে হয়েছে যে তুমিই আমার সঙ্গে শুতে চাও না। তুমি চাইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে শোব। তুমি তাই চাও।

নিশ্চয়ই চাই শাড। ভেস্তাল বলে গেল। জানতাম। ও শাড, তুমি আমাকে ভালবাসো। বল শাড, ভালোবাসো? কাঁদতে লাগল ভেস্তাল।

কেঁদো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। টাকা রোজগার করতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে বৎস। মনে মনে বললাম। তারপর কোলে তুলে নিলামের বাঁদরির মত কুৎসিৎ ভেস্তালের দেহটা। কাঁধে খামচি দিয়ে ধরেছে বাঁদরিটা। ধপাস করে বিছানায় ফেলে আমিও পড়লাম গিয়ে ভেস্তালের শুকনো দেহটার ওপর। তারপর আলোটা নিভিয়ে দিলাম।

আট

কি কষ্টে যে আমাকে অভিনয়টা চালাতে হচ্ছে তা আর কি বলব। ভয়, পাছে সাত কোটি ডলারের স্বপ্নটা থেকে যায়, তাই কেবলই তোয়াজ করে চলেছি ভেস্তালকে। ওর সব আবদার মেনে নিচ্ছি-ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে আমরা ভেনিসে এলাম। এর মধ্যে ইভ ডোলানকে কেবল দূর থেকে দেখে তৃষ্ণা মেটাতে হতো। দেখতাম, কিভাবে জাহাজের সেকেণ্ড অফিসারের সঙ্গে লুকিয়ে চুরিয়ে প্রেমের কথাবার্তা বলছে। ভেনিসে এসে একদিন লাউঞ্জে থেকে বেরুতেই ইভ ডোলানকে ধরলাম।

এই যে মিস ডোলান, কেমন আছেন? ইভ ডোলান কালো কাঁচের ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখল। তারপর বলল, মিসেস উইণ্টার্স মোরোনেতে কাঁচের কারখানা দেখবেন। সেই কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

দূর ছাই! তা আপনিও যাচ্ছেন তো? বিরক্তি নয় অনুরোধ করলাম।

আজ্ঞে না। আমার অন্য কাজ আছে। বলেই ডোলান চলে যেতে পা বাড়িয়েছে—আমি একটা হাত ধরে ফেললাম তার! একটু অপেক্ষা করুন।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল ডোলান। তারপর আমার দিকে কি রকম এক দৃষ্টিতে যেন তাকালে। তাকিয়েই রইল, বেশ কিছুক্ষণ। মেয়েদের এই দৃষ্টি আমি চিনি। সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত। দেখা যাক কি হয়। আমিও পথ আগলে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার বেশী কাছে আসবার চেষ্টা করবেন না, মিঃ উইণ্টার্স। হিস্ হিস্ করে কথাগুলো বলেই গট্‌গট্ করে ভেতরে চলে গেল সে।

আমি অবাক হলেও হতাশ হলাম না। শরীরের কামাগ্নি যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। আমি সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলাম।

যেইমাত্র বারে ঢুকেছি, ভেস্তাল এগিয়ে এল শাড ডার্লিং। বিকেলে আমাদের সঙ্গে যদি ইভকে নিয়ে যাই, তোমার কি আপত্তি হবে? বেচারী একা একা পড়ে থাকবে। আর আমরা গণ্ডোলায় চেপে ঘুরে বেড়াবো, অবশ্য তোমার ইচ্ছে না হলে থাক।

আমি তো আনন্দে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে সামলে নিলাম। নিস্পৃহ গলায়

বললাম তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে। ডার্লিং আমার তো আপত্তি করার কিছু নেই। বলে ওর হাত চাপড়ে দিলাম। ভেস্তাল খুব খুশী হলো।

ডিনারের পর খেয়াঘাটে এলাম আমরা। সেখানে ইভ ডোলান অপেক্ষা করছিল। একটা কোবিনওলা গণ্ডোলা নিয়ে আমরা লিডোর দিকে চললাম। ভেস্তাল এককটা দৃশ্য দেখছে আর বকবক করে যাচ্ছে সমানে। আমি কেবল ইভের দিকে তাকাচ্ছি। পোষাকটা সত্যিকার কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে। কেবল কালো চশমার আড়ালে আবছা দুটি ডাগর চোখ। কল্পনায় আমি সেদিনকার যেদিন সাঁতারের পোষাক পরে সিঁড়ি বেয়ে ডোলান উঠছিল আর আমি জলে চিৎ হয়ে দেখছিলাম ভাবতেই আমার শরীর উষ্ণ হয়ে উঠছিল। ডোলানের যেন হুঁস নেই।

ভেপোরেস্তী স্টেশনে গণ্ডোলা ছেড়ে দিয়ে মোটরে করে আমরা একটা হোটেলে এলাম। ভেস্তাল নাচতে চাইল। অগত্যা, নাচতে জানেই না, তবু নাচতে হবে। ডোলান একা বসে বসে দেখতে লাগল।

আধঘণ্টা নেচে ভেস্তাল আর আমি টেবিলে এসে বসলাম। ভেস্তাল যেন ডোলানকে দয়া করে বলল, একটু নাচবে নাকি ইভ? বলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, শাড ডার্লিং, যাও ইভের সঙ্গে একটু নাচ। একা বসে বসে বেচারী বোর হয়ে যাচ্ছে।

ইভ চমকে উঠে বলল, অনেক ধন্যবাদ, মিসেস উইণ্টার্স। আমার এখন নাচতে ভাল লাগছে না। বরং আপনাদের নাচ দেখতেই ভাল লাগছে।

নাচবে না? আহা! এখন যে সুরটা বাজছে আমার খুবই পছন্দ ওটা। শাড ডার্লিং, আমরাই নাচি।

আমার তো শুটকীটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে ছিল। তবু যেতে হল ফ্লোরে। নাচতেও হলো। অবশেষে মাঝ রাত্রি পার করে ভেস্তালের নাচের পিপাসা মিটল। আমরা ঘরে ফিরে এলাম। ডোলানও নিজের ঘরে চলে গেল।

আমার সামনেই পোষাক ছাড়তে ছাড়তে ভেস্তাল বলল, ইভ বেচারীর জন্য কেন যে নিজেকে সরিয়ে রাখে।

তোমার অত মাথাব্যথা কেন? আমিও পোষাক ছাড়তে ছাড়তে বললাম, তবে মেয়েটা খুব কাজের। তাই না?

খুব দক্ষ কর্মী। ভেস্তাল বলল, ইভের আগে কতকগুলো গর্দভ নিয়ে.

আমাকে কাজ চালাতে হয়েছে।

তাই নাকি? তা কতদিন আছে ইভ? আমি যেন একটা কথার কথা বললাম।

ভেস্তাল হেসে বলল, যাবে না। কারণ আমি লোভ ধরিয়ে দিয়েছি। ভাগ্যস ও চলে যেতে চেয়েছিল তাকেও লোভদেখিয়ে বলেছি যে, উইলে তাদেরকে কিছু কিছু দেবার বন্দোবস্ত করেছি।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। এর মধ্যেই উইল। তাতে আবার চাকর চাকরানীদের ভাগ। সাত কোটি ডলার হাতানো সোজা নয়, মানছি। কিন্তু এ যে ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে যাচ্ছে। আমি খুবই উদাসীন গলায় বললাম, তা মিস ডোলানের জন্য কত রেখেছো?

চট্ করে সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকালে। ভেস্তাল আমার দিকে। তারপর বলল, কয়েকশো ডলার মাত্র। ওরা জানে না। আশায় আশায় তো থাকবে বেশী পাবে বলে। সেজন্যেই তারা কেউ ছেড়ে যাবে না আমাকে।

দুজনে শুয়ে পড়লাম পাশাপাশি, আমার মাথায় চিন্তার ঝড়। কি করে পুরো সাত কোটি হাতিয়ে নেওয়া যায়। আচ্ছা, ভেস্তাল হঠাৎ মরে যায় না। অবশ্য ভাববেন না যে তখনই ওকে খুনের মতলবটা আমার মাথায় এলো। ও তো ভীষণ অসুস্থ হতে পারে। হঠাৎ যেন দুর্ঘটনায় পড়তে পারে। তাহলেই কোন রকম প্ররোচনা বা পারিকল্পনার দরকার হয় না। আমি বিনা বাধায় সাত কোটির মালিক হয়ে যেতে পারি। কোনমতে যদি মরে যেতো ভেস্তাল।

মোরোনেরে কাঁচের কারখানা দেখতে গিয়ে প্রচণ্ড গরমে আমার তো কষ্ট হলই, ভেস্তালও একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। আমি স্নান সেরে ভেস্তালের কাছে গিয়ে বললাম, আমি একটু গলা ভিজিয়ে আসি। এক্ষুণি চলে আসব। তুমি কেমন বোধ করছ?

ভীষণ মাথায় যন্ত্রণা। কয়েকটা ভেজালিন খেয়েছি। দেখি কি হয়। কোন মতে বলল ভেস্তাল। আমি বেরিয়ে এলাম। সোজা ইভের ঘরের দরজায় এসে টোকা দিলাম। দরজা খুলে আমার দিকে এমন করে তাকাল যে মনে মনে আমি গাল না দিয়ে পারলাম না। অত সতীপনা দেখাসনি মাগী। মুখে যদিও খুব সংযত স্বরে বললাম: মিসেস উইন্টার্নের মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে খুব, দেখুন কিছু করতে পারেন কিনা?

আমি যাচ্ছি এখনই। ইভ বলল।

দেখুন। হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে। তাহলে আজ রাতে আমাকে একটু সঙ্গ দিতে পারবেন না। সানমাকোর সামনে দেখা করবেন?

পারবো বলে মনে হয় না। বলেই দ্রুতপদে ভেন্ডালের ঘরের দিকে চলে গেল ইভ পাছায় একটা মারাত্মক ঢেউ তুলে।

সানমাকোর বিরাট ফটকের সামনে দাঁড়ালাম আমি। ন'টা বাজে। ইভকে আনতেই হবে। কারণ আমাদের লক্ষ্য যে এক, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। একটা মেয়ে একেবারে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। সুন্দর সান্ধ্য পোষাক পরা। কোমরের সরু ফিতেটা যেন যৌবনকে ধরে রাখতে পারছে না। চোখে কালো চশমা।

ওহ্ ইভ! সত্যি তোমাকে চেনতে পারিনি।

এখানে নিরাপদ নয়। ওই গণ্ডোলাতে গিয়ে উঠবো আমরা। ইভ কথাগুলো বলে এগিয়ে গেল ভীড় ঠেলে। টুক্ করে ঢুকে পড়লাম ছোট্ট কেবিনটার ভেতর। গণ্ডোলার পাটাতনের ওপর গদী মোড়া। ইভ ভোসটান চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি হাঁটুমুড়ে বসলাম ওর পাশে। ওর পুষ্ঠ উরুতে ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বললাম। যেদিন প্রথম তোমাকে সাঁতারের পোষাকে দেখলাম, সেদিন থেকেই—

কোন কথা নয়। বলেই ইভ আমাকে টেনে নিল ওর বুকের ওপর। মুহূর্তে শরীরের যত কামনা সব উজাড় করে ইভের তুলতুলে শরীরে ঢেকে দিলাম। তারপর শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে দুজনে দুজনকে আঁকড়ে রইলাম।

এবার আমাকে যেতে হবে। সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। ইভ বলল।

এত তাড়াতাড়ি ফেরার কি দরকার ইভ? আমি বললাম।

দরকার আছে। ইভ বলল, মিস্ ভেন্ডালকে তোমার চেয়ে আমি বেশী চিনি। একঘণ্টা পরেই ঘুম ভাঙবে। আর ঘুম ভাঙলেই আমাকে ডেকে পাঠাবে, বুঝেছ?

কিন্তু আমার যে অনেক কিছু জানার আছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। অধৈর্য স্বরে বললাম আমি।

ইভ তাকালো আমার দিকে। কি দেখল কে জানে। তারপর বেশ দৃঢ় স্বরে বলল, কথা বলার কিছু নেই। বলার সময়ও আমরা পাব না। কোন চুরি করে একটু আধটু প্রেম বা দেহ মিলনের অবকাশ করে নিতে পারা যাবে।

তার বেশী নয়, নিশ্চয়ই মিস্ ভেস্তালের কাছে ধরা পড়তে—চাও না? চাও কি? বেশ খোঁচা মেরে কথাগুলো বলল ইভ ডোলান।

সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে সাত কোটি ডলারের ঠং ঠং ধ্বনি বেজে উঠল আমার। আমি প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললাম, না, মোটেও না।

আমিও না। বুঝেছো? ইভ বলল, শোন শাড? আমি যেমন, যেমন বলব সেভাবেই চলবে তুমি। তোমার হঠকারিতার জন্য আমি তোমার চাকরীটা খোয়াতে চাই না।

মাথার কিছু ঢুকলো তোমার?

—আমি বললাম, ইভ। তোমার জন্য আমি পাগল হতে বসেছি। কেবল প্রেম না, তার চেয়েও বেশী কিছু চাই তোমার কাছ থেকে।

সে আমি জানি। বলল, আমিও তোমার প্রেমে পাগল। তবে আর একটা সুযোগ করে নেবার সময় তো দেবে? অযথা কোনও ঝুঁকি আমি নিতে চাই না। কোন মতেই না।

বেশ। তোমার কথাই মানলাম, কিন্তু সুযোগটা আমিই করে দিলাম। যেই মাত্র ভেস্তাল মাথা ধরে শুয়ে পড়ল তখনই আমিই সুযোগটা নিয়ে নিলাম। তাই না?

মোটেও না, খোকন সোনা, বলেই ইভ আলতো করে মুখ তুলে আমার ঠোঁটে চুমু খেয়ে মুচকি হেসে বলল, মাথা ধরাটা দিল কে? মাথা না ধরলে তুমি সুযোগ পেতে?

তার মানে? হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা স্রোত আমার শিরদাড়া বেয়ে নেমে গেল যেন! তোমার একথা বলার মানে কি?

মানে, ইভ মৃদু হেসেই বলল, ওই ভেস্তাল মাগীটাকে যখন আর একদম সহ্য করতে পারি না, তখনই একটা পিল্ খাইয়ে দিই খাবারের সঙ্গে, ক্ষতি করে না সেটা। কেবল একটু অসুস্থ বোধ হয় আর মাথাটা ধরে।

ক্ষতি করে না, এতটা তুমি কি করে বলতে পারো? ব্যাপারটা আদৌ ভাল লাগল না আমার।

ইভ বলল, তুমি যদি মরে যাবার কথা ভেবে থাকো, সেটা ভুল। তেমন মারাত্মক কিছু নয়। আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকেই জিজ্ঞেস করে নিয়েছি।

ওষুধপত্র নিয়ে এভাবে খেলা করাটা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক ইভ!

তাহলে এরকম হোক। তুমি বোধ হয় আর চাও না? আমি ইভের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে বলে উঠলাম, তুমি ভেস্তালকে খুবই ঘৃণা কর। তাই না ইভ?

হ্যাঁ করি, ইভ জোর গলায় বলল, তোমার চেয়েও বেশী ঘৃণা করি আমি ওকে।

তাহলে ওর কাছে চাকরী করছো কেন?

তুমি ওকে বিয়ে করেছো কেন মিঃ শাড উইণ্টার্স?

—আমার ব্যাপারটা আলাদা।

মোটেও আলাদা নয়। তুমি ওকে ওর টাকার জন্যে বিয়ে করেছো। আর আমি চাকরী করছি, কারণ এই রকম বিলাসিতার মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাতে পারবো বলে। বলেই ইভ আদুরে গলায় মিনতি করল, একটা চুমু দাও। শাড!

আমার মনে হলো যেন সত্যে সত্যিই আমি এই প্রথমবার একটা মেয়ের প্রেমে পড়লাম। ইভ ডোলানের শরীরটাকে আমার শরীরের সঙ্গে লেপ্টে নিয়ে ওর মুখে মুখ দিয়ে পড়ে রইলাম।

আমাকে প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে বলল ইভ। আর না শাড়! দেরী হয়ে যাচ্ছে। ঘুম ভেঙে ভেস্তাল যদি আমাকে না পায় তাহলে আমার চাকরীটি যাবে। মহিলাটি যে কি ভীষণ সন্দেহ পরায়ণ, ঈর্ষাপরায়ণ তা তো তুমি জান না। কিছুই চাপা থাকে না এ মহিলার কাছে। শেষ পর্যন্ত ঠিক খুঁজে বার করে।

ফ্রিকস্লাইডে ফিরে গেলে বোধ হয় ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। তাই না? আমি বললাম।

একদম না। মোটেও না। ইভ বলল, সেখানে দিনের বেলা প্রতিটি দিন আমাকে তার কাছে কাছে রাখবে। রাত হলে তোমাকে চাইবে সারারাতের মত। আমাদের গোপন সাক্ষাৎ সম্ভব হবে না মোটেও।

আরে, ওরই মধ্যে সুযোগ করে নিতে হবে। একটা পথ খুঁজে বার করতেই হবে আমাদের। আমি বললাম।

কিন্তু পথটা ষোলআনা হাওয়া চাই। নচেৎ নয়। এইটাই তোমাকে বুঝে নিতে বলছি আমি। কথা বলতে বলতে গণ্ডোলাটা এসে পারে ঠেকতেই ইভ

চাপা স্বরে বলল, আমি আগে যাচ্ছি। দু মিনিট পরে নেমো তুমি। বলে চুক করে একটা চুমু খেয়ে ইভ নেমে গেল। আমি মিনিট দুয়েক পরে গণ্ডোলার ভাড়া মিটিয়ে নেমে এলাম।

আমার তখন একবুক আশা। ভেন্তাল নিশ্চয়ই কোন না কোনভাবে মরে যাবে, মরতেই হবে ওকে। হয়তো ওষুধ খাইয়ে ইভ ডোলানই ওকে মেরে ফেলবে। সে যাই হোক, ইভের সঙ্গেই আমাকে চলতে হবে।

খোলাখুলি বলছি, তখনও কিন্তু ভেন্তালকে খুনের কথা আমি মোটেও ভাবিনি। একবারও না

নয়

কয়েকটা সপ্তাহ যে কেমন করে কেটে গেল সেই মধুর দিনটার পর। কিছুতেই আর ইভকে ধরতে পারছি না, শেষে একদিন আর থাকতে না পেরে মরিয়া হয়ে উঠলাম। আমার স্নানের ঘর থেকে ইভকে একটা ফোন করতেই হবে। আমি জানি পাশের ঘরেই ভেস্তাল বসে আছে। ওর পাশেই ফোন ইচ্ছে করলেই আমাদের কথাবার্তা সব শুনতে পাবে। তবে শুনবে না। এই রকম ভেবে একটা ঝুঁকি নিলাম। ফুল ফোর্সে জলের কলগুলো ছেড়ে দিয়ে, সেই ছড় ছড় প্রবল শব্দের মধ্যেই রিসিভার তুলে ফিস্ ফিস্ করে অপারেটরের কাছে ইভের নম্বরটা চাইলাম। শুনতে পেলাম ওপাশে রিং হচ্ছে।

রিসিভার তোলার শব্দ হলো ওপাশে। গলা ভেসে এল ডোলানের হ্যালো! কে বলেছেন ?

আজ রাতে একটা বন্দোবস্ত তোমাকে করতেই হবে ইভ 'আর পার যাচ্ছে না—

ক্লিক্ শব্দ করে ওপাশে ফোন রেখে দিল। ইভ রাগে, বুঝতে পারলাম।

তুমিই ফোন করছিলে শাড ? ভেস্তালের অবাক গলা ভেসে এল, ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে গলা টিপে মেরে ফেলি ভেস্তালকে।

সামলে নিয়ে বললাম, তুমি লাইনটা কেটে দিলে ? আমার গলায় যেন একরাশি বিরক্তি, আমিই মিস্ ডোলানকে ফোন করছিলাম।

কেন ? ভেস্তালের অবাক প্রশ্ন !

আমি ফোন রেখে দিয়ে ভেস্তালের শোবার ঘরে যেতেই ফের সেই একই প্রশ্ন ঃ ডোলানকে ফোন করছিলে কেন ? চোখে মুখে সন্দেহ ওর।

আমি খুব চেষ্টা করে কাষ্ঠ হাসি হেসে বললাম তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেবো বলেই মিস্ ডোলালকে ফোন করেছিলাম বলে ওর পায়ের কাছে বিছানায় বসলাম, তোমার অত সন্দেহ বাতিক কেন বলতো ?

তাহলে ইভ অমন রূঢ়ভাবে ফোনটা রেখে দিল কেন ?

ও রাখলো কোথায় ? তুমিই তো লাইনটা কেটে দিলে। আমি জোর

দিয়ে বললাম, বলতে যাচ্ছিলাম যে লিডোতে সাঁতার কাটতে যাবো, মিস্ ডোজান যেন একটা মোটর বোটের বন্দোবস্ত করেন। তা তুমি লাইনটা কেটে দিলে যাকগে। ও নিয়ে অত ভেবো না তো।

তবুও ভেস্তালের মুখে অবিশ্বাস আর সন্দেহ। আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল, শোন! মিস ডোজানকে যা বলার তো আমি বলব। যা দরকার আমাকে জানালেই আমি ইভকে বলে দেবো।

যেমন তোমার ইচ্ছে, আমি উদাসীন গলায় বললাম, যাই দাড়িটা কেটে ফেলি। বাথরুমে দরজা বন্ধ করেই রাগে কাঁপতে লাগলাম তবু মনে হলো ইভ নিশ্চয়ই আমার কথা শুনেছে।

তাৎপর্য ও বুঝেছি! কিছু ব্যবস্থা সে করবেই।

করেছিল ব্যবস্থা ইভ। ডিনারের পরই খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল ভেস্তাল।

আমি ভেস্তালকে বললাম, যাও শুয়ে পড় গিয়ে। সকালে সে রোদে বসেছিল, তারই ফল। তুমি তো কান দিলে না তখন।

বিছানায় বসে দুহাতে মাথা টিপে ধরে ভেস্তাল বলল, তুমি যাও। বাইরে ঘুরে এসো। আর ইভকে এক্ষুনি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

আমি বেরিয়ে এলাম। ইভের ঘরে দরজায় এসে টোকা দিয়েই ঢুকে গেলাম। ইভ ঘরেই ছিল। একেবারে কোলে তুলে নিলাম ওকে। ও সুডৌল স্তন দুটি, নিটোল পাছা আমার দুহাতে ছেনে চটকে ওকে পাগল করে তুললাম। ইভ ওর দুই ঠোঁট দিয়ে আমার দুটো ঠোঁট চেপে ধরল এভাবে কিন্তু আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হওয়া মোটেই···

ও ভীষণ অসুস্থ। তোমার ডাক পড়েছে। আমি বললাম।

ও কিছু না। দুটো ভেজ্যানিন বড়ি খাইয়ে দিলেই ঘুমিয়ে পড়বে। তখন আমি চলে যাবো তোমার কাছে সানমাকোরিতে। কেবিনওলা গণ্ডোলা নিও একটা 'বুঝেছ শাড ?

উহ! মনে হচ্ছিল সে একটা ব্যবস্থা না হলে আমি পাগল হয়ে যাবো। আমি বললাম।

ফের সেই এক কথা। তোমাকে না বার বার সাবধান করে দিয়েছি। বলে ইভ ভেস্তালের ঘরে চলে গেল।

আমিও দুটো ডাল হুইস্কি মেরে দিয়ে লাউঞ্জে কতক্ষণ ঘোরাফেরা করে সানমাকোরি খেয়া ঘাটে এলাম। সেদিনকার সেই গণ্ডোলার মাঝিটা আমাকে

দেখেই স্যালুট করল। আমি ঘাটে গন্ডোলা লাগাতে বললাম। তারপর চলল অপেক্ষার পালা। অপেক্ষা করতে করতে একেবারে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেলাম, ইভ এল না, রাগে আমার সারা শরীর জ্বলতে লাগল। শেষে মাঝির পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ফিরে গেলাম, ভেস্তালের দরজায় কান পাতলাম।

ইভের গলা শুনতে পেলাম। রাগের চোটে একটু জোরেই ধাক্কা দিয়ে দরজা খুললাম।

ভেস্তাল শুয়েই আছে। ল্যাভেন্ডার জলে ভেজানো কাপড়ের টুকরো ওর কপালে। ইভ কাছে বসেই কবিতা পড়ে শোনাচ্ছে। শেডলাইট জ্বলছে দেখে একটু স্বস্তি পেলাম। আমার মুখে রাগের ভাবটা দেখা যাবে না অন্ততঃ।

শাড এলে বুঝি? মিউ মিউ করে ভেস্তাল বলল।

হ্যাঁ, আমি। কেমন বোধ করছ?

সামান্য ভাল। ভেজানিন বড়ির মাথার যন্ত্রণাটা অন্ততঃ গেছে।

তুমি এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।

তাই করছি। ইভ কবিতা পড়ে শোনাচ্ছে।

আমারও ঘুম পাচ্ছে।

ইভের দিকে তাকালাম। বইয়ের দিকে দৃষ্টি। মুখ ফ্যাকাশে।

শাড ডার্লিং শোন। আজ রাতে যদি তোমাকে পাশের ঘরে শুতে হয়, রাগ করবে না তো? ভেস্তাল স্তিমিত স্বরে বলল।

আমার তো বুকের ভেতর তা থৈ থৈ নেচে 'উঠল' ভেস্তাল না ঘুমানো পর্যন্ত আমি আর ইভ অপেক্ষা করব। তারপর তো সারা রাত্তিরটাই আমাদের।

আমি বলে উঠলাম, কেন মিছি মিছি রাগ করবো। আমি কি ছেলেমানুষ তুমি বরং এখন ঘুমোতে চেষ্টা করো। দশটা বুঝি বেজে গেল। কালকের দিনটাও ক্লান্তি নিয়ে কাটবে, সেটা নিশ্চয়ই চাও না?

আমার দিকে চেয়ে দেখল ভেস্তাল। জানতাম তুমি তেমন অবুঝ নও। ইভকে বলেছি এঘরে শুতে, রাতে যদি ফের কিছু হয়। ও পাশে থাকলে জোর পাব, ধন্যবাদ শাড। তুমি যাও।

আরও চার চারটে দিন চলে গেল। ভেস্তালের সামনে স্বাভাবিক থাকছি আপ্রাণ চেষ্টায়। সে যে কি কষ্ট। সেদিন রাতে আর প্রচণ্ড মানসিক চাপ সহ্য করতে পারলাম না। ডিনার খেতে যাব বলে খুব দ্রুত স্নান সেরে পোষাক পরে

তৈরি হয়ে ভেস্তালের ঘরে উঁকি দিলাম। বেচারী কোন পোষাক পরবে সেটাই ঠিক করতে পারেনি। আমাকে দেখেই বিস্ময়ে বলে উঠল: 'ও বাবা! এত তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে গেলে কি করে শাড?

তুমি তো একটা আলসে মেয়ে। একেবারে আদরের ননী মাখানো ঘর বার করতে কি যন্ত্রণা যে হলো আমার! আমি নীচে যাচ্ছি। একটা মার্তিনি খেতে খেতে তুমি চলে এসো! কেমন?

না, ডার্লিং! দেরী হবে না আমার। ভেস্তাল বলল।

বারান্দা পেরিয়ে সোজা ইভের ঘরে ঢুকে গেলাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মোজা পরছে ইভ। নীল রঙের ছোট টাইট প্যান্ট দুই পুরুষ্ট উরুতে কামড়ে ধরেছে আর বুক দুটো বাঁধা এক ফালি কাপড় দিয়ে।

একি শাড! তুমি এ ঘরে কেন? চাপাস্বরে হিস্ হিস্ করে উঠল ইভ! তুমি কি উন্মাদ? এখানে এসেছো, মিস্ শেলী জেনে যাবেই রাগে ওর কথা বন্ধ হয়ে গেল।

ওকে আর একবার ওষুধটা খাওয়াও। কালকেই আমি ইভকে বললাম।

কিছু লাভ হবে না তাতে। ইভ বলে উঠল অসুস্থ হলে আমাকেই তার কাছে থাকতে হবে। কাজেই কি লাভ।

আমি ইভকে জড়িয়ে ধরলাম। ওর দেহের উত্তাপে আমার শরীরও উত্তপ্ত হয়ে উঠল। চুলোয় যাক তোমার মিস শেলী। এখন করবো কি তাই বলো। এভাবে আর থাকতে পারছি না।

তোমাকে বার বার সাবধান করেছি। ইভ দ্রুত উত্তেজিত স্বরে বলতে লাগল, বলেছি যে আমার কাছ থেকে দূরে থাকো। তোমার জন্যে তো চাকরীটা খোয়াব না আমি। কিছুতেই না।

টক্ টক্ টক্। দরজায় টোকা পড়ল।

নিমেষে দুজনের মুখে সমস্ত রক্ত যেন কে শুষে নিল। ইভ সাঁ করে আমার হাত ধরেই একটানে আধখোলা জানালার ভারী পর্দার আড়ালে ঢুকিয়ে দিল আমাকে। অত্যন্ত দ্রুত ফের স্বস্থানে ফিরে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলে মনে হল? ভেস্তালের প্রশ্ন।

হতে পরে ম্যাডাম। আমিই একা গুণ গুণ করে গান গাইছিলাম। ইভের গলাই স্বর অতিশয় শান্ত। জড়তাহীন, আপনার জন্যে কি করতে হবে বলুন?

তোমার সেণ্ট আছে না। আমাকে ধার দাও। আমার শিশিটা ভেঙে গেছে।

নিশ্চয়ই! ইভ বলল, পুরোটাই নিয়ে যান না। না, তার দরকার নেই। তোমার সেণ্টের গন্ধটা আমার ভাল লাগে! একটু গন্ধ বদলও হবে কি বল?

পর্দার আড়ালে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছি। শরীর গড়িয়ে ঠাণ্ডা ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। হাত পা অবশ আমার। নিজেই নিজেকে কুৎসিত গালাগাল দিচ্ছি অভিশাপ দিচ্ছি নিজের চরম বোকামীর জন্যে। প্যাণ্টি আর ব্রা পরা ইভের ঘরে যদি ধরা পড়তাম ভাবতেই হিম হয়ে গেলাম। ইভের কথাই ঠিক। কুৎসিত ডাইনীটা বোধহয় গন্ধ পায়। সন্দেহের কারণ হয়েছি এখন আমি, সেণ্টের শিশি ভেঙেছে না ছাই। ইভকে হঠাৎ ভয় পাইয়ে দেবার একটা অজুহাত করে চলে এসেছে।

ইভকে ধন্যবাদ দিয়ে ছেণ্তাল বলল, যাই। তাড়া দিয়ে গেছে মিঃ উইণ্টার্স! আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনলাম।

আমি যেন বরফের মত হয়ে গেছি! নড়বার ক্ষমতা নেই। বুক ধড়ফড় করছে। সাত কোটি ডলার, আমারই বোকামীর জন্যে হাত ফসকে যাচ্ছিল। উফ! চিন্তা করতে গিয়েও যেন অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম।

পর্দাটা একটানে সরিয়ে দিয়ে চাপা স্বরে গর্জে, উঠলো ইভ, বেরোও। দূর হও আমার ঘর থেকে! আজই আমাদের সব শেষ হয়ে গেল, শাড! মানে তোমার সঙ্গে একা আর দেখা হবে না। একদম তর্ক নয়। আমার শেষ কথা বেরিয়ে যাও।

একটা না একটা রাস্তা ঠিক বার করবো আমি, দরজার দিকে যেতে যেতে বললাম আমি।

আর কোনও রাস্তা নেই। ইভ বলল দাঁড়াও আমি আগে দেখে নিই বাইরেটা নিরাপদ বেশী। দরজা খুলে দুপাশে দেখে নিয়ে ইভ বলল, যাও।—দূর হও এখন।

চোরের মত ভীত সন্ত্রস্তভাবে সুঁ্যাৎ করে বেরিয়ে বারান্দা দিয়েই বারের দিকে এগিয়ে গেলাম একটা উপায় বার করতে হবে। টাকার ওপর অধিকার চাই, আর

চাই ইভকে। চাই-ই-চাই একটা উপায় বার করতেই হবে।

একটা ভীষণ অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে আমার দিনগুলো কাটছিল। কি যে করব ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত ভেস্তালই বাড়ী ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। তিন সপ্তাহ ভেনিসে কাটালাম। এমন নরকযন্ত্রনা বোধহয় সারা জীবনেও আমি পাইনি। বিমানে লণ্ডনে ফিরে, সেখান থেকে মোটরে লিটন ইডেনে। মনে মনে কতসব পরিকল্পনা আঁটতে লাগলাম। ইভের সঙ্গে কিছুতেই নিভৃতে দেখাশুনো হচ্ছে না। একটা আলাদা ঘর নিতে হবে। যাতে ইভকে প্রথম সুযোগেই নিয়ে যাওয়া যায়। তারপর কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে।

বাড়ীতে ফিরে ভেস্তাল একগাদা চিঠি পত্র নিয়ে বসল। আমি রায়ান ব্র্যাকস্টোনকে ফোন করলাম। কাজকর্ম ভালই চলছে। লাভের অংকও মন্দ নয়। কিন্তু ইভের সঙ্গে দেখা করার ঝুঁকি নিতে পারছি না। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি সেবার, অথচ মনটা অস্থির লাগছে ভীষণ।

সেদিন ভেস্তাল এল আমার ঘরে। শাড ডার্লিং। আমাকে একবার বাইরে যেতে হবে পরশুদিন আমার পুরোনো স্কুলে একটা হলের উদ্বোধন করতে হবে আমাকে। শেলী লেকচার হল। বাবাই ওটা তৈরী করার জন্য টাকা দিয়ে গেছিল। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে।

কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞাসা কারলাম ?

সানফ্রান্সিসকোতে প্লেনেই যাব। তিনদিন থাকতে হবে ওখানে।

আমার মনটা আনন্দে নেচে উঠল। তাহলে দুটো রাত্রি ইভকে পাওয়া যাবে। পরক্ষণেই দমে গেল মনটা। তিনদিন যখন, তখন নিশ্চয়ই ইভকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। তাই আমি গলার স্বরে ব্যস্ততা এনে বললাম, তুমিই বরং যাও। আমার এখানে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

ভেস্তাল বলল, তুমি থাকলে ভাল হতো। আমার বক্তৃতাটা অন্ততঃ শুনতে পেতে। খারাপ লাগত না তোমার। যাই হোক আমার সঙ্গে ইভকে নিয়ে যাচ্ছি—সে থাকলে তবু একা একা লাগবে না।

আমার ইচ্ছে হলো ঠাস করে একটা চড় মারি ওকে।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে ইভের যাওয়া হলো না। ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল ইভ। একেবারে শয্যাশায়ী, আমি অতি কষ্টে আমার মনোভাব দমন করে রাখলাম। ভেস্তালকে বললাম, তোমার খাস চাকরানীকেই নিয়ে যাও।

কি করবে বেচারি অসুস্থ হয়ে পড়ল।

ভেস্তাল নিরুপায় স্বরে বলল হ্যাঁ। অগত্যা মরিয়ানাকে নিতে যেতে হবে। ইভ এত অবিবেচক! এ সময়ই অসুখ বাধিয়ে বসল।

ভেস্তালকে তুলে দিয়ে এয়ারপোর্টে গেলাম।

ভেস্তাল ঠাট্টা করে বলল দেখ। আমার অনুপস্থিতিতে যেন কুকর্ম করে বসোনা কিছু।

আমি সরলভাবে বললাম, আজ ব্ল্যাকস্টেনের সঙ্গে ডিনার খাওয়ার কথা। ওদের সঙ্গে আর কি কুকর্ম করবো বল?

ভেস্তাল চিমটি কেটে বলল, ইভ রইলো তো একা।

'একা কোথায়? আমিও ঠাট্টা করে বললাম, অতগুলো দাসী চাকর তোমার সবার ওপরে আর্গিস। আমার সুযোগটা কোথায়? বলে হাসলাম।

ভেস্তাল আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। আমার শরীরের মধ্যে রি রি করে উঠল কত লোক দেখছে। সবাই ভাবছে একটাই কথা এই যুবক ছেলেটি টাকার লোভে এইরকম একটা কুৎসিত বাঁদরিকে বিয়ে করেছে।

আমার যেতে ইচ্ছা করছে না শাড। ভেস্তাল ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলল।

যাও তো প্লেনে উঠে পড়। কোন চিন্তা করতে হবে না। বলে প্রায় একরকম ঠেলেই ওকে প্লেনে তুলে দিলাম। যতক্ষণ দেখা গেল হাত নাড়ল ভেস্তাল। তারপর ফিরে এলাম বাড়ীতে।

আর্গিসের সঙ্গে দেখা হলো জিজ্ঞেস করলাম ইভের কথা। কেমন আছে সে?

আর্গিস বলল, এখনও অসুস্থ স্যার নিজের ঘরেই শুয়ে আছেন।

এত বড় বাড়ী। আমি এখনও ঠিক জানি না যে ইভ কোন দিকটায় বা কোন ঘরে থাকে? তারপর মনে হলো আজকের দিনটা তো ওকে অসুখের ভান করে পড়ে থাকতেই হবে। নইলে তো সকলেরই সন্দেহ হবে, থাকগে একটা ফোন করতেই হবে। পড়ার ঘরে গিয়ে বাড়ীর ফোন নম্বর লেখা খাতাটা খুঁজে বার করে নিয়ে অতি সন্তর্পণে ডায়াল করলাম। লাইন পেরেই ফিসফিস করে বললাম আজ রাত বারটার সময় তুমি আসবে, না, আমি যাবো?

ইভ উত্তর দিল, আমিই আসব।

ফোন রেখে দিলাম। শরীর ঘেমে গেছে হাত পা কাঁপছে আমার।

রেডিয়াম দেওয়া ঘড়িতে এখন রাত দুটো বেজে দশ মিনিট, দু ঘণ্টা আগে ভাবতে পারা যায় নি আমরা আবার মিলতে পারবো। বিছানায় ইভের নরম তুলতুলে দেহটাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে আছি। ইভকে উল্টে পাল্টে ছেনেও আমার তৃপ্তি হচ্ছে না।

আবার করে আমরা মিলতে পারব ইভ ?

যতটুকু পাচ্ছ, তাতেই সন্তুষ্ট থাক। ইভ বলতে লাগল, জেনে রাখ যে এই মুহূর্তে আমরা নিরাপদ নেই। যখন তখন মিস শেলী এসে দরজায় টোকা দিলেও আমি আশ্চর্য হবো না, আদৌ হয়ত সানফ্রান্সিসকো যায় নি, তাছাড়া তোমাকে তো সাবধান করেই দিয়েছি। বেশী বাড়াবাড়ি করো না শাড। ধরা পড়লে সব শেষ হয়ে যাবে তোমারও আমারও।

কিন্তু তাই বলে ছয় সপ্তাহ আবার অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে ? আমি বললাম, আছে, এক কাজ করলে হয় না ? তুমি তো সপ্তাহে একদিন ছুটি পাও। আমি একটা আলাদা ঘর নিচ্ছি। সেখানেই আমরা মিলিত হবো। কেউ কিছু টেরও পাবে না। তুমি কি বলো ইভ ?

ইভ সঙ্গে সঙ্গে বলল, না। ওই দিনটা আমি মায়ের কাছে যাই। যেতে হয়, যদি না যাই মা মিস শেলীকে ফোন করবে ঠিক। মা তো চেনে। তাছাড়া মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কও ভাল নয়। শেষে হিতে বিপরীত হতে পারে।

তাহলে কি করা যায় ? আমি বললাম, দেখ ইভ। আমার তিরিশ হাজার ডলার ব্যাংকে আছে। আমি একটা ব্যবসা করে মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে নিতে পারবো। তাতেই আমাদের দুজনের চলে যাবে, এস আমরা বিয়ে করে ফেলি। যাতে ভেন্তাল আমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, সে ব্যবস্থা আমি করব। কি বল ?

ইভ খুব অবাক হলো। তারপর দৃঢ় স্বরে বলল, বিয়ে ? শাড তুমি একেবারে উম্মাদ ? তিরিশ হাজার ডলার নিয়ে তুমি কতদূর যাবে ? তাছাড়া তোমাকে তো আগেই বলেছি। এই চাকরী আমি ছাড়বো না। কিছুতেই না।

একটু খোঁচা দিয়েই বলাম। কি মজা পাও তুমি এই চাকরীতে ?

মজা পাওয়ার কথা তো নয়। এত বড় বাড়ীতে থাকতে পাচ্ছি ? খেতে পাচ্ছি, ভাল বেতন পাচ্ছি। আমার নিজস্ব গাড়ী আছে। কাজগুলোও পরিশ্রমের নয়। তবে তেমন চাকরী ছাড়বো কেন ?

তাহলে সাজগোজটা অন্ততঃ ভাল নয়। তুমি ইচ্ছে করলেই যেন পেত্নী সেজে থাক। কেন বলতো ?

ইভ হাসল। শাড তুমি এত বোকা! মেয়েদের মনস্তত্ব তুমি কিছুই বোঝ না। মিস্ শেলীর পাশে আমাকে যদি সবাই সুন্দরী বলে মনে করে। তাহলে এক মুহূর্তে আমার চাকরী চলে যাবে। মেয়েরা তাদের চেয়ে সুন্দরীকে মোটেও সহ্য করতে পারে না। আমাকে যারা এখানে সুপারিশ করেছিল। তারা বার বার এই কথাগুলো আমাকে বলে দিয়েছিল। এর আগে যে কোন সেক্রেটারীই থাকতে পারে নি। তার কারণই এই রূপ তারা খুব সাজগোজ করত বলেই মিস শেলী তাদের তাড়িয়েছিল। আমি চাই না যে আমার চাকরীটাও চলে যাক, দেখ শাড! এক সময় আমি খুব কষ্ট করেছি। আমার মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল নয়, তা তোমাকে বলেছিই এখন এই সামান্য বিলাসিতা-টুকু আমি ছাড়তে চাই না।

মিথ্যে কথা, আমি বললাম, ভেন্তাল উইল করে তোমাকে টাকা দিয়ে যাবে সেই জন্য এই চাকরীটা তুমি আঁকিড়ে ধরে রাখতে চাইছ ইভ!

ওটা আমার নিজস্ব ব্যাপার শাড। তোমাকে আমি ভালবাসি। তার মানে এ নয় যে আমার ব্যাপারে তুমি নাক গলাবে। ইভ বলল।

কিন্তু ভেন্তাল তোমাকে বোকা বানাচ্ছে। ইভ। মাত্র কয়েকশ ডলার তোমার জন্যে বরাদ্দ করেছে। আমি ঠাট্টা করে বললাম।

মোটেও না, ইভ বলল, মাত্র ক'দিন আগেই মিস শেলী নতুন উইল করেছে। অ্যাটর্নী থেকে। আমি জানি আমাকে উনি পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়েছেন। কাজেই বুঝতে পারছে শাড। তোমাকে ছাড়বো কিন্তু চাকরী ছাড়বো না।

আমি যেন বোকা বনে গেলাম। কোন মত নিজেকে দমন করে বলে উঠলাম। তোমার প্রাপ্যটা যখন জেনেছো, আমারটাও নিশ্চয়ই জেনেছো ?

সরল গলায় ইভ বলল, জেনেছি। 'ছ' কোটি ডলার আর সম্পত্তির সব। তার পরেই গলা পাল্টে বিদ্রূপের স্বরে বলল উভ, কি তোমাকে ভেন্তাল ত্যাগ করুক, এটা চাইছ নাকি এখনও ?

খবরটা শোনার পর অবশ্য অন্যরকম ভাবতে হচ্ছে। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরেই পায়চারী করতে করতে বললাম, কিন্তু আমরা কতদিন অপেক্ষা করবো বলছো ? টাকা হাতে পেতে পেতে তো বুড়ো হয়ে যাবো, মরেও যেতে

পারি। তাহলে ভোগ করব কবে ?

সময়টা কমিয়ে আনার আশায় থাকতে হবে, ইভ বলল।

কি ভাবে ? আমি বলতে লাগলাম, বলছ যে কঠিন অসুখ হতে পারে ? কখনও দুর্ঘটনায় হঠাৎ মরে যেতে পারে ? এই সব মৃত্যুর চিন্তা যখন করছি, বিশ্বাস করুণ, তখন জানিনা যে একটা সাজানো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ওকে খুন করে ফেলব। খুনের কোনও চিন্তাই আমার মাথায় আসেনি তখনও। আমি বিরক্ত হয়ে বলে উঠলাম দূর! কবে কোন দুর্ঘটনা ঘটবে, ভেস্তাল তাতে মারা যাবে, এই রকম আশা করে বসে থাকা যায় নাকি ?

এছাড়া আর কিইবা করবার আছে আমাদের ?

ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের থতমত খাইয়ে ফোন বেজে উঠলো ক্রিং, ক্রিং।

সঙ্গে সঙ্গে ইভ জামাটা তুলে নিয়ে ওর নগ্ন শরীরটার ওপর দুহাতে চেপে ধরল। যেন আচমকা কোন বাইরের লোক ঘরে ঢুকে পড়েছে। ফিস্‌ফিস্‌ করে ইভ বলল, ফোন ধর। খুব সাবধানে কথা বলবে।

দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠলাম আমি, রাত দুটো কুড়ির সময় ফাজলামো। যা হোক, ফোন তুলে ঘুম জড়ানো স্বরে বললাম কে ?

ওহ্ শাড। তুমি, তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলাম বুঝি ?

পেত্নীটা ঠিক তিনশ মাইল দূর থেকে আমার আর ইভের মাঝখানে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখ তুলে দেখলাম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ইভ দুপায়ের মধ্য-দিয়ে প্যান্টিটা টেনে তুলছে কোমরের দিকে। আমি চোখ ফিরিয়ে ঈষৎ হাসার চেষ্টা করে বললাম তা ঘুম তো ভাঙ্গিয়ে দিলেই। অনেক রাত হয়েছে। এবার তুমি ঘুমিয়ে পড়ো লক্ষ্মী মেয়ে।

ঘুমিয়েই তো ছিলাম। ভেস্তাল বলতে লাগল ? একটা ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। জান শাড। তুমি যেন আমার থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছো। আমি যতই তোমাকে ধরতে যাচ্ছি, ততই তুমি ছুটতে ছুটতে আরও আরও দূরে চলে যাচ্ছো। তারপর হঠাৎ দেখলাম তুমি কোথায় উধাও হয়ে গেছো। কাঁদতে কাঁদতে আমি উঠে বসলাম,' ভাবলাম, হয়তো তোমার কোন বিপদ হয়েছে। তাই ফোন করলাম এখানে একা একা আমার খুব খারাপ লাগছে শাড। মনে হচ্ছে, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এলেই ভাল হতো। তোমাকে যে আমি কি ভীষণ ভালবাসি শাড। তোমার গলা

শুনে যেন প্রাণ পেলাম।

আমারও এখানে ভাল লাগছে না একা। যাহোক রাত হয়েছে। শুয়ে পড়গে যাও। নইলে সকালে আবার খারাপ লাগতে পারে তোমার।

কেমন বক্তৃতা দিলাম শুনবে না?

ওহ্ জ্বালাতন! পেত্নীটা কি লাইন ছাড়বে না? তবু গলার কৌতূহল জাগিয়ে বললাম। আশা করি নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করেছো?

ও কতক্ষণ বক্‌বক্ করে কিসব বকে গেল আমার কানেই গেল না। শেষে আমি বললাম খুব ভাল। এবার ঘুমিয়ে পড়ো। বলে ফোন রেখে দিলাম।

তারপর দরজার কাছে গিয়ে কি ইভকে জড়িয়ে ধরলাম। ইভ বলল, আজ আর ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে যেমন ঘরের মধ্যে অন্য লোক রয়েছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে। তবে কাল আবার। আমি তোমার ঘরে যাব? না তুমি আমার ঘরে আসবে।

ইভ হেসে বলল, আমি মিস শেলীকে তোমার চেয়ে বেশী চিনি। কালকে আর আমাদের মিলন হচ্ছে না। কি কারণ মিস শেলী কালই চলে আসবেন।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, হতেই পারে না। কালকে ওকে পুরস্কার বিতরণ করতে পারে। কালকে ও আসতেই পারে না।

কিন্তু ইভের অনুমানেই ঠিক। পরদিন অফিস থেকে ফিরে দেখি রোলস্ রয়েসটা দাঁড়িয়ে আছে। রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত গরম হয়ে উঠল। তিনটে দিন নরক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটল। সেদিন ঘরে বসে শেয়ার বাজারের কিছু কাগজ পত্র দেখছিলাম, ভেস্তাল এসে হাজির।

শাড! কাল রাতে একটা পার্টি দেব। তুমি থাকবে তো? অল্প ক'জনই আসবে, মিঃ লোগোও আসবেন।

আমি কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললাম, যাও তো, সোনা। মুখে যতই মিষ্টি বলি। বুকের ভেতরটা যেন জ্বলে যায়। আমার ধারণা ভেস্তালও বোঝে। দূর ছাই। গেলাসে হুইস্কি ঢেলে দু ঢোকে সবটা শেষ করে সতর্ক ভাবে ইভের অফিস ঘরের দিকে গেলাম।

তোমার কথা ভাবছিলাম ইভ। বৃহস্পতিবার দেখা হচ্ছে তো?

না, রুপ্ধ, সাপিনীর মত ফোঁস করে উঠল ইভ, বলেছি না মার কাছে যেতে

হবে। বলেই ও উঠে দাঁড়াল, আমিও গিয়ে খপ করে ওর একটা হাত ধরে ফেললাম।

ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমি থমকে দাঁড়ালাম। দরজার সামনেই আর্গিস দাঁড়িয়ে। প্রায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলাম, কি চাই?

আর্গিস একটুও ভীত বা বিচলিত না হয়ে বলল, আসতে বলেছিলেন মিস ডোলান।

বাড়ীটা দেখছি গুপ্ত চরে ভর্তি। সাবধান হতে হবে। ঘর ছেড়ে চলে গেলাম আমি। লম্বা বরান্দা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা ফাঁক। এদিকটাতে অতিথিদের জন্য গোটা তিরিশেক ঘর আছে।

ডায়াল করলাম। লাইন পেয়েই ফিসফিস করে বললাম, আজ রাত বারটায় মনে হল এদিকেই তো ইভের থাকবার ঘর, কিন্তু কোন্‌টা? পা টিপে টিপে এগোতে লাগলাম। একটা দরজার সামনে আসতে টেলিফোনের রিং হচ্ছে শুনে দরজায় কান পাতলাম। ইভের গলা! কে ল্যারী? হ্যাঁ, শোন! বৃহস্পতিবার বাড়ীতে সে একটা পার্টি দিচ্ছে। আমার যেতে দেরী হবে। সাতটায় আটলাণ্টিক হোটেলে দেখা করব। ওদিকের সব ব্যবস্থা হবে তো? হ্যাঁ শুধু সময়ের অপেক্ষা। দেরী করো না। ফোন রেখে দিল ইভ।

আমার মাথা ঘুরে গেল। নেশাগ্রস্তের মত নিজের ঘরে ফিরে এলাম। কতক্ষণ পর দেখলাম আমি তেমনি বসেই আছি। সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আমার।

আমি যে কি করব, ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। ইভের ব্যাপার-খানা কি? কে এই ল্যারী? ওর প্রেমিক? তবে জাহাজের সে ব্যাটা কে সব কেমন ঘুলিয়ে গেল আমার। মনে হলো কে যেন নির্মম ভাবে হাতুড়ি পেটা করছে আমাকে?

চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়াল শাড। দুহাত ওপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙ্গল। টেপরেকর্ডারে এক ঘণ্টা ধরে বলেছে শাড। ফিতে শেষ। আবেকটা লাগাতে হবে ফিতে। একটা সিগারেট খাওয়া যাক। জানালা দিয়ে দূরে তাকালো সে। পড়ন্ত বিকেলের রোদে এখনও যথেষ্ট তেজ আছে। কাঠের ঘরটা যেন অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠেছে। কি এক অদৃশ্য আকর্ষণ ঘরে মধ্যে, ডানদিকে মেয়েটার শায়িত নিশ্চল শরীরের দিকে তাকালো। একটা নীল রঙের মাছি

মেয়েটার মসৃণ ঊরু বেয়ে হাঁটতে যেন ভয় পেয়েই ভোঁ ভোঁ করে উঠে পাক খেয়ে খেয়ে উড়তে লাগল। এগিয়ে গেল শাড। একটা হাত তুলে নিল মেয়েটার। উঃ কি ঠাণ্ডা। কিন্তু এখনও শক্ত হতে আরম্ভ করেনি। ভয় পেয়ে ছেড়ে দিল শাড হাতটা। ফিরে এসে হুইস্কির বোতলটা মুখে লাগিয়ে চক্ চক্ করে অনেকটা গিলে ফেলল।

তারপর রেকর্ডারে নতুন ফিতে লাগল। এমন ভাবে চেয়ারে বসল যেন জানালা দিয়ে নজর রাখা যায় রাস্তার দিকে। যদিও ল্যারীর আসতে দেরী আছে। তবু প্রস্তুত থাকা ভাল। আর এক ঢোক হুইস্কি খেয়ে একটা সিগারেট ধরল। তারপর বোতাম টিপে রেকডার চালু করল। নিজের কাহিনীর দ্বিতীয় ভাগ আবার শুরু করল বলতে।

আজ ভাবতেও আমার বেশ মজা লাগছে। একদিকে ভেস্তাল আমাকে পাগলের মত ভালবাসে। পাছে আমাকে হারাতে হয়, সেই ভয়ে সদাই তটস্থ হয়ে আছে! আর ওদিকে আমিও ইভ ডোলানকে পাগলের মত ভালবাসি। ওকে না পেলে আমার জীবন বৃথা এই রকম যখন ভাবতে আরম্ভ করেছি, তখনই হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম যে ও আবার আরেকজনের প্রেমে মজে আছে। বেশ মজার ব্যাপার। তাই না?

ইভের প্রেমিক সেই ল্যারির সঙ্গে একটু মোলাকাতের প্রয়োজন। দরকার হলে জোর খাটাতে হবে। ইভকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।

সেদিন অফিসে গেলাম ভেস্তালের রোলাস রয়েসটা নিয়ে। সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় ভেস্তালকে ফোনে বললাম যে আমার এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছে। তাকে এড়াতে পারছি না। তাই পার্টিতে যোগ দিতে আমার দেরী হবে। যদিও ভেস্তাল বন্ধুটিকে নিয়ে পার্টিতে যেতে বলেছিল। আমি পার্টির পক্ষে বন্ধুটি অনুপযুক্ত বলে কাটিয়ে দিলাম। এখন আমাকে সেই ইডেন এণ্ডে যেতে হবে। সেখানেই হোটেল আটলাণ্টিক ওটা একটা আদর্শ প্রেম কুঞ্জ বলেই জানি। এক সময় গ্লোরিকে নিয়ে আমিও ওখানে যেতাম। সবকিছু আমার জানা চেনা, কাজেই আমার কোনও অসুবিধা হবে না।

তবে ইভকে খুঁজে বার করতে একটু সময় লাগল। রোলান রয়েসটা গাড়ীর সারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। যাতে বিশেষ করে নজর না পড়ে। তারপর হোটেলের লনে বড় বড় ছাতার নীচে বসা লোকজনদের এড়িয়ে একটা গাছের আড়ালে পাতা টেবিলে বসে চারিদিকে দেখতে লাগলাম। ল্যারী এলে এখানেই

জানালা দিয়েই দেখতে পাব।

দেখলাম, খানিকটা দূরের টেবিলে ইভ বসে আছে। সাদা সার্ট আর কালো চশমাতে ইভকে বেশ সুপার লাগছে। যে যুবকটি বসে আছে, নিশ্চয়ই সে ল্যারী। আমারই বয়সী। ভাল স্বাস্থ্য, দেখতে ও আমার চেয়ে বেশী সুন্দর। কিন্তু একটা স্পোর্টস জ্যাকেট আর জিনির প্যান্ট পরা দেখে তাকে বেশ দুস্থ লোক বলেই মনে হলো। মনটা আমার খুশীতে ভরে গেল। যে পুরুষের টাকা থাকে না, কোনও মেয়েই তাকে বেশী দিন প্রেম নিবেদন করে না।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে ওরা উঠছে। ইভই চট্ করে একটা পাঁচ ডলারের নোট টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল, কোথায় যাচ্ছে ওরা? আমিও উঠে অনুসরণ করলাম।

ওরা হোটেলের ভেতকার রেস্তরাঁতে ঢুকলো। আমি ঝুল বারান্দা থেকে নজর রাখলাম। যেতে যেতে সারাক্ষণ ইভই বক্‌বক্ করছে দেখলাম। ছেলেটা অস্থির ভাবে কচ কচ ঘড়ি দেখছে। মুখে তার স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন মনে আনন্দ হল আমার। আমার জন্য ভেস্তাল যেমন করে, ইভও ওই ল্যারী নামে ছেলেটার জন্য তাই করছে। হঠাৎ ওরা উঠে দাঁড়াল। এবারও লক্ষ্য করলাম যে ইভই একটা কুড়ি ডলারের নোট টেবিলে রাখল। তার মানে, ছেলেটা ইভের পয়সার ওপর আছে।

আমি একটু আড়াল হলাম। ওরা এগিয়ে এল। ইভের গলা কানে গেল; 'চল আমরা সমুদ্রের পাড়ে যাই।'

ছেলেটা চট্ করে ঘড়ি দেখে বলল, মাপ কর। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। একটু পরেই। আর আমি থাকতে পারছি না।

আচ্ছা! বন্ধু তাহলে আমার একার নেই। ল্যারী নামে লোকটারও আছে?

ইভের মুখটা হঠাৎ কঠোর রূপ ধরল। ল্যারী? তোমাকে বলেছি যে আমি এত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবো না। চল, সমুদ্রের পাড়ে যাই। একটু বসি গিয়ে।

ল্যারী নামে ছেলেটা প্রায় ভেংচে বলে উঠলো, তোমাকে বলেছি না আমার কাজ আছে। আমাকে দেখা করতে হবে একজনের সঙ্গে। খুব জরুরী বলে চলে গেল ল্যারী নামে লোকটা। আর গুম মেরে দাঁড়িয়ে যে রইল ইভ।

একটু ঘুরপাক খেয়ে আমি ইভের সামনে উপস্থিত হলাম। দুজনের চোখে চোখ পড়ল। আমি এক গাল হেসে বলে উঠলাম, আরে! তুমি এখানে একা একা দাঁড়িয়ে কি করছো। তোমার মা কোথায়? গল্পটা বেশ ভালই বলেছিলে ইভ।

রাগে ফুঁসে উঠল ইভ। তুমি এখানে কি করছো? পার্টি থেকে কেন এখানে চলে এসেছো?

পার্টিতে আর গেলাম কোথায় বল? হেসে বললাম—আমার যে একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা। যখন কোন লোকের পক্ষে তার প্রেমিকাকে সহ্য করার কথা! যখন কোন লোকের পক্ষে তার প্রেমিকাকে সহ্য করার আর ক্ষমতা থাকে না, তখনই সে অন্য বন্ধুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। এটাকে তুমি জানই ইভ? যাকগে। লোকটা কে বলতো?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ইভ বলল—লোকটা আমার স্বামী। বুঝেছ? কি? তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে তো?

মুহূর্তে মনটা কুঁকড়ে গেল আমার—কথাটা বেশ চেপে রেখেছিলে তো?

স্থির, কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ইভ বলল—সব না বলাই আমার অভ্যাস।

হুঁ। এজন্যেই তুমি আরামের চাকরীটা ছাড়তে চাও না? আমি বললাম, যাক। চল, সমুদ্রের ধারে যাই।

না, ওখানে আমি যাব না, যাওয়াটা নিরাপদ না। কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ হবে। ইভ জোর দিয়ে বলল।

সে দেখা যাবে। তুমি এস তো এখন, বলে ওর হাত ধরলাম আমি।

ইডেন এণ্ড থেকে রাস্তাটা সোজা বেরিয়ে গেছে। সমুদ্রের পাড় ধরে উঁচুতে উঠে গেছে। আমার রোলস রয়েস চলছে সত্তর মাইল স্পীডে। ঠিক যখন লিটল ইডেনের আলো চোখে পড়ল আমার তখন এমন একটা ঘটনা ঘটলো যে আমার পুরো চিন্তাধারাটাই পাল্টে গেল। বোধহয—বোধহয় কেন, নিশ্চিত আমার ভবিষ্যৎ জীবনের চাকাটাও ঘুরে গেল!

মনের আনন্দে গাড়ী চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ ফটাস করে একটা শব্দ। বাঁদিকের সামনের চাকার টায়ার ফেটে গেল। স্টীয়ারিং ধরে সামলাতে সামলাতেই ভীষণ ভাবে পাক খেয়ে গাড়ীটা বালিয়াড়ির দিকে সাঁ সাঁ করে

এগুতে লাগল। নীচের সমুদ্র। আমার সমূহ সর্বনাশ। জীবন বোধহয় শেষ হয়ে গেল আমার। সেই মুহূর্তে চাকাটা বালিতে গেঁথে গিয়ে ঝপ্ করে থেমে গেল গাড়ীটা। এক চুলের জন্য আমি বেঁচে গেলাম।

সেই ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পড়েও হঠাৎ বেঁচে যেতেই ভবিষ্যতের খুনের বীজটা আমার মাথায় রোপিত হয়ে গেল। আচমকা আমার মনের পর্দায় টাকা আমার স্বাধীনতা, ইত সব জ্বল জ্বল করে উঠল।

বাড়ীতে যখন ফিরলাম তখন রাত সাড়ে বারোটা বেজেছে। ভেস্তাল দেখতে পেয়েই এগিয়ে এল। এত রাত করে ফিরলে?

ফিরলাম তো। বলে শিস দিতে দিতে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। চাকাটা পাল্টে, ফাটা চাকাটা রোলস রয়েসের পেছনে রেখে গ্যারেজে তুলে দিয়েছি। মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভেস্তাল যে আমার পেছন পেছনই আসছিল তা খেয়াল করিনি।

তুমি নিশ্চয়ই কোন মেয়ের সঙ্গে ছিলে? বল সে কে? ভেস্তাল ভীষণ রেগে গিয়ে আমার পথ আটকে দাঁড়াল।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম—পুলিশের সার্জেন্ট জিম বোলার আমার সঙ্গে ছিল। সরে যাও সামনে থেকে।

ঠাস করে একটা চড় মারলো ভেস্তাল আমার গালে। মিথ্যেবাদী কোথাকার! তোমাকে আমি চিনি না ভাবছ?

কোন মেয়ে আমার সঙ্গে আজ পর্যন্ত এমন ব্যবহার করেনি। রাগে যেন আমি অন্ধ হয়ে গেলাম। খপ্ করে ভেস্তালের হাড্ডিসার দুটো কাঁধ খামচা মেরে ধরলাম আমি। ইচ্ছে হলো ওর লিক্‌লিকে সরু গলাটা এক্ষুণি টিপে ধরি। শেষ হয়ে যাক আমার জীবনের আপদটা। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হলো না।

দুটো লোহার মত শক্ত হাত আমার কব্জি দুটো মুচড়ে ধরল। যেন ভারী বুল ডোজারের নীচে আমার হাত দুটো পড়ে গিয়ে পিষে যাচ্ছে।

অত উত্তেজিত হবেন না, মিঃ উইন্টার্স, লেফটেন্যান্ট লোগো শান্ত স্বরে বললো।

এই হত ছাড়া পুলিশের লোকটা যে এখানে আছে বুঝতে পারলে ওই শাকচুন্নী ভেস্তালের গায়ে হাতই দিতাম না। রাগে কাঁপছে সারা শরীর। কিন্তু সামলে নিতে হচ্ছে। একটা সিগারেট মুখে দিয়ে দেশলাই খুঁজছি

এ পকেট ওপকেট, ফস করে লাইটার জেবলে আমার মুখের সামনে ধরল লোগো।
তারপর মৃদু হেসে ঠাট্টার স্বরে বলল—মাঝে মাঝে নিজের বউকে গলা টিপে মেরে
ফেলতে সবারই ইচ্ছা হয়। কিন্তু সেটা তো করা উচিত নয়।

'হুঁ। ঠিকই বলেছেন বোধহয়।' নিজের গলা শুনে নিজেই ভয় পেয়ে
গেলাম।

আচ্ছা! চলি তাহলে? গুড নাইট। বলে লোগো মুখ ফিরিয়ে চলে
যেতে গিয়েও আমার দিকে ঝুঁকে বলল। আপনার জামার কলারে যে লিপস্টিক
মাখা ঠোঁটের দাগ রয়েছে, সেটা খেয়াল রাখবেন, আমার মত মিসেস
উইণ্টার্সেরও তীক্ষ্ন দৃষ্টি থাকতে পারে। মিঃ লোগো চলে গেল।

আমি কাঠের পুতুলের মত নিশ্চল। কিন্তু বুকের মধ্যে ধুপধাপ করে
হাতুড়ির ঘা সমানে পড়েই যাচ্ছে।

এগারো

রাত তিনটে বাজল হলের ঘড়িতে। আমি আস্তে আস্তে দরজা খুলে মুখ বাড়ালাম। চারপাশে কেউ নেই বারান্দাটা খাঁ খাঁ করছে। চট করে বাইরে এসে তালা দিলাম দরজায়। বারান্দা ধরে এগোতে লাগলাম। ইভের ঘরের দিকে যেতে বাঁকটার মুখে এসে পেছন ফিরে দেখে নিলাম। নাহ্। কেউ লক্ষ্য করছে না। ইভের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাতলটা আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগলাম। চাপ দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো পড়েছে ইভের শান্ত দেহে। ইভ জেগে গেল। কে? ভয়ার্ত গলা ইভের।

চুপ! কথা বলো না। আমি চাপা স্বরে বললাম।

আমার গলা শুনেই ইভ থেমে থেপে গেল একেবারে। চাপা গলায় ও ফুঁসে উঠল, যাও, এক্ষুণি বেরিয়ে যাও আমার ঘব থেকে। সেদিন ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছো। বেরোও আমার ঘর থেকে।

আস্তে ইভ! আমি যথাসম্ভব কোমল স্বরে বললাম—পঞ্চাশ হাজার ডলার রোজগার করতে কি তোমার খুব খারাপ লাগবে? তারপর ধর, যদি আমরা বিয়ে করে ফেলি, তাহলে তুমিও তো ছ' কোটি ডলারের মালকিন বনে যাবে? বল যাবে না?

কি আবোল তাবোল বকছ তুমি। ইভ একেবারে ক্ষেপে উঠল। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তুমি কি বলছ জান না।

আমি ঠিকই জানি। বললাম আমি। একদিন তুমি বলেছিলে, যে কেউ একজন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে যে কোন সময়। যেমন তুমি ভেস্তালকে অসুস্থ করে দিতে। তা, এবার ভেস্তালের একটা দুর্ঘটনা ঘটবে, বুঝেছ? বলে আমি ইভের মুখের দিকে তাকালাম। একথা আমি স্পষ্টই বুঝেছিলাম যে ইভকে সঙ্গে নিয়েই আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। নইলে আমার একার সাধ্যে সবকিছু করা সম্ভব হবে না। ইভকে ফাঁকি দিয়ে তো নয়ই।

তার মানে? ইভের গলা যেন অবিশ্বাস। তোমার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছি না শাড্। স্পষ্ট করে বল।

আমি নিঃশব্দে হাসলাম, বললাম—আমি আর কোন 'সম্ভাবনা' নিয়ে বসে থাকতে চাই না। আমি ভেন্তালকে খুন করব।

কতক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ইভ। তারপর ফিস ফিস করে বলল—'খুন করবে? কিন্তু কি করে?'

এই তো, পথে এসো সখী! মনে মনে খুশী হলাম আমি। ইভকে দলে না ভেড়াতে পারলে আমার প্রোগ্রাম সব উল্টে যাবে। আমি পকেট হাতড়ে সিগারেট বার করে ধরালাম। সুখটান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লাম।

কি করে করব সেটা পরের কথা। আমি বললাম—যদি করি তারপর কি তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

বিয়ে? তোমাকে আমি বিয়ে করবো কি করে? আমি অন্য একজনের বিবাহিতা স্ত্রী। ইভ মৃদু প্রতিবাদ করল।

'হুহু! ভারী তো একটা স্বামী?' আমি তাচ্ছিল্যের স্বরে বললাম—'ছ' কোটি ডলার আমার পকেটে ঝনঝন করলে ওই রকম স্বামীকে ফুটিয়ে দিতে কতক্ষণ? মাত্র বছর খানেক। সে সময়টা ইওরোপে ঘুরে বেড়াব তারপর বিচ্ছেদ পেয়ে গেলেই আমরা বিয়ে করে ফেলব! এখন তুমি ভেবে দেখ। একটা কথা মনে রেখো ইভ। খুনের দায়টা আমরা দুজনে ভাগাভাগি করে নেব। তুমি যদি বেচাল করো কোন রকম তাহলে আমি সোজা পুলিশে ধরা দিয়ে সব স্বীকার করে নেব। আজ রাতটা তুমি ভেবে দেখ। আমি কাল আসব।

না শাড! ইভ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ভাবাভাবির কিছু নেই। আমি রাজী। আমি তোমাকে বিয়ে করব। আমি খুশীই হবো তোমাকে বিয়ে করে শাড। কেবল কাজটা যেন নির্বিঘ্নে হয়, তা দেখো।

আমি আবেগে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ওর শরীরের ছোঁয়াতে আমার শরীর উষ্ণ হয়ে উঠল। আমি ওকে চুমু খেলাম।

ইভ বলল—আজ এখন এসব নয়। এখন বল কিভাবে কাজ করবে তুমি। সমস্ত দিক ভেবে নিয়েছো তো?

সবই ভেবেছি। আমি বললাম—কেবল ভেন্তালের বন্ধু লেফটেন্যান্ট লোগোকে নিয়ে একটু কিন্তু কিন্তু হচ্ছে। আজ যখন আমি ফিরলাম ভেন্তালের সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি হলো। একটা চড়ই মেরে দিল ভেন্তাল

আমাকে। আমি তো রাগে ওর ঘাড়টা তখনই মটকে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কোত্থেকে ব্যেটা লোগো এসে বাধা দিল, তারপর ভেন্তাল চলে গেলে সে আমার জামার কলারে লিপস্টিকের দাগটা দেখিয়ে দিল। ব্যেটার চোখ বটে। ওই লোকটাকেই ভয়। দুর্ঘটনা হলেও সে বিশ্বাস করতে চাইবে না হয়তো। তবে ভেন্তাল মরলে লাভ কেবল আমার একার নয়, তোমারও হবে, এইটা জানলে মিঃ লোগো হয়তো দুর্ঘটনাটা মেনে নিতেও পারে। যাকগে, এবার আসল কথাটা শোন।

আমি বলতে আরম্ভ করলাম, দেখ ইভ! মন দিয়ে কথাগুলো শোন। যে কোনদিন ভেন্তাল যখন বাইরে যেতে চাইবে, তুমি ওকে যে ওষুধটা অসুস্থ করে দিতে সেই ওষুধটা ড্রাইভার জো-কে খাইয়ে দিতে হবে। জো অসুস্থ হলে, ভেন্তাল একাই গাড়ী চালিয়ে যাবার কথা ভাববে সেটাই হবে সুযোগ। ধর! গাড়ী চালাতে চালাতে যদি সামনের বাঁ দিকের চাকাটা ফেটে যায় হঠাৎ, তাহলে গোঁত্তা খেয়ে বাঁদিকে চলে যাবে গাড়ীটা। আর ডান দিকেরটা কাটলে যাবে ডান দিকে। আমার তাই হয়েছিল ইডেন এণ্ড থেকে ফেরার সময়। বাঁদিকের চাকাটা ফেটে গিয়ে বালিয়াড়িতে গেঁথে গিয়েছিল বলে আমি রেহাই পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু রিক সাইডে তো আর বালিয়াড়ি নেই। সোজা নীচে ন'শো ফুট। চুরমার হয়ে যাবে গাড়ীটা। তাই না? ভেন্তাল গ্যারেজে যাবার আগেই আমি সেখানে লুকিয়ে থাকব। সময় বুঝে রেঞ্চ দিয়ে মাথায় দেব এক ঘা। ব্যাস, তারপর দেহটা পাশে নিয়ে আমি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাব। তারপর ফাটা চাকাটা যেটা আমি রোলস রয়েসের পেছনে রেখে দিয়েছি, সেটা লাগিয়ে দেব সামনের ভাল চাকাটা খুলে নিজে। তারপর ঠেলে ফেলে দেব গাড়ীটা। এ পর্যন্ত আমার কাজ, আর এই সময়ের মধ্যেই তোমাকে করতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা। যদি ঠিকঠিক করতে পারো, তাহলেই আমাদের পক্ষে অ্যালিবাই তৈরী হয়ে যাবে।

কিভাবে কি করব, বুঝিয়ে বলো আমাকে। ইভ বলল।

শোন। একই সঙ্গে আমাকে দু' জায়গায় থাকতে হবে এবং কয়েকজন সাক্ষীও রাখতে হবে, যারা আমাকে আমার পড়ার ঘরে দেখবে এবং আমার গলা শুনতে পাবে। তাহলেই ওই লেফটেন্যাণ্ট লোগো লোকটা বিশ্বাস করে নেবে সব। যেমন ধর, আর্গিস। আর্গিস যে আমাকে ঘৃণা করে তা মিঃ লোগো জানে। সেই আর্গিস যখন বলবে যে সে আমাকে পড়ার ঘরে দেখেছে এবং

আমার গলাও শুনেছে তখন আর কোনো অবিশ্বাস করতে পারবে না। তারপর ধর, রায়ান ব্ল্যাকস্টোন। সে সম্মানিত সজ্জন লোক। সেও, সাক্ষ্য দেবে যে আমাকে সে দেখেছে এবং আমার গলাও সে শুনেছে। সে তো আর মিথ্যে বলবে না। ব্যাস, কাজটা ঠিকভাবে তুমি করতে পারলেই আমরা মুক্ত।

তা তো বুঝলাম। ইভ বলল—উপায়টা বলো!

বলছি, মন দিয়ে শোন, ভীষণ সতর্ক হতে হবে তোমাকে। সঙ্গে চাই ধৈর্য আর অভ্যাস। ধরা যাক, ন'টার সময় ভেস্তাল বেরুবে বাড়ী থেকে, দশ মিনিট বাদেই তুমি অর্গিসকে ডেকে পাঠাবে। সে এলে পড়ার ঘর খোলা রেখে তুমি বেরিয়ে আসবে। অর্গিস শুনবে আমি চেয়ারে বসে চিঠির ডিক্টেশন দিচ্ছি। সে আমার একটা হাতও দেখতে পাবে চেয়ারের হাতলে। তাতেই ও মনে করবে যে আমাকে দেখেছে। তুমি তাকে কফি আনতে বলবে। তারপর ব্ল্যাকস্টোন এলে যেন লাউঞ্জে বসায়, সে কথাও বলবে। বলবে যে আমি আধঘণ্টা ভীষণ ব্যস্ত। কফি নিয়ে এলে অর্গিসকে ঘরে ঢুকতে দেবে, কিন্তু সাবধান! আমার চেয়ার আগলে দাঁড়াবে তুমি। অর্গিস এগিয়ে এলে ইশারায় টেবিলের ওপর কফির কাপটা রেখে চলে যেতে বলবে। সমস্ত সময়টা আমার ডিক্টেশান শোনা যাবে, এরপর ব্ল্যাকস্টোন এলে অর্গিস যখন তাকে লাউঞ্জে নিয়ে বসাবে, দরজা খোলা রেখে তুমিও বেরুবে যাতে দুজনেই দেখে আমি চেয়ারে বসে আছি। ব্ল্যাকস্টোনকে তুমি বলবে যে ডিক্টেশান প্রায় শেষ। দশ মিনিটের বেশী দেরী হবে না। তারপর ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দেবে। এই হচ্ছে মোদ্দা ব্যাপার। এবার বলো, পারবে না কাজটা করতে?

তুমি বেশ বললে—এই, এই ঘটবে। আসলে কিভাবে ঘটবে?

একটা টেপ আগে রেকর্ড করে রাখবো। কয়েকটা চিঠি ডিক্টেট করা থাকবে। তোমার কাজ টেপটা চালানো। যাতে অর্গিস আর ব্ল্যাকস্টোন আমার গলা শোনে। আর চেয়ারের হাতলে তারের কাঠামোতে কোট পরানো একটা নকল হাত থাকবে। একটা জ্বলন্ত সিগারেট গুঁজে দিতে পারলে আরও ভাল। ঘরে আছি বলে সবাই বিশ্বাস করবে। তখন হবে আমার আসল কাজ। আমি তখন ক্লিফ রোডে গাড়ীর চাকা পাল্টাচ্ছি। কাজ শেষ করে সোজা এখানে চলে আসবো। জানলা দিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকবো। তারপর যে কোটটা তারের ফ্রেমে পরানো ছিল সেটা পরে লাউঞ্জে চলে যাব। ব্ল্যাক-

স্টোনকে বসিয়ে রাখার জন্য মাফ চাইবো। কি? ঠিক আছে তো? এখন তোমার মনের জোরের ওপর ভরসা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এতসব প্রমাণ কেউই উল্টে দিতে পারবে না। এখন বল? কোন ত্রুটি বা ফাঁক থাকছে কি না।

ইভ প্রায় কাঁপতে কাঁপতে আমার গায়ে হেলান দিল। ধর, যদি ব্ল্যাকস্টোনের দেরী হয় আসতে বা টেপ ফুরিয়ে যায় আগেই।

হুঁ, ঠিক বলেছ, আমি বললাম—ঘণ্টা খানেকের মত টেপ থাকবে। তবে অর্গিস কফি রেখে যাবার পর বন্ধ করে দিও। তারপর ব্ল্যাকস্টোন এলেই চালু করে দেবে। একটা চালাকি এখানে করতে হবে তোমাকে। তুমি বাইরে এসে যেইমাত্র ব্ল্যাকস্টোনকে বলবে যে আমার বেশী দেরী হবে না, ঠিক একই সময় আমারও গলা শোনা যাবে। সরি রায়ান, বিশেষ দেরী নেই আমার। এরকমই একটা কিছু, কিন্তু এই যে চালাকিটা আমরা করব, তার ষোল আনা নির্ভর করছে তোমার নিখুঁত ভাবে কাজটা করা, অর্থাৎ তোমার সময় জ্ঞানের ওপর। যাতে ঠিক সময়ে টেপের কথাগুলো লাউঞ্জে ভেসে আসে এবং ব্ল্যাকস্টোন শুনতে পায়।

ভীষণ শক্ত কাজ শাড। শুনেই বুঝতে পারছি। ইভ বলল।

কিন্তু কাজটা ভালভাবে করতেই হবে। জোর দিয়ে বললাম।

হাতে কলমে প্র্যাকটিস না করে বলা যাবে না। ইভ বলতে লাগল—ধর, গ্যারেজ থেকে গাড়ীর শব্দ বাড়ীতে শোনা যায়, যদি ন'টাতে ভেস্তাল বেরোয় আর সাড়ে ন'টাতেও যদি ব্ল্যাকস্টোন না আসে? তারপর অর্গিসের সন্দেহ হতে পারে গাড়ীর আওয়াজ না পেলে, সে যদি তখন গ্যারেজে যায়?

চমৎকার! ভাল কথা বলেছ। আমি বললাম—ভেস্তালকে আঘাত করেই গাড়ীতে তুলে চালিয়ে নিয়ে ক্লিক রোডের মাথায় চলে যাব। ব্ল্যাকস্টোন না আসা অবধি ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করব। সে ঝোপ অতিক্রম করে গেলেই সেই বিপদজনক বাঁকের মুখে চলে যাব।

উঁহু, শাড হবে না। সে লক্ষ্য করতে পারে যে খাদের বেড়াটা ভাঙেনি। তুমি তো তাকে বিশ্বাস করাতে চাও যে দুর্ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে!

ঠিক বলেছ তো। আমি মাথা চুলকাতে চুলকাতে ভাবতে লাগলাম। সময়টা কমাতে হবে ইভ। ব্ল্যাকস্টোনকে আগেই ডেকে পাঠাতে হবে। কাজটা এইভাবে করব: ব্ল্যাকস্টোনের গাড়ীর আলো দেখা গেলেই ভেস্তালকে আমার পেছনে বসিয়ে তার স্টীয়ারিং-এ হাত দুটো রেখে আমিই গাড়ী চালাবো।

খুব জোরে, ব্ল্যাকস্টোনও জোরে চালায়। রেলস রয়েসের মধ্যে এক পলকের জন্য ভেস্তালকেও সে দেখে ফেলতে পারে। আমাকে দেখবে না। তারপর খবরটা শুনলে ধরে নেবে যে তার দেখার পরেই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বুঝলাম। ইভ বলল—মাঝ রাস্তায় যদি তার সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে অন্ততঃ তিন মাইল রাস্তা হেঁটে এসে তুমি সময় রাখবে কি করে ?

ঠিক কথা। আমি বললাম—সেজন্যে বিকেলে তোমার গাড়ীটা ওখানে কোথাও জঙ্গলের মধ্যে রেখে আসবে তুমি, পারবে না।

পারব। ইভ বলল।

তাহলে আমাদের কাজ শুরু হলো ইভ। আমি বললাম—ভয় করছে না তো ?

একটু একটু করছে।

কোনও চিন্তা নেই। দায়িত্বপূর্ণ কাজটা তোমারই। মাথা ঠিক রেখো। আমি ইভকে গভীরভাবে চুমু খেলাম। দুজনে একসঙ্গে আমরা অংশীদার ? এবং ইভ ! তুমি আমাকে বিয়ে কববে। ভেস্তালেব টাকার চেয়ে তোমাকে আমি অনেক বেশী করে পেতে চাই। পাব তো ?

সবই তুমি পাবে, শাড ডার্লিং, ইভ দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল, ওর নরম নরম ঊর্ধ্বত স্তনজোড়া আমার বুকেব সঙ্গে লেপটে গেল। সাবধানে কাজ কর শাড।

কিছু ভেবো না ইভ। সব ঠিক হয়ে যাবে। চারটে বাজে এখন আমি চললাম। ভাল করে ভাবো ত্রুটি থেকে গেল কিনা। ওর গালে আদরের টোকা দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম।

ফিরে এসে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোলাম।

স্নান করার সময় স্বভাবতই মনে হলো যে ভেস্তালকে যে করে হোক শান্ত করতেই হবে স্বীকার করতে হবে যে আমি দোষ করেছি। ভাবামাত্রই ওর ঘরে ফোন করলাম।

কে ? কর্কশ গলা ভেস্তালের, কি চাই ?

আমি ক্ষমা চাওয়ার স্বরে বললাম—তোমার কাছে আমার দোষ স্বীকার করতে একটা শেষ সুযোগ দাও ভেস্তাল ?

কর্কশ স্বরেই ভেস্তাল বলল—বেশ আধঘণ্টা পরে এসো।

আধঘণ্টা পর কাঁচুমাচু হয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, কি বলবো তা ঠিক

করে রেখেছিলাম। আমি খুব দুঃখিত ভেস্তাল। জিম আর আমি একটু বেশী মাত্রায় পান করে ফেলেছিলাম। তারপর ওর পাল্লায় পড়ে বেশ্যা বাড়ীতে যেতে হলো। আমাকে ক্ষমা করো ভেস্তাল। আর কখনো এমন করবো না।

ওহ্ শাড। ভেস্তাল আমাকে জড়িয়ে ধরল, রাগ করতে বা হিংসে করতে ভুলে গেল। অন্য মেয়ের পাল্লায় পড়েছি। আমাকে ও হারাতে বসেছে। তা নয় দেখে ও যেন স্বস্তি পেল। পুরুষ মানুষ এক-আধবার বেশ্যাবাড়ী গেলে ক্ষতি হয় না—ওহ শাড্ ডার্লিং, নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করবো। —আমাকে তুমি যেন ভুল বুঝো না। বলে গালে গাল ঘষতে লাগল।

দেখুন অ্যাটর্নী সাহেব, কত সহজে সব মিটে গেল।

বারো

দিনকয়েক পর।

অফিসে যাবার আগে চিঠিপত্র দেখছিলাম ইভ আর ও একগাদা চিঠি নিয়ে ঢুকলেন। একটা চিরকুটে আঙুল রেখে ইভ নিঃশব্দে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমি দেখলাম তাতে লেখা আছে ঃ এইমাত্র ভেস্তাল মিসেস এলিস্-এর সঙ্গে একা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেছেন। ২৮শে শুক্রবার রাত সাড়ে নটায় বেহালাবাদক স্টোয়েনস্কির সঙ্গে ভেস্তাল দেখা করতে যাবে।

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠলো।

মিসেস এলিস ভেস্তালের নিকট ঘত বান্ধবী। বেহালাবাদক স্টোয়েনস্কিটা একটা ভণ্ড। তবে ধনীর দুহিতা বা বউদের পটাতে ওস্তাদ। মরুক গে। এখনও তিনটে দিন। একটা ভয় আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল। সামান্য ভুল হলেই সব শেষ। কাগজের টুকরোটা পুড়িয়ে ফেললাম। বেরুবো বলে চিঠিপত্র নিয়ে নামছি, ইভ পাশ দিয়ে চলে গেল। ওকে ফিস্ ফিস্ করে বলে দিলাম। বৃহস্পতিবার বেলা দুটো। সমুদ্র পাড়ের কুঁড়ে ঘরে।

ইভ মাথা নেড়ে জানাল—শুনেছে।

আসল অসুবিধে এই যে রিহার্সাল দেবার সময় নেই। ভেস্তালের সঙ্গেই তো শুতে হচ্ছে। রাত্রিবেলা ওকে খুশী করতে হচ্ছে। ভেস্তাল যেন একেবারে শুয়ে নিচ্ছে আমাকে। একেবারে নববিবাহিতা স্ত্রীর মতন, যাক এই তো শেষ।

অফিসে গিয়ে কয়েকটা চিঠি বেছে নিয়ে টেপরেকর্ডারের নম্বর অনুযায়ী সময় দেখে দেখে ডিক্টেশান করে নিলাম। অনেক অসুবিধা, অনেক ঝুঁকি নিয়ে কাজটা আমাকে করতে হবে। এখন আর ফেরার উপায় নেই।

ভেস্তাস যথারিতী স্টোয়েনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও আমাকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু রায়ান আসবে, ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তার জন্য এবং আমি বাড়িতেই থাকব, কোন মেয়ের সঙ্গে পালাবো না জেনে ও আর জোর করল না।

বৃহস্পতিবার অফিসে গিয়ে রায়ান ব্ল্যাকস্টোনকে ফোন করলাম—ওকে

বললাম যে ভেন্তালকে একটা চমক দেব। তাই ও যেন ঠিক ন'টা পনেরো মিনিটে আমার বাড়ীতে আসে।

ফোন রেখে মিন শ্রুড়চাইল্ডকে বললাম, লাঞ্চের পর আর ফিরছি না। গলফ্ খেলতে যাচ্ছি। লিটল ইডেনে ছ'টা মাঠ। ভেন্তাল যদি ফোন করে জানতে চায় তো আমাকে খুঁজে বার করতে পারবে না।

লাঞ্চ সেরে সোজা সমুদ্রের ধারে চলে এলাম। ভেন্তালের কুঁড়ে ঘরটা একেবারে এক প্রান্তে নির্জন এক নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। তিন মাইলের মধ্যে আর কোনও ঘর নেই। এখানে ভেন্তাল প্রায়ই আসে না। বাড়ীর সুইমিং পুলেই সাঁতার কাটে। এখানে অনেক আড়াল। গাড়ী লুকোবার জায়গাও অনেক। ঘরটা খুলে, জানালাগুলোও খুলে দিলাম। মিনিট পাঁচেক পর ইভ এল।

টেপরেকর্ডারটা আমার সামনে টেবিলের ওপর।

ইভ ভেতরে ঢুকতে ওকে জড়িয়ে ধরার কোন স্পৃহা আমার হলো না। ও মুখও কেমন বিবর্ণ। বুঝতেই পারলাম, আমার মত ইভেরও ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা হচ্ছে। খুবই স্বাভাবিক। ইভ তার দিয়ে তৈরি একটা লম্বা মতন চোঙ্গর টেবিলের একপাশে রাখল। —দেখ, এটাতে কাজ হবে কিনা। কাল রাতে তৈরী করেছি এটা।

ঠিক আছে। দেখছি। এব'র আমরা কাজ সুরু করব। আমি বললাম—প্রথমে এসো মঞ্চটাকে ঠিকমত সাজিয়ে নিই। আমার পরনের কোটটা খুলে তারের চোঙ্গাটাকে কায়দা করে পরিয়ে দিলাম। একটা জ্বলন্ত সিগারেটও তারের মধ্যে গুঁজে দিলাম। তারপর আমি আর ইভ দুজনে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলাম, শুনতে লাগলাম।

দুজনের প্রতিক্রিয়াই হলো অদ্ভুত। অচিন্ত্যনীয় ?

চেয়ারের ওপরে হাতের অংশ দেখা যাচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। টেপে আমার নিখুঁত গলা শোনা যাচ্ছে। টেপের মাঝামাঝি অংশে এসে ডিক্টেশান্ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আমারই গলার স্বর সামান্য জোরে বলে উঠল: রায়ান! তোমাকে বসিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত। প্রায় শেষ করে এনেছি আমি।

সব মিলিয়ে একেবারে নিখুঁত বিশ্বাসযোগ্য দৃশ্য। তেমনি বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশ। আমি ইভের দিকে ইভ আমার দিকে তাকাল। হাসার চেষ্টা

করলাম জোর করে। তাও হাসি বেরুল না। গায়ে গায়ে ঘেঁষে দুজনে দাঁড়িয়েছি। মৃদু মৃদু কাঁপছে দুজনের শরীর। টেপটা শুনলাম শেষ পর্যন্ত।

ঠিক আছে। এতেই হবে, টেপটা বন্ধ করলাম। তুমি যদি নার্ভাস হয়ে গিয়ে কোন রকম ভুল না করে বসো তাহলে আমরা সফল হবোই ইভ। যে চিঠিগুলো রেকর্ড করেছি, সেগুলো ইভকে দিলাম। ঠিক কখন রায়ানের সঙ্গে কথা বলব—সব এতে আছে। সময়ের হিসেবও এর থেকে সহজেই করে নিতে পারবে। এখন টেপের নম্বরগুলো সময়ানুযায়ী মিলিয়ে একেবারে মুখস্ত করে নাও। কোন ভুল করা মানেই দুজনেরই ডুবে যাওয়া। টেপটা বাজাচ্ছি।

যতবার দরকার। মনোযোগ দিয়ে শোন।

ঘণ্টা ছয়েক পর ইভ সমস্ত সময়টা টেপের নম্বরগুলো সব মুখস্ত করে নিল।

এরপর সুরু হলো আসল মহড়া। আমি ইভকে বললাম—সব ঠিকঠাক সাজিয়ে নিতে। চেয়ারে আমি বসে আছি মানে আমার হাতটা চেয়ারের হাতলে দেখা যাচ্ছে ঘরের দরজা থেকে। জ্বলন্ত সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। টেপ চালল ইভ। আমি আর্গিস সাজলাম। আর্গিস যা যা করবে সব করলাম। ইভ ও ইভের কাজগুলো করল। তারপর আমি রায়ান ব্ল্যাকস্টোন সাজলাম। টেপ থেকে আমার গলা ঠিক সময়ে ঠিকমত শোনা গেল। ব্যস্। যদি আগামীকাল ঠিকমত মঞ্চ সাজাতে পারে ঠিক সময়ে মঞ্চে আলো পড়ে, টেপ থেকে শব্দ ভেসে আসে ঠিক সময়ে ঠিক মত, তাহলে আর্গিস এবং ব্ল্যাকস্টোন শপথ করে বলবে যে সারাক্ষণ আমি ঘরেই ছিলাম ধরা পড়ার সম্ভাবনাই নাই। কেবল—

কেবল ইভ যদি ঘাবড়ে না যায়। সন্দেহের কারণ না ঘটায়। আমি বার বার মহড়া দেওয়ালাম ইভকে। তারপর ওকে কাছে টেনে এনে বললাম—জোর পাচ্ছ তো মনে ইভ? আমাদের দুজনেরই জীবন তোমার হাতে। ভেবে দেখো। এখনও ফেরার সময় আছে।

না, না, শাড আর ভয় পাচ্ছি না। করবই কাজটা। ইভ বলল।

বেশ। আমাকে এখন ফিরতে হবে। তুমি কি এখানে একা বসে কাগজগুলো দেখে নেবে?

না, শাড বাড়ী ফিরে আবার দেখবো। ইভ বলল—একা এখানে ভয় করবে আমার।

বেশ চলো, আমরা যাত্রা শুরু করি। গুড লাক!

পরদিন ২৮শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার। পাঁচটায় আগে ফিরে এলাম অফিস থেকে।

ভেন্তাল কোথাও বেরিয়ে ছিল। সেই ফাঁকে অ্যাপ্রণ আর দুটো হ্যান্ড-গ্লাভস্ এনে আমার ডেস্কের টানাতে লুকিয়ে রাখলাম। চাকা পাল্টানো নোংরা কাজ। কালিঝুলি লাগবেই, ব্ল্যাকস্টোনের সামনে আমাকে সাফ্ সুতরা দেখাতেই হবে।

ইভকে ফোন করে জানতে চাইলাম। ভেন্তাল কোথায়? ও বলল, সিনেমায় গেছে। ছ'টায ফিরবে। আমি বললাম—তোমার ঘরে যাচ্ছি। ইভ না বলল, তবু গেলাম।

তোমাকে কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। আমি বললাম।

ইভ বলল—আমি ঠিক আছি। আমার গাড়ীটা আমি যেখানে আস্তে চালাও সাইনবোর্ডটা আছে তার পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছি।

গুড, আমি বললাম—আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম জানালা দিয়ে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে ইভ। চাকা বদলাবার সময় বৃষ্টি হলেই মুশকিল।

ইভ একটু কেঁপে উঠল। বৃষ্টি হলেও কাজটা করবে?

ভূমিকম্প হলেও করব। আমি বললাম—আরে হ্যাঁ। জো-র ব্যাপারটা কি হবে? আমি তো ভুলেই গেছিলাম।

ইভ শান্ত স্বরে বলল—ওকে চায়ের সঙ্গে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছি। যে কোন সময় কাজ সুরু হবে।

ঘড়ি দেখলাম, ছ'টা বাজে। রেকর্ডটা আমার ঘরে রেখে এসো ইভ। আমি বাগানে গিয়ে ভেন্তালের জন্য অপেক্ষা করি। আর সাড়ে তিন ঘণ্টা ইভ। তারপর আমরা মুক্ত। ইভ! ভেবে দেখো। এখনও কিন্তু পিছিয়ে আসার সময় আছে।

তুমি কি পিছিয়ে আসতে চাও? পাল্টা প্রশ্ন করল ইভ আমাকে।

আমি মন শক্ত করে জবাব দিলাম, না,। ছ'টার কিছু পরে ভেন্তাল রোলাস রোলাসটা চালিয়ে এল। কেনাকাটা না থাকলেও নিজেই গাড়ী চালাতো। আমরা পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। ভেন্তাল বকবক করেই

যাচ্ছে। ওর চোখে মুখে ভালবাসার উজ্জ্বল জ্যোতি। আর মাত্র ঘণ্টা তিনেক পরে এই মেয়েটাকে আমি খুন করব—যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।

ভেস্তাল বলছিল, চল ডার্লিং।

আমি পোষাক বদলাবো, তুমি পাশে বসে গল্প করবে।

আমার যে কটা কাজ রয়েছে, মিষ্টি করে বললাম, ব্ল্যাক স্টোনকে কাগজ পত্র দেখাতে হবে। তুমি যাও, একটু পরেই আমি আসছি।

রাগের ভানকরে ভেস্তাল বলল, তুমি বড্ড বেশী খাটাখাটুনী করছো। বলেই আমাকে একটা চুমু খেলো। আমার যেন বত্রিশ, নাড়ী পাক দিয়ে উঠল। অতি কষ্ঠে নিজের মুখের ভাব ঠিক রাখলাম।

ঘরে এসে ডেস্কের ঢাকনা খুলে দেখলাম। ইভ ঠিক ঠিক সাজিয়ে রেখেছে সব। আমার জিনিসগুলোও দেখে নিলাম। অ্যাপ্রাণটা, গ্লাভস দুটো। আর বালি ভর্তি থলেটা। হাত দিতেই শরীরটা যেন মুচড়িয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ডেস্কটা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিলাম।

এবার প্রতীক্ষা, ন'টা পর্যন্ত।

শূন্য মনে তাকিয়ে আছি। জোর এক পশলা বৃষ্টি জানালার কাচে আছড়ে পড়ল।

দরজার শব্দ হলো টকটক। অর্গিস ঘরে ঢুকলো। মাপ করবেন স্যার! জো খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। রাতে মিসেস উইণ্টার্সের গাড়ীটা লাগবে।

কিছু খেয়েছে হয়তো। পেটে সয়নি। আমি বললাম, আচ্ছা, মিসেস উইণ্টার্স নীচে এলে আমি বলে দেবো।

অর্গিস চলে গেল দরজাটা বন্ধ করে।

আমার বুকের মধ্যে দুমদাম আওয়াজ শুনছি—শুনছি। হাতের চেটো ঘামছে আমার। নিশ্চল পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি। আর বুকের শব্দ শুনছি!

॥ তেরো ॥

ডিনার সুরু হবার আগেই আমি তিনটে ডাবল হুইস্কি মেরে দিলাম। তবু যেন শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ভেস্তাল না বুঝে ফেলে যে আমার কিছু একটা হয়েছে। ডিনার পর্বও যেন আর শেষ হতে চাইছে না। আমি জোর করে মুখের মধ্যে কিছু গুঁজে দিচ্ছিলাম।

বাইরে অন্ধকার বৃষ্টি ভেজারাত্রি। পর্দা সরিয়ে ভেস্তাল দেখল একবার। এতদিন বৃষ্টি নেই, ঠিক আজই আমার বেরুবার দিন সুরু হলো বৃষ্টি। এরকম বৃষ্টি হলে যেতে পারবো বলে মনে হয় না।

এই আশঙ্কাই আমি মনে মনে করছিলাম। নির্লিপ্ততার ভান করে বললাম — বৃষ্টিটা মত খারাপ, ঘরে বসে থাকলে আরো খারাপ মনে হয়। অবশ্য তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। টি-ভি-তে ভাল প্রোগ্রাম আছে। মিসেস এনিসকে বলে দাও যে তুমি যেতে পারছ না।

কিযে বল। ভেস্তাল বলল —স্টোয়েনস্কির সঙ্গে দেখা করার ভীষণ ইচ্ছে আমার। অথচ বৃষ্ঠির মধ্যে গাড়ী চালাতেও আমার ভাল লাগে না। আর্গিস কফি ঢালছিল। তাকে ভেস্তাল বলল—দেখ তো, জো সুস্থ হলো কি-না।

আর্গিস চলে গেল। ভেস্তাল বলল—দরকারের সময় যদি না পাই তবে তেমন ড্রাইভারে আমার কি প্রয়োজন?

আমি জোর করে হেসে বললাম—হঠাৎ হয়ে গেছে। অসুখ তো আরক্ষিণ দেখে আসে না। বৃষ্টির মধ্যে গাড়ী চালাতে তোমার কি অসুবিধা তাও তো বুঝি না।

ভেস্তাল তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমাকে দেখল। শাড। তোমার কি হলো? সন্ধ্যে থেকে কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করছো?

আমার শরীরের ভেতর আবার দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। আমি চেষ্টাকৃত হাসি দিয়ে দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইলাম ভেস্তালের কথাটা দূরে! কি যে বল! আমি ঠিক আছি। অদ্ভুত আচরণ তুমি কি দেখলে আমার মধ্যে?

ও উত্তর দেবার আগেই আগির্স এসে বলল—দুঃখিত মাদাম। জো একেবারে শুয়েই পড়েছে। খুবই অসুস্থ। আবার বমি করেছে।

আমি একটা চান্স দিলাম। বললাম—তবে বরং তোমার গিয়ে কাজ নেই। ওই বেহালা বাদক ভদ্রলোকের অনেক স্তাবক আছে চারপাশ ঘিরে। তুমি না গেলে, খুবই সম্ভব, তিনি হয়তো খেয়ালই করবে ন না।

ব্যস! যা ভেবেছিলাম তাই। বাধা দিতে ভেস্তাল আরও জেদ করে রাগের স্বরে বলে উঠলেন—আমার পথ চেয়েই সে বসে আছে।

আমি নিশ্চিত জানি। আমি যাব না জানলে স্টোয়েনস্কি এনিসের নেমতন্ন নিতই না। আমি যাবোই।

আচ্ছা বাবা! তোমার যা খুশী। তাই করো, গাড়ীতে যেতে তো আর ভিজে যাবে না। তৈরী হয়ে নাও। ন'টা তো প্রায় বাজে।

তাই ভাল। তৈরী হয়েই নিই। বলে ভেস্তাল আবার অনুরোধটা করল, শাড, ডালিং, তুমিও চল না আমার সঙ্গে।

দুঃখিত ডালিং! আমি বললাল—ব্র্যাকস্টোন এসে ফিরে যাবে, সেটা ভাল নয়, বলে ভেস্তালকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। ভুল করলাম। কারণ—

ভেস্তালের চোখে কামনা জেগে উঠল, ও বলল আজ রাতে আর গিয়ে কাজ নেই। দুজনে এক সঙ্গে রাত কাটাবো। কেমন?

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—সে তো বাকী রাতটুকু রয়ে গেলেই। অত ভাবছ কেন? এখন তো রাত এগারটা পর্যন্ত ব্র্যাকস্টোন ঘাড়ে চেপে আছে।

বেশ! তাহলে আজ রাতে—শাড! ঠিক? বলে ও বেরিয়ে গেলো।

শুনতে পেলাম আগির্সকে বলেছে ভেস্তাল এখনও বৃষ্টি আছে নাকি, আগির্স?

অতটা নেই, মাদাম। আপনি ঠিকমত যেতে পারবেন তো? আগির্স জিজ্ঞসা করল।

হ্যাঁ। তা পারবো। ফিরতে দেরী হবে না আমার। সাড়ে বারটা বড় জোর।

সদর দরজা বন্ধ হতেই ইভ ঢুকলো পড়ার ঘরে। ওর মুখ ফ্যাকাশে লাগছিল। কিন্তু ভয়ের চিহ্ন আর মুখে নেই।—একটা টুপি এনেছি। মাথা

ভেজা অবস্থায় মিঃ ব্ল্যাকস্টোনের সামনে উপস্থিত হলে সন্দেহের কারণ ঘটবে।

আমি ইভকে ধন্যবাদ জানিয়ে জানালাটা খুলে দিলাম। এবার সব দায়িত্ব তোমার—ইভ।

আচ্ছা! বলে ইভ ডেস্কের টানা খুলে অ্যাপ্রনটা আর গ্লাভস্ দুটো বার করে দিল। বালি ভর্তি ব্যাগটা হঠাৎ যেন বাস্তব পরিস্থিতিকে জীবন্ত করে তুলল। তাড়াতাড়ি কর একটু।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবো। মনটা শক্ত রেখো ইভ। আমার কাজ আমি ঠিকই করব। বলে জানালা গলে নীচে নামার আগে ফিরে তাকালাম।

গুড লাক ইভ। আমি বললাম।

ইভ মৃদু হাসল। আমি নীচে লাফিয়ে পড়লাম। জানালা বন্ধ করে দিল ইভ।

বৃষ্টির জোর কমে গেছে। কিন্তু বাতাস বইছিল জোরে। আমি দ্রুত গ্যারেজের দিকে এগিয়ে গেলাম। ভেন্তালকে একটু বেশী হাঁটতে হবে। ঢাকা পথ দিয়ে ও হাঁটবে। যাতে ভিজে না যায়। আমাকে পার হতে হবে শুধু লনটুকু।

আলকাতরার মত অন্ধকার। কেউ আমাকে দেখে ফেলবে সেই ভয় নেই। লনটা ছুটে পার হয়ে গেলাম। গ্যারেজটা ভুতের মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে যাওয়া যাবে না। তাহলেই অটোমেটিক আলো জ্বলে উঠবে। ভেন্তাল এসে খুললে তবে যাব। অন্ধকারে অপেক্ষা করলাম। একটু পরেই ভেন্তালের সাদা বর্ষাতি চোখে পড়ল। বুকটা ধ্বক্ করে উঠল আমার। ভেতরটা শুকিয়ে উঠে, কাঠ। বালি ভর্তি ব্যাগটা শক্ত হাতে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

হাঁটতে হাঁটতে ভেন্তাল গুণ গুণ করে গান গাইছিল। একটু যেন চিন্তান্বিত ভাব মুখে! ও গ্যারেজের কাছে আসতেই আলো জ্বলে উঠল। খড় খড় করে দরজাও খুলে গেল। ও ঢুকলো ভেতরে।

আমার পায়ে ক্রেপ সোলের জুতো। মেঝের শব্দ না তুলে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম।

ভেন্তাল তখন গাড়ীর দরজা খুলছে। আমি ওর কাছে চলে গেলাম।

-হয়তো সহজাত প্রবৃত্তি ওকে সাবধান করে দিল। গুণগুণানি বন্ধ করে ও পেছন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে হয়তো দেখতে চাইলেন। শেষ মুহূর্তের অমঙ্গল আশঙ্কা। একটা ভয়, দেখলাম ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে ওর শরীরটা, এই সুযোগ। মুহূর্তে বালি ভর্তি থলেটা ঘুরিয়ে ওর ঠিক মাথার মাঝখানে আঘাত করলাম। মাথার ভেলভেটের টুপিটার সাধ্য নেই যে আঘাত থেকে বাঁচায় ওকে। হাঁটু দুমড়ে গেল ওর। গাড়ীটার দরজা থেকে হাত দুটো খসে পড়ল। ও পড়ে গেল।

আমার চাপা ঠোঁট ভেদ করে ছিটকে নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল হিস্ হিস্ করে! আবার ব্যাগটা ঘুরিয়ে দ্বিতীয় আঘাত করলাম সমস্ত শক্তি দিয়ে। ওর মাথাটা ওপরে নীচে দুলে উঠে ঝাকুনি দিয়ে একপাশে কাত হয়ে গেল। ও ঢলে পড়তে চাইল। তৎক্ষণাৎ বালির ব্যাগটা ফেলে দিয়ে ওর শরীরটা ধরে ফেললাম। আমার গায়ের সঙ্গে ওকে চেপে ধরে রাখলাম ন্যাকড়ার পুতুলের মত। গাড়ীর দরজা খুলে, ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে সামনের আসনে ঠেলে দিয়ে, ডানদিকের দরজায় ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিলাম।

বালি ভর্তি ব্যাগটা তুলে স্টীয়ারিং-এর নীচে রাখলাম। তখনই খেয়াল হলো আরে, চাবি তো নেই। ইঞ্জিন চালু করব কি করে? ঘাম দিল শরীরে। হাত দুটো কাঁপছে। নিশ্চয়ই ওর ব্যাগে চাবি আছে। ব্যাগটা নাই। খুঁজে পেলাম না কোথাও। আতংকে কিছু মনেও করতে পারছি না, ব্যাগটা কি ওর হাতে দেখিনি। সর্বনাশ! সময় বয়ে যাচ্ছে। ড্যাশবোর্ডের ঘড়ি দেখলাম ন'টা বেজে সাত।

নিজের নির্বুদ্ধিতাকে শাপ-শাপান্ত করতে করতে গাড়ী থেকে নেমে গ্যারেজের মাঝে চারপাশে খুঁজতে লাগলাম ব্যাগটা। অবশেষে গাড়ীর নীচে পেলাম। ব্যাগের ভেতরকার নানা বাজে জিনিষের নীচে শেষে চাবিটা পেলাম। ইঞ্জিন চালু করে ফিরে দেখলাম একবার।

কাত হয়ে ও শুয়ে আছে গাড়ীর দরজায় ঠেস দিয়ে। মাথাটা পেছনে হেলানো; চোখ বোজা। মুখটা সামান্য হাঁ হয়ে আছে। ধীরে ধীরে শ্বাস পড়ছে ওর। টুপির নীচ দিয়ে একটা সরু রক্তের ধারা গাল বেয়ে নেমে আসছে।

প্রথমে আস্তে, তারপর রাস্তায় পড়েই জোরে ছুটিয়ে দিলাম গাড়ী। মিনিট তিনেক লাগল ক্লিক রোডের মাথায় আসতে। যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বাতাসের জোর অনেক বেশী। সামনের কাঁচে বৃষ্টি আছড়ে পড়ছে। ওয়াইপার

দুটো চালিয়ে দিলাম। তারপর গাড়ীর আলো নিভিয়ে রাস্তার বাঁকের কাছে গাড়ী থামালাম। ঠিক সময়ে থামিয়েছি।

আরেকটা বাঁকের মুখে মাইল খানেক নীচে একটা গাড়ীর আলো আসছে দেখলাম। নিশ্চিত ব্ল্যাকস্টোন আসছে।

ভেস্তালকে ধরে আমার কোলে বসিয়ে নিলাম। মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়লে টেনে সোজা করে দিলাম। হাত দুটোকে স্টীয়ারিং হুইলের সঙ্গে আটকে দিলাম, ওর মাথাটা পেছন দিকে হেলে পড়তে চাইল। আমার গালের সঙ্গে ওর মাথাটা ঠেকিয়ে আমি নিজের শরীরটা দুমড়ে নিয়ে একেবারে সীটের সঙ্গে মিশিয়ে বসলাম। গীয়ার চেঞ্জ করে ইঞ্জিন চালু করে দিলাম। বাঁক ঘোরার আগে সামনের হেড লাইট জ্বালিয়ে দিলাম। ব্ল্যাকস্টোন আমার গাড়ীর আলো দেখেছে। কারণ তার গাড়ীর আলো সে থামিয়ে দিল। আমিও কমাতে যাব ঠিক তখনই ভেস্তাল নড়ে উঠল। প্রায় আঁতকে উঠলাম আমি। গাড়ীটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল। ভেস্তাল গুঙিয়ে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এত ভয় আমি কখনও পাইনি। রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর উঠে গেল গাড়ীর চাকা। সাদা বেড়ার কাছে চলে এসেছে গাড়ীটা। কাঁপতে কাঁপতে কোন মতে স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে নিতে পারলাম। রাগে দাঁত কিড়মিড় করে ভেস্তালের ঘাড়টা ধরে ওর মুখটা ড্যাশবোর্ডের ওপর সজোরে ঠুকে দিলাম ঃ আঘাতটা জোরে না হলেও জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ও।

ব্ল্যাকস্টোন গাড়ীর গতি কমালো। বিপদ বুঝে আমি গতি বাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম। সে হর্ণ বাজালো। আমি প্রত্যুত্তর দিতে পারলাম না। বাঁকের মুখে এসে ব্রেক কষতে হলো আমাকে। নচেৎ বিপদ হতো। দৃষ্টির বাইরে এসে গাড়ী থামালাম। ভেস্তালকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে নেমে এলাম। ব্ল্যাকস্টোনের গাড়ীর পেছনের লাল আলোটা যতক্ষণ না অদৃশ্য হলো, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়ে রইলাম।

পাঁচ মিনিটে সে বাড়ী পৌঁছে যাবে। তাকে কিছুতেই কুড়ি মিনিটের বেশী বসিয়ে রাখা যাবে না॥ সুতরাং পঁচিশ মিনিটের মধ্যে চাকা বদল করে গাড়ীটা খাদে ফেলতে হবে। ইভের রাখা গাড়িটা খুঁজে নিয়ে ফিরতে হবে। জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে অ্যাপ্রণ গ্লাভস্ খুলে ধোপদুরস্ত হয়ে ফের ব্ল্যাকস্টোনের সামনে হাজির হতে হবে এমনভাবে, যেন সারা সন্ধ্যেটা আমি আমার ডেস্কে বসেই কাজ করেছি।

এরকম একটা অবাস্তব পরিকল্পনা করার জন্য নিজেকেই নিজে মনে মনে গালাগাল করতে লাগলাম। পাগল মনে হলো নিজেকে। আমার দেরী মানে ইভের মন ভাঙ্গা। ব্ল্যাকস্টোনের সন্দেহ বাড়ানো। শরীর ঘামছে। বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ীর কাছে এসে পেছনের খোল থেকে চাকাটা বার করলাম। হঠাৎ মনে হলো, কাটা চাকা দেখে জো ইতিমধ্যে পাল্টে রাখেনি তো? আহ্‌! আগে কেন ভাবিনি। টায়ারের বেড় ঘুরে হাত দিয়ে কাটা জায়গাটা পেতে যেন ধড়ে প্রাণ এল। রেঞ্চ আর স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে কাজে লাগালাম। আলো জ্বালাতে ভরসা পাচ্ছি না। আন্দাজে কাজ করছি। চাকা বদলানো জঘন্য কাজ। তার ওপর এই বৃষ্টিতে বার বার পিছলে যাচ্ছে নাটবল্টুগুলো। আর আমার ভয় ততই বাড়ছে। শেষে খুলল চাকাটা। হাত ঘড়িতে দেখলাম খুলতেই সাত মিনিট লাগল। তাড়াতাড়িই হয়েছে। পুরো শক্তি নিয়ে লাগলাম। এবার কাটা চাকাটা লাগানো। খাপে খাপ বসানোর গর্তগুলোই ঠিক করতে পারছি না। হাতড়াচ্ছি, শাপ শাপান্ত করছি মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। ছ'টা নাটের মধ্যে পাঁচটা খুঁজে পেলাম। সে কটাই লাগিয়ে ঢাকনি পরিয়ে দিলাম। আর মাত্র দশ মিনিট। এর মধ্যেই এই গাড়ির ব্যাপারটা শেষ করে আমাকে ফিরে যেতে হবে।

দৌড়ে গাড়ীর ভেতরে ঢুকে স্টার্ট করার জন্য বোতামটা টিপতে গিয়েই আমি কাঠ হয়ে গেলাম। আমার শরীর হিম হয়ে গেল। ডান দিকে কেউ নেই। ভেস্তাল অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বৃষ্টি প্রায় থেমে গিয়ে আবার শুরু হলো। গর্জন করে দমকা বাতাস উঠে আসছে নীচের উপত্যকা থেকে। গাড়ীর গায়ে আছড়ে পড়ছে। আমি হিম অসাড় হয়ে বসে আছি গাড়ীর ভেতর। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। কোথায় পালালো ভেস্তাল? ওই রকম জখমী অবস্থায়? চাকা বদল করার সময় নিশ্চয়ই জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। কিন্তু বেশী দূরে তো যেতেই পারে না। বাইরে পীচ অন্ধকার। গাড়ীর হেডলাইট দুটো জেলে দিলাম। ঠিক তখনই অন্ধকার খাদের ধারে ওকে দেখতে পেলাম। যেন অন্ধ কাউকে অচেনা পথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অজ্ঞানভাবে দু-হাত সামনে বাড়িয়ে ভেস্তাল টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে অন্ততঃ গাড়ী থেকে একশ গজ দূরে।

আমার দাঁতে দাঁত ঠুকে যাচ্ছে। সময় নেই। যা থাকে কিছু করে ফেলতেই হবে। গাড়ী থেকে নেমে আমি ছুটতে সুরু করলাম। হেডলাইটের

সামনে আমার দীর্ঘ ছায়াটি দেখেই ভেস্তাল ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এল, ওহ্ শাড! তুমি এসেছো? বেঁচে গেছি। জান শাড! আমার খুব লেগেছে। বলতে বলতে গলা জড়িয়ে ধরে গা এলিয়ে দিল। আমি জোর করে ওর হাত ছাড়িয়ে দিতেই ও ক'কিয়ে উঠলো—কি হয়েছে শাড? আমাকে ব্যথা দিচ্ছ কেন?

ছোটবেলায় একটা ঘটনার ছবি আমার মনে ভেসে উঠল। আমাদের পোষা কুকুরটা পাগলা হয়ে আমার হাতে কামড়াতেই বাবা তাকে গুলি করল। তাক্ ভাল ছিল না বলে তিনবার গুলি ছুঁড়তে তবে মরল কুকুরটা। কিন্তু মাঝের সময়টুকু সে বেশ যন্ত্রণা পেল। অনেক বছর স্বপ্নের মধ্যে আমি কেঁদে উঠেছি। সেই আমি আজ কোন জন্তু নয়, মানুষ খুন করতে চলেছি। প্রকৃতির কি পরিহাস! গলা টিপে এক্ষুণি শেষ করে দিতে পারি। কিন্তু তাতে ধরা পড়ে যাব। ন'শো ফুট নীচে পড়ে থেঁথলে মরেছে, সেটাই প্রমাণ করা দরকার।

ভেস্তাল যেন আমার মতলবটা বুঝতে পেরেই ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে একটা অমানুষিক চীৎকার দিয়ে হঠাৎ গাড়ীটা লক্ষ্য করে দৌড়তে লাগল। আমারও হৃদস্পন্দন যেন মুহূর্তে থেমে গেল। আমিও ছুটলাম। আমার পায়ে যেন জোর নেই আর। ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখেই আরও জোরে দৌড়তে গিয়ে হাত পা দুমড়ে পড়ে গেল ভেস্তাল। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখে মৃত্যু ভয়ের ছায়া, আমাকে দেখছে।

ছুটতে ছুটতেই আমি একটা বড় পাথর তুলে নিলাম দু হাতে। তারপর ওর দিকে নজর রেখে এগুতে লাগলাম। ভেস্তালের চোখে মুখে আতঙ্ক।

ও প্রাণফাটা আর্তনাদ করে বলে উঠল—শাড! দয়া করো, মেরো না আমাকে। আমার সবকিছু তোমাকে দিয়ে দেবো। তোমার পায়ে পড়ি মেরো না আমাকে শাড!

আমি ওর ডান হাতের কব্জিটা মুচড়ে ধরলাম। আমার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে। বিরাট ছুঁচোলো পাথরটা যেন আর বইতে পারছি না।

করুণ মিনতি ভরা আর্তনাদ করল ভেস্তাল—শাড! দয়া করো! মেরো না।

আজ এই সমুদ্রের পাড়ে, বিচ্ছিরি গরমে কুঁড়ে ঘরটায় বসেও সেই করুণ আর্তনাদ আমি শুনতে পাচ্ছি, অ্যাটর্ণী সাহেব, কিন্তু আমার তো আর ফেরার উপায় ছিল না।

পাথরটা আমি ওর মাথার ওপর তুলতেই ও চোখ বুজিয়ে ফেলল। ভীত খরগোসের মত মৃত্যু নিশ্চিত জেনে আর পালাবার চেষ্টা করল না ভেন্তাল।

ঠিক ওর মাথার মাঝখানে আমার হাতের পাথরটা আছড়ে পড়ল।

রাস্তার ওপরেই ওর শরীর ঢলে পড়ল। আমাদের সেই গুলি খাওয়া কুকুরটার মত আক্ষেপে ছটফট করতে লাগল। মরে যাচ্ছে ভেন্তাল মেরে যাচ্ছে —আমি বুঝতে পারলাম।

সেই অবস্থাতেই থপ করে ওর একটা হাত ধরে বস্তার মত রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে গাড়ীর কাছে এনে দরজা খুলে ছুঁড়ে দিলাম ভেতরে। টের পেলাম ওর দেহটা তখনও থির থির করে কাঁপছে। দড়াম করে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিলাম।

এক মুহূর্ত দম নিয়ে গোটা ব্যাপারটা ভাবতে চাইলাম। কাজ সারা, কিন্তু সুরু হলো আমারও বিপদ! পাথরটার কথা মনে হতেই ছুটে গিয়ে ওটাকে তুলে নিয়ে নীচের উপত্যকায় ছুঁড়ে দিলাম। ফিরে এসে গাড়ীর ইঞ্জিন চালু করলাম। ঠেলতে ঠেলতে ঢালু রাস্তায় আসতেই গড়াতে সুরু করল গাড়ীটা। স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে দিলাম সাদা বেড়াটার দিকে। বেড়ার পরেই ন'শো ফুট নীচে পতন। গাড়ী ছুটছে, বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছি।

হেডলাইটের আলোতে সাদা বেড়াটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গাড়ীটা রাস্তা ছেড়ে উঠে গেল ঘাসে। তারপর দড়াম করে ধাক্কা মারল বেড়ার গায়ে। বেড়া ভেঙ্গে গাড়ীটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। গাছপালার ডাল ভাঙ্গার পট্ পট্ শব্দ! তারপর ধাক্কা খেতে খেতে উল্টে পাল্টে আরও সব পাথরের টুকরো সঙ্গে নিয়ে প্রায় দুশো ফুট নীচে গিয়ে পাথরের গায়েই আটকে গেল গাড়ীটা। পরক্ষণেই গুড়ুম শব্দ হলো। এক পলক তাকিয়ে দেখলাম গাড়ীটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হয়ে গেছে!

জানালায় পা রেখেই শুনতে পেলাম টেপে আমার গলার স্বর বলছে: ইডেন এণ্ডের সম্পত্তি বাড়াবার জন্য আপনি কি পরিকল্পনা নিয়েছেন, তা শোনার জন্য অপেক্ষা করছি।

আঃ! স্বস্তি! আমি প্রায় ঠিক সময়েই এসেছি। কিন্তু আমার অ্যাপ্রণটা ভেজা, জুতো কাদায় মাখামাখি আর হাত দুটো নোংরা। একটা তোয়ালে আর স্পঞ্জ ছুঁড়ে দিল ইভ আমার দিকে।

তাড়াতাড়ি করো। আধঘণ্টার ওপর ও বসে আছে। টেপ চলবে আর

দু মিনিট। কোট পরে নাও। মাথায় চিরুণী দাও।

আধ গেলাস নীট হুইস্কি খেয়ে নিলাম। বুক পেট জ্বালিয়ে দিল। কিন্তু ভাল লাগল। 'মুখটা মুছে নাও'। বলে একটা সিগারেট ছুঁড়ে দিল ইভ।

দ্যাখো। ঠিক আছে। আমি ইভকে বললাম। .

ঠিক আছে, শাড! যাও! দেখা করো রায়ানের সঙ্গে। এদিকে সব পরিকল্পনা মাফিক হয়েছে।

নিশ্চিত হয়ে, প্রস্তুত হয়ে, নির্দোষ মুখে আমি ঘরের বাইরে বেরুলাম।

ইভ তোয়ালে, স্পঞ্জ, অ্যাপ্রণ আর টুপি ডেস্কের নীচের টানাতে ঢুকিয়ে দিল। তারপর টেপ বন্ধ করে দিল। এবার আমি লাউঞ্জের দিকে রায়ানের কাছে এগিয়ে গেলাম।

দুঃখিত রায়ান বলল—বড্ড বেশী কাজ করছ আজকাল। হ্যাঁ, তোমার স্ত্রীকে দেখলাম বোলস্ রয়েসটা চালিয়ে কোথায় যাচ্ছেন। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ওই রকম গতিতে গাড়ী চালানো। বাবা! আমার তো প্যান্টুন খুলে যাবার উপক্রম।

আমি হাসতে হাসতে বললাম—আরে না, না। নীচের রাস্তায় অন্ধি-সন্ধি ওর জানা। কথা ঘুরিয়ে নিতে বললাম। বাইল্যান্ড অ্যাপ্রায়েন্সের খবরাখবর জান কিছু?

জানি বই কি! আমিও তো একজন ছোট খাট সেয়ার হোল্ডার। রায়ান বলল।

আমি মনে করি ওরা বাজার ধরে নেবে। তুমি আমি যদি—

ঝন্‌ঝন্ করে টেলিফোন বেজে উঠল। চমকে উঠলাম আমি। সাঁ করে ভেন্তাল মনের আয়নায় উঁকি দিল। প্লীজ রায়ান ফোনটা ধরে আসছি।

মিসেস এনিক ফোন করেছেন। ইভ ফিসফিস করে বলল।

বুকের ভেতরটা লাফিয়ে উঠল আমার। মিসেস এনিসের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ঠিক আছে, লাইনটা দাও। ইভকে বললাম।

মিঃ উইন্টার্স? মিসেস এনিসের গলা কানে ঢাকের মত এসে বাজলো। কি ব্যাপার বলুন তো? মিস ভেন্তাল বলল—যে আধঘণ্টা আগে ভেন্তাল বেরিয়েছে। আমার বাড়ীতে তো কুড়ি মিনিট লাগে আসতে! এখনও তো এসে পৌঁছয়নি।

ব্ল্যাকস্টোন শুনছে আমার কথা। লক্ষ্য করছে আমাকে, আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম! দেখুন না; এক্ষুণি হয়তো পেঁাছে যাবে। ওখান থেকে বেরুতেই দেরী করছে হয়তো। কিংবা আস্তে গাড়ী চালাচ্ছে। চিন্তা করবেন না, মিসেস এনিস। আমি এখন খুবই ব্যস্ত। পরে না হয় আবার ফোন করবেন? ছাড়ছি! বলেই ফোন রেখে দিলাম।

চেষ্টাকৃত হেসে ব্ল্যাকস্টোনকে বললাম—মিসেস এনিস ফোন করেছেন। বলতে চাইছেন যে ভেস্তাল হয়তো কোন দুর্ঘটনায় পড়েছে। যত্ত সব, আরে বাবা ভেস্তাল যদি হঠাৎ মত পাল্টে সিনেমায় চলে গিয়ে থাকে তো আমি মোটেও আশ্চর্য হব না।

ব্ল্যাকস্টোনকে কিন্তু বেশ উদ্বিগ্ন দেখালো। রাস্তাটা খারাপ, শাড। আর আমি তো তোমাকে বললামই যে উনি খুব জোরে গাড়ী চালাচ্ছিলেন!

আরে রাখতো তোমার কথা। ঝুঁকি নেবার মত মেয়ে ভেস্তাল নয়। নির্ঘাৎ ও সিনেমায় চলে গেছে। নাও. কাজ সুরু করা যাক। হিসেবটা একবার দেখ।

হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গীতে ব্ল্যাকস্টোন বলল - তোমার বউ তুমিই বোঝো।

পরবর্তী কুড়ি মিনিট আমরা ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনায় কাটালাম। তারপর হুইস্কি ঢালছি গ্লাসে, আবার ফোন বেজে উঠল।

ফোন তুললাম লেফটেন্যান্ট লোগো বলছি, মিসেস উইন্টার্সের খবর কি?

নিমেষে আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বুঝলাম, রায়ান তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। আমি তো কিছু শুনিনি। আশা করি—

আমি মিসেস এনিসের বাড়ী থেকেই বলছি, মিঃ লোগো আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, আপনার স্ত্রী এখনও আসেন নি। চল্লিশ মিনিট কেটে গেল। আমি আপনার বাড়ী যাচ্ছি এক্ষুণি।

আহা আপনি কষ্ট করবেন কেন? আমি গাড়ী নিয়ে বেরুচ্ছি।

তৎক্ষণে ফোন ছেড়ে দিয়েছে মিঃ লোগো। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে আমি রায়ানকে বললাম - দুঃখিত, রায়ান! ভেস্তাল এখনও পেঁাছয়নি। এখনই হয়তো পুলিশ এসে পড়বে।

রায়ান চমকে উঠে বলল—পুলিশ কেন? মানে লেফটেন্যান্ট লোগো। উনি তো পুলিশের লোক, ভেস্তালের বন্ধু। উনিও পার্টিতে আছেন। আজকের মত আলোচনা থাক আমাদের। গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে দেখি একবার। কোন

খোঁজ পাওয়া যায় কি না।

লাউঞ্জ থেকে বেরুবার মুখেই ইভ এল, তার মুখ ভাবলেশহীন।

আমি ইভকে লক্ষ্য করে বললাম—দেখি কি হলো। মিস ডোলান! আপনি পড়ার ঘরটা গুছিয়ে রাখবেন। অনেক কাগজপত্র ফাইল করা দরকার। বলে ইভের চোখের দিকে তাকালাম

ইভও বুঝিয়ে দিল যে ডেস্কের টানাতে রাখা অ্যাপ্রণ, স্পঞ্জ সব সরিয়ে ফেলবে।

আমি আস্তে করে বললাম—গাড়ীটা ভিজে আছে, ব্যবস্থা করো। বলেই রায়ানকে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

চোদ্দ

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, তার মধ্যেই জনা দশেক পুলিশ অফিসার আর জনা কুড়ি দমকলের লোক, দুটো সার্চ লাইট জেবলে ভীষণ কষ্টে দুশো ফুট নীচ থেকে ভেল্তালের প্রাণহীন দেহটা তুলে আনলো। আমি বসেছিলাম ব্ল্যাকস্টোনেরই গাড়ীতে। শরীরটা ঠাণ্ডা, কাঁপছে থর থর করে।

আমাদের পেছনে ইভ ওর গাড়ীতে বসেছিল। বেশ বুদ্ধিমতির মত কাজটা করেছে ইভ। গাড়ীটা যে কাদা মাখা আর ভিজে ছিল, পরীক্ষা করলেই ধরা পড়ত, এখন আর সে সম্ভাবনা রইল না। আমার মধ্যে তবু ঝড়। গত দু ঘণ্টায় কোন ভুল করিনি তো? নিশ্চয়ই কোন ভুল করিনি।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে মিঃ লোথোর দেহটা উঠে এল—মিঃ উইণ্টার্স। ও'র দেহটা পাওয়া গেছে, মারা গেছেন উনি। আপনি বাড়ী চলে যান। এখানে থেকে লাভ নেই।

আমার ওপর সব ছেড়ে দিন। আমার সঙ্গে কথা বলার সময়ই ব্ল্যাকস্টোনের দিকে নজর পড়তে মিঃ লোগো বলল—ইনি কে? একে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

ইনি রায়ান ব্ল্যাকস্টোন, আমার এজেণ্ট। রাতে ইনিই আমার সঙ্গে ছিলেন। কথাটা বলেই নিজের গালে নিজেরই চড় মারতে ইচ্ছে হলো। ছিঃ ছিঃ! আগ বাড়িয়ে নিজের সাফাই গাওয়া মানেই তো সন্দেহের উদ্রেক করা! বুঝতে পারলো কি? আমি মিঃ লোগোর মুখের দিকে তাকালাম। কিছু বুঝতে পারলাম না।

মিঃ লোগো বলল, আচ্ছা—মিঃ উইণ্টার্স। আগামীকাল সকালে দেখা হবে, বাই।

ব্ল্যাকস্টোন আমাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল। আমি পড়ার ঘরে এলাম। হাতে পায়ে জোর নেই আমার। খানিকটা হুইস্কি ঢেলে নিয়ে গলায় ফেলে দিলাম।

ইভ এসে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। আমি ওর দিকে তাকালাম। কোথাও

কোনও গড়বগ হয়নি তো ? আমি জিজ্ঞেস করলাম ইভকে।

এত ফাইন কাজ হয়েছে যে আমিই প্রায় সত্যি বলেই বিশ্বাস করি ফেলে-ছিলাম ইভ মুগ্ধ স্বরে বলল।

বেশ। অর্গিসকে তাহলে তুমিই খবরটা দিও যে ভেন্তাল মারা গেছে। কেমন ? বলে প্রায় টলতে টলতে এসে ইভকে জড়িয়ে ধরলাম। আমরা মুক্তি পেয়ে গেছি। ইভ বুঝতে পারছো! আমরা খুব শীগগীরই বিয়ে করে ফেলব। কি বল ?

ইভ আমাকে বেশ রুক্ষভাবেই হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে বলে উঠল ঃ আমি বলেছি যে যতটা সম্ভব আমাকে এড়িয়ে চল। এখনও আমরা নিরাপদ নই, মিঃ লোগো ভয়ানক বুদ্ধিমান। উনি বুঝে ফেলতেই পারেন যে, সবটাই আমাদের ষড়যন্ত্র! এখন আমি তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই শাড। আর তুমিও আমার কাছে এসো না, এলে বিপদ বাড়বে।

আমার যেন হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল। তোমার কথা বুঝতে পারছি না, ইভ। ক'মাসের মধ্যে তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?

ইভের চোখ দুটোতে যেন আগুন জ্বেলে উঠল! পাগল! তুমি একটা পাগল। এরপর তোমার মত পুরুষকে বিয়ে করব আমি ? আমাকে তুমি মুক্তি দাও। পুলিশ যদি আমাদের সম্পর্ক জানতে পারে তাহলে দুই আর দুই মিলিয়ে চার করে নেবে। আমি খুব শীগগীরই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা করা বা সম্পর্ক রাখা আর আমি মোটেও বাঞ্ছিত বলে মনে করি না। ইভ একদমে কথাগুলো বলে গেল।

এত সহজে তো তুমি রেহাই পাবে না। ইভ সুন্দরী, রাগে আমার ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। আমি কি বলেছিলাম মনে করে দেখ, আমাকে যদি বিয়ে না কর, তাহলে আমি তো পুলিশে আত্মসমর্পণ করবই আর তোমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েই করব। বুঝেছ ?

তাই নাকি ? হিম্মত আছে তোমার ? অযথা আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করো না শাড। জড়িত ছিলাম তোমার সঙ্গে তাতে কি ? খুনটা করেছ তুমি। সাহস যদি থাকে সেটা স্বীকার কর। না হয় যা খুশী করো তোমার। কিন্তু শেষবারের মতন তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমার কাছে আসবার চেষ্টাও করো না। তফাৎ থাকো আমার কাছ থেকে। বলেই শরীরে একটা পাক খাইয়ে দর্পিত ভঙ্গীতে ইভ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। ইভের হঠাৎ কি হলো! না কি এর পেছনে অন্য কোন কারণ আছে যা আমি জানি না। হঠাৎ ল্যারির কথা মনে পড়লো। তবে কি ল্যারির পরামর্শে ইভের মনটা ঘুরে গেল। সে যাই হোক, এই মুহূর্তে নিজের জন্যই বেশী চিন্তা হচ্ছে। ভয় হচ্ছে! হাত পায়ে জোর পাচ্ছি না। কেবলই একটা আতঙ্ক। কোনও ভুল করিনি তো? কি বীভৎসভাবে ভেস্তালকে মরতে হলো। পুলিশ কি তাহলে আমাকে জেলে পুরতে চলেছে? তারপর ইলেকট্রিক চেয়ারে বসে পুড়ে ছাই। সিউরে উঠল আমার শরীর। ইভের চিন্তাও সাময়িকভাবে উবে গেল। নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়েও সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না।

পরদিন সকালটা যেন আর কাটতে চাইছিল না। মিঃ লোগো এগারটার সময় আসবে বলে গিয়েছিল। তার আসার কোনও লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। ভাবছি অফিসেই বেরিয়ে যাবো। এদিকে সকালে আমাকে প্রাতঃরাশ দেবার সময় লক্ষ্য করলাম—যে ঝি চাকরাণীরা সকলেই কাঁদছে। অর্গিসের অবশ্য দেখাই পেলাম না। সে যেন আমাকে এড়িয়েই চলছে। অফিসেই বেরোবো বলে উঠছি সেই সময় ফোন বাজল। ব্ল্যাকস্টোন ফোন করছে।

তোমাকে ফোন করা দরকার মনে করলাম—উইণ্টার্স। মিঃ লোগো আমার কাছে এসেছেন। অনেকক্ষণ ধরে জেরা করলেন আমাকে।

আমার হাত পা কাঁপতে লাগল। ফোনটা জোরে চেপে ধরলাম। গলাটা অতি কষ্টে সংযত করলাম—তাই নাকি? তা এত কি জিজ্ঞেস করলেন—তোমাকে?

আর বলো না, ব্ল্যাকস্টোন বিরক্তির স্বরে বলল—কেবলই ঘুরে ফিরে এক কথা। কাল রাতে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে কোথায় ছিলাম—কি করেছিলাম। যত বলি যে সেই সময়ে আমরা বাড়ীতেই ছিলাম। উইণ্টার্স চিঠির ডিটেকশান দিচ্ছিল। তারপর দু'জনে বসে অনেকক্ষণ কাজ করেছি। মিস ডোলান ছিল। অর্গিস ও দেখছে, কিন্তু মিঃ লোগো কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে চাইছেন না। তাঁর ধারণা যে স্ত্রীর সন্দেহ জনক মৃত্যু হলে আগে তার স্বামীকেই সন্দেহ করতে হয়। তা আমি বললাম—যে ওটা নিছক দুর্ঘটনা। কারণ আমি স্বচক্ষে মিসেস উইণ্টার্সকে ভীষণ জোরে গাড়ী চালাতে দেখেছি। কিন্তু, মিঃ লোগো যেন কিছুতেই মেনে নিতে চাইছেন না। তোমাকে চুপি চুপি বলি উইণ্টার্স, আমার মনে হয় যে যে কোন কারণেই হোক মিঃ লোগো তোমাকে পছন্দ করেন না।

আমি আমার গলার স্বর যথা সম্ভব সংযত রেখে বললাম - খুবই সম্ভব। কারণ মিঃ লোগো ভেস্তালের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। সে থাকগে। তুমি আমার হয়ে যা বলেছো তা তো আর ভুল বল নি। তুমি নিজেই জানো যে ভেস্তালের মৃত্যুতে কোনক্রমেই আমার কিছুই করার ছিল না। হয়তো হতে পারে যে মিঃ লোগোর এই ধারণাটা তোমার সঙ্গে কথা বলার পর পাল্টে যাবে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি আমার জন্যে যা করেছ তাই বা ক'জন করে?

ব্র্যাকস্টোন বলল—আরে না, না। সবটাই তো আমার চোখে দেখা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমি সব সময় তোমার পাশে থাকব।

ফোন রেখে দিয়ে ভাবলাম এবার অফিস চলে যাই। লেফটেন্যাণ্ট লোগো আমাকে সন্দেহ করছে! লোকটার অনুমান শক্তি যে প্রখর এটা মানতেই হবে। তবে আমাকে ধরা ওর পক্ষে অত সহজ হবে না। কিন্তু আমাকে সতর্ক থাকতে হবে—এই যা ভাবতে ভাবতে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাগানের ওপাশে একটা গাড়ীর ওপর চোখ পড়ল। ভেতরে একজন পুলিশ অফিসার বসে আছে। তাহলে বোধহয় লেফটেন্যাণ্ট লোগো এক্ষুণি চলে আসবে। ঘড়ি দিকে তাকালাম। এগারটা বেজে চল্লিশ মিনিট। ঠিক আছে আমি তাড়াতাড়ি টেবিলে এসে বসলাম। চিঠি পত্রের গাদা খুলে সামনে রাখলাম। কেবল অক্ষরগুলো চোখের সামনে নাচতে লাগল। মাথায় কিছুই গেল না।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে দরজায় টোকা পড়ল—দরজা খুলেই দেখি মিঃ লোগো।

গুড্‌মর্নিং লেফটেন্যাণ্ট! আসুন! হুইস্কি ঢালি? এত স্বাভাবিক স্বরে বললাম যে নিজেই অবাক।

না, ধন্যবাদ। মিঃ লোগো একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল।

হঠাৎ আমার মনে হলো যে এই হারামজাদা পুলিশটাকে আমি ভয় পাব কেন? আমি না এখন ছ'কোটি ডলারের মালিক! দেড় বছর হয়টি প্রায় ভিখারী থেকে ধনী লোক হয়েনি আমি। আমি কি এই ব্যাটার চেয়ে কম বুদ্ধি ধরি! কিছু আঁচ করতে পারলেন নাকি লেফটেন্যাণ্ট! কি করে ঘটলো দুর্ঘটনাটা?

গাড়ীর সামনের ডান দিকের চাকাটা ফেটে গেহলো। মিঃ লোগো কথাটা

'বলেই প্রশ্ন করল আমাকে, আচ্ছা, মিঃ উইন্টার্স আপনি তো গতকাল রাত ন'টা থেকে দশটা' পর্যন্ত এ-ঘরেই ছিলেন তাই না ?

অবশ্যই। কয়েকটা চিঠি ডিক্টেট করেছিলাম, কেন বলুন তো এ প্রশ্ন করছেন ?

ডিক্টেশান কি রেকর্ড করছিলেন টেপ রেকর্ডারে ? মিঃ লোগো প্রশ্ন করল।

নিশ্চয়। কিন্তু আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। তার সঙ্গে দুর্ঘটনার কি সম্পর্ক ?

কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মিঃ লোগো কেটে কেটে জবাব দিলে, 'মিঃ-উইন্টার্স ! এটা মোটেও দুর্ঘটনা নয়।

হঠাৎ আমার রক্ত যেন তীব্র বেগে শিরা উপশিরা দিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করল। বুকের মধ্যেটা ধ্বক্ ধ্বক্ করে লাফাতে লাগল। 'কি বলছেন আপনি ! দুর্ঘটনা নয় তবে…কি…।'

মিঃ লোগো আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল—'খুন, মিঃ উইন্টার্স, এটা পরিষ্কার একটা খুন, মোটেও দুর্ঘটনা নয়।'

পনেরো

হঠাৎ যেন আমার পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেল। কেবল টেবিল ঘড়িটার টিক্-টিক্ শব্দ। আমি যেন ইঁদুরের মত ফাঁদে পড়ে গেছি। আমি কি কোনও ভুল করেছি। ভুল করে কি কোন সূত্র রেখে এসেছি, যাতে এত তাড়াতাড়ি লোকটা জানুক বা না জানুক অন্ততঃ আন্দাজ করে নিতে পারলো? তবে কি আমাকে এখন হাজতে নিয়ে যেতে এসেছে? আমার হাবভাব যাতে কোনও পরিবর্তন না ধরা পড়ে প্রাণপণ সেই চেষ্টাই করতে লাগলাম। কিন্তু বিশ্বাস্য কোনও যুক্তি তো আমাকে খাড়া করতেই হবে এবং তা এই মুহূর্তে।

কি বলতে চাইছেন বলুন তো? খুন মানে? মানে হচ্ছে এই? ভেস্তালকে খুন করা হয়েছে। মিঃ লোগো দৃঢ়স্বরে বললো।

কিন্তু আপনি এত নিশ্চিত হলেন কি করে, মিঃ লোগো? আমিও দৃঢ়স্বরে বললাম।

সে কথা পরে। মিঃ লোগো বলতে লাগলো, আপনার অ্যালিবাই সম্পর্কে তো আলোচনা করতেই হবে। গতকাল রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে আপনি যখন চিঠি টেপ করছিলেন, ঠিক সেই ন'টা থেকে দশটার মধ্যে মিসেস ভেস্তাল খুন হন। কাজেই, ওই টেপ রেকর্ডারটা আপনার পক্ষে সাক্ষী বা অ্যালিবাই। তাই তো?

ওই টেপটা আমার দরকার। ওটা আমার চাই।

সরি, মিঃ লোগো, আমি মৃদু হেসে বললাম—অনেকগুলো ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠি ওতে রেকর্ড করা আছে। এখনও টাইপ করা হয়নি। আপনার এরকম আচরণের কোন মাথামুণ্ডু বুঝি না। অবশ্য দরকার পড়লে টেপটা নিয়ে যেতে পারেন। মেশিনেই লাগানো আছে। তবে ভেস্তালের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনি আমাকে দায়ী করছেন না?

স্ত্রী খুন হলে প্রথম সন্দেহটা স্বামীর ওপরেই এসে পড়ে। বলতে বলতে মিঃ লোগো উঠে টেপের ঢাকনা খুলে বার করে নিল। তারপর আমাকে বললো টেপের ওপর সই করে দিতে।

সই করে দেবার পর টেপটা পকেটে রাখতে রাখতে মিঃ লোগো বলল—অর্গিসের সঙ্গে যে আপনার সম্পর্ক ভাল নয় তা জানি। তবে সে বলেছে যে একবার ন'টা দশে এবং আবার ন'ট কুড়ি মিনিটে আপনাকে এ ঘরে এসে দেখেছে।

স্বাভাবিক, আমি সোজাভাবে বললাম—একবার কফি নিয়ে এসেছিল। তারপর খবর দিল যে মিঃ ব্র্যাকস্টোন এসেছেন, তা সে যাই হোক। আপনি কি বলতে চাইছেন।

হঠাৎ মিঃ লোগোর চোখ দুটোতে যেন আগুন ধরে গেল। গলার স্বরটা খরখরে হয়ে গেল ঃ বলতে চাইছি, তুমি তোমার স্ত্রীকে খুন করেছ, হ্যাঁ তুমিই, উইন্টার্স। কিন্তু কিভাবে করলে সেটা? আমি জানতে চাই।

আমার শরীর যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমার গলা টিপে ধরেছে। ফ্যাস্‌ফেসে গলায় আমি বলে উঠলাম—আমি ভেস্তালকে খুন করিনি।

আলবৎ করেছো। গর্জে উঠলো মিঃ লোগো চাপা হুঙ্কারে, আমি আমার পুরো অভিজ্ঞতা বাজী রেখে বলতে পারি, তুমিই খুন করেছো ভেস্তালকে। উইন্টার্স! তোমার হাড় হদ্দ আমি জানি, মেয়েদের পটাতে তুমি ওস্তাদ। যখনই ভেস্তালকে তোমার সঙ্গে দেখেছি, তখনই আমি জানতাম ও বিপদে পড়েছে। শেলীর টাকা না থাকলে তুমি কি ওকে বিয়ে করতে? তাই, যা আশা করেছিলে তা পাওনি বলে খুন করলে ওকে? কিন্তু, কিভাবে করলে বলতো?

ওর এই শেষের কথাটায় আমি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। বুঝতে পারলাম ওর হাতে কোনও প্রমাণ নেই। ধাপ্পা দিয়ে আমাকে বোকা বানাতে চাইছে। আমি তেরছা দৃষ্টিতে তাকিয়ে অবজ্ঞার স্বরে বললাম—বেশ-তো, আমি খুন করেছি প্রমাণ করুন। তারপর না হয় গ্রেপ্তার করবেন।

মিঃ উইন্টার্স, তুমি খুব বুদ্ধিমান, কিন্তু কতটা? লেফটেন্যান্ট লোগো বিদ্রূপের স্বরে বলল ঃ তুমিই খুন করেছো ভেস্তালকে নিশ্চিত এবং তোমাকে আমি বঁড়শি গেঁথে তুলবই। ভেস্তাল আমার বান্ধবী ছিল। তাকে খুন করে তুমি পালাবে তা হতে দেব না। এখন একটা প্রমাণই দরকার তুমি একই সঙ্গে দু'জায়গায় রইলে কি করে? এই বাধাটা সমাধান করলে...'

দুম করে টেবিলের ওপর একটা ঘুষি মারলাম আমি, তুমি একটা বদ্ধ উন্মাদ। সমস্ত সন্ধ্যেটা এই ঘরে বসে কাজ করেছি, আর্গস জানে, ব্ল্যাকস্টোনও জানে। আর তুমি কোথাকার হরিদাস লেফটেন্যান্ট সেগুলো উড়িয়ে দেবে? দেখো, চেষ্টা করে দেখো।

লেফটেন্যান্ট মোটেও না ঘাবড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল। এখনই তোমার গায়ে হাত দিতে পারছি না, সেটা ঠিক, কিন্তু তোমার মত শয়তানরাও ভুল করে। আর সেই ভুলটা আমি খুঁজে বার করবই। বোঝাবোই তোমাকে। ইতিমধ্যেই একটা যাচ্ছেতাই ভুলও তুমি করে বসে আছ, উইণ্টার্স। ভেস্তালের গাড়ীর যে সামনের চাকাটা ফেটে গিয়েছিল, যার ভেতরের টিউবে অনেকটা পরিমাণ বালি ছিল। গাড়ীটা যেখানে পড়েছিল তার ত্রিসীমানায় বালি নেই। আর ক্লিক রোডেও বালি নেই। বাজী লড়ে বলতে পারি যে কদিন আগেই টায়ারটা ফেটেছিল। সম্ভবতঃ ইডেন এণ্ডের কোথাও। যেখানে বালি আছে, তুমিই সেই চাকাটা পাল্টে রেখে দিয়েছিলে। তখন লক্ষ্য করে দেখনি টিউবে বালি লেগেছিল। এইভাবেই ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তদন্ত করতে গিয়ে আরও দেখেছি যে চাকাটার একটা নাট নেই। ক্লিক রোডেই পড়েছিল সেটা। তার মানে দাঁড়ায়, গাড়ীটা ঠেলে খাদে ফেলার আগে তুমি গাড়ীর চাকা পাল্টে দিয়েছিলে, কি? এবার বলো। কি মনে হচ্ছে?

লেফটেন্যান্ট-এর বর্ণনা শুনতে শুনতে আমার তো ধাত ছেড়ে যাবার উপক্রম হলো। লোকটা প্রায় ধরে ফেলেছে আমাকে। ভেতরটা আমার কাঁপতে শুরু করেছে। দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ওকে বুঝতে দেওয়া চলবে না। বেশ দাপটের সঙ্গেই বললাম—বেশ! তোমার কাল্পনিক কাহিনীটা এবার প্রমাণ কর লেফটেন্যান্ট।

তবু লেফটেন্যাণ্ট বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল—প্রমাণ আমি তো করবই। তবে আমার বিশ্বাস, একা তুমি কাজটা করো নি। আর সম্ভবও নয়। টেপ রেকর্ডারের ব্যাপারটা গোলমাল। তবে কি ইভ ডোলানই তোমাকে তোমার স্ত্রীর খুনের জন্য লেলিয়ে দিয়েছে। অ্যাঁ?

আমার মুখ ঘেমে উঠেছে। লেফটেন্যাণ্ট দেখছি মহা ধুরন্ধর। আমি কায়দা করে বললাম—ও করতে যাবে কেন? আমাদের দু'জনের কেউই একাজ করিনি। লেফটেন্যাণ্ট তোমার মাথাটা গুলিয়ে গেছে।

ও করতে যাবে কেন? চিবিয়ে চিবিয়ে আমার কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি

করল লেফটেন্যাণ্ট। বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল উইণ্টার্স। তুমি কি তোমার স্ত্রীর উইলের কথা কিছু জান না? দেখও নি?

কথাটা আমাকে একটু ধাক্কা দিল।

—না দেখিনি। উইলের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?

সম্পর্ক আছে বইকি। মিঃ লোগো বলল—মিস ডোলান বেশ লাভবান হবে উইল থেকে।

জানি, জানি। আমি তাচ্ছিল্যের স্বরে বললাম—ভেস্তাল আমাকে বলেছিল যে মিস ডোলানকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়ে যাবে। তা পঞ্চাশ হাজারের জন্য কেউ মানুষ খুন করে নাকি?

লেফটেন্যাণ্ট লোগো জিভ আড়তালু দিয়ে চুক চুক করে আফশোষের সুরে বলল—তুমি দেখছি খুব একটা বুদ্ধিমান নও উইণ্টার্স। পঞ্চাশ হাজার নয়, তিন কোটি ডলার আর এই বাড়িটা শেলী তার সাদাসিধে বোকাসোকা সেক্রেটারী মিস ইভ ডোলানকে দিয়ে গেছে। আর তোমাকে টাকা দিতে চাইলে নাকি তুমি নিতে চাইতে না। অথচ শেষ দাঁওটা মারবার জন্যে একটি খুন করে পেয়েছ মাত্র তিরিশ লক্ষ ডলার। হ্যাঁ, মাত্র তিরিশ লক্ষ ডলার দিয়ে গেছে। এসব তুমি জানতে না—বলতে চাও?

আমার পায়ের নীচ থেকে যেন মাটি সরে যেতে চাইল। তবু জোর গলায় বললাম—তুমি একটি বিশ্ব মিথ্যুক। আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করো না।

নিপাট ভাল মানুষের মত হেসে লেফটেন্যাণ্ট বলল—আমি একটুও মিথ্যে বলছি না তোমার স্ত্রীর উইল আমি দেখেছি। মিস ইভ ডোলানেরই ভাগ্য খুলে গেছে।

আমার বুকের ভেতরটা জ্বলতে আরম্ভ করল। সেজন্যই হঠাৎ ইভ এত তেজ দেখাচ্ছে আমাকে, আসলে ওর স্বামী ল্যারীর সঙ্গে শলাপরামর্শ করেই আমাকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিয়েছে ইভ। এত বড় বদমাইশি আমার সঙ্গে? আচ্ছা, দেখব আমিও।

প্রকাশ্যে নির্বিকার হেসে বললাম—তা মিস ডোলান যদি বেশী পেয়ে থাকেন, তিনি ভাগ্যবতী মহিলা। আমার তিরিশ লক্ষই যথেষ্ট। তোমার যেমন খুশী ব্যাখ্যা কর মিঃ লোগো। কোন কিছুই তুমি হাতে নাতে প্রমাণ করতে পারবে না।

তাহলে ইভ তোমার দলে ছিল? কি বল? আমি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি

সেই ভাবেই তাহলে কাজটা হয়েছে বলো ? তোমরা দু'জনে মিলে অর্গিস আর ব্ল্যাকস্টোনকে বোকা বানিয়েছ, তাইতো ? বল উইণ্টার্স।

আমার কপালের শিরা দপদপ করছে। ঘাম জমেছে সারা মুখে। তবু জোর করে হাসি এনে বললাম—তোমার স্বপ্ন, মিঃ লোগো, তুমিই বারে বারে দেখে উপভোগ কর—আমি খুন করিনি। সারা সন্ধ্যে এখানে কাটিয়েছি, সাক্ষীও আছে আমার।

আপাততঃ তুমি চালাকিতে আমাকে হারিয়ে দিলে। কিন্তু জেনে রেখো এই টেপ থেকেই কোনও না কোনও ত্রুটি আমি বার করব। আর তখন, তুমি যত চালাকই হও না কেন, উইণ্টার্স, ফাঁসির দড়িটা তোমার নাকের ডগায় নাচবে। এটা তোমাকে বলে দিয়ে গেলাম। তোমাকে এত সহজে ছাড়ব না আমি। বলেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল লেফটেন্যাণ্ট লোগো।

—আমি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ পরে যেন আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। দুটো বড়ো পেগ হুইস্কি মেরে দিয়ে গাড়ীটা নিয়ে ইডেন এণ্ডে চলে গেলাম। সিগারেট ধরিয়ে আগাগোড়া ব্যাপারটা ভাবলাম। কোন মতেই আমার বিশেষ ভুল হয়নি। লেফটেন্যাণ্ট ঘুরিয়ে কথা বলে আমার মন ভেঙ্গে দিয়ে আমাকে দুর্বল করে দিতে চাইছিল। প্রমাণ পেলে আমাকে ছেড়ে কথা বলতো না মিঃ লোগো। অর্গিস যখন বলবে যে সে আমাকে দেখেছে তখন জজসাহেব কেস বাতিল করে দেবে। এ পর্যন্ত আমার অ্যালিবই লোহার তালের মত অভেদ্য ? কিন্তু ইভ ডোলান ?

ইভ তো নিশ্চয়ই গোড়া থেকে জানতো উইলের কথা। সেজন্যেই আমাকে দিয়ে খুনটা করানোর আগে 'ভালবাসি' তোমাকেই বিয়ে করব—এইসব বলেছে। এখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার পর বলছে, আমার ধারে কাছে থেকো না। বিশ্বাসঘাতকতা ! আচ্ছা, তোমাকে আমি মজা দেখাচ্ছি মাগি।

প্রথমেই আমার মন বলল—দু-একদিনের মধ্যেই ইভ পালাবে। কিন্তু ওকে কিছুতেই পালাতে দেওয়া হবে না। তার আগেই ব্যাপারটার এসপার ওসপার করে ফেলতে হবে। নজর রাখতে হবে ইভের উপর। ওর গোপন কার্যকলাপ আমার জানা দরকার। জোসুয়া মারগ্যানের কথা মনে পড়ে গেল। তাকেই নজর রাখার জন্য নিয়োগ করতে হবে। বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে

লোকটার কিন্তু নজরদারিতে ওস্তাদ।

সোজা রুজভেল্ট জোসুয়ার অফিসে চলে এলাম। সব বুঝিয়ে দিলাম তাকে। এক হাজার ডলার দেব, তাও বললাম। সে সব লিখে নিল। আমি ক্লিক সাইডে ফিরে এলাম।

আমি বাড়ী যেতেই অর্গিস এল। বলল—স্যার আমি কাল সকালেই চলে যেতে চাই।

তার কথা শুনে হঠাৎ আমার মনটা আনন্দে নেচে উঠল 'ইভকে এ বাড়ীতে একলা পেলেই ভাল হবে! মাগীটাকে শিক্ষা দিতে পারবো। আমি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাস করলাম: মিস ডোলান কোথায়?

তিনি ছ'টার পরে ফিরবেন বলে গেছেন? অর্গিস বলল।

ভাল কথা, তোমাদের সবার বেতন দিয়ে দিচ্ছি। এক ঘণ্টার মধ্যে সবাই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। আর যাবার আগে তোমাদের ঠিকানাগুলো রেখে যাবে। লেফটেন্যান্ট লোগো কোন সময় খোঁজ করতে পারেন। পনের মিনিট বাদে সকলে আমার ঘরে আসবে। যাও!

চাকর বাকর মিলিয়ে কম নয়। তিরিশ জন। আমার দিকে কেউ দেখল না, কথাও বলল না। বেতন নিয়ে চলে গেল। শেষে এল অর্গিস। টাকাটা হাতে নিয়ে ক্রুদ্ধ, চাপা স্বরে বলল—মিস ভেস্তালকে যেভাবে আপনি যা করলেন, আমার বিশ্বাস, তার দাম আপনাকে দিতে হবে, স্যার!

এই বুড়ো উল্লুক! ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেবার আগেই পালা এখান থেকে। যা ভাগ!

আমার ধমক খেয়েও অর্গিস মাথা উঁচু করে বেরিয়ে গেল।

ব্যস! বাড়ী খালি। বিশাল বাড়ীটা হঠাৎ যেন মরে গেল! কেবল আমার বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ঘড়ির দিকে তাকালাম। পাঁচটা চল্লিশ। এখনও ইভের আসার সময় হয়নি। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। চুপ করে জানলার ভারী পর্দার আড়ালে অনাড় হয়ে বসে নীচের লম্বা তক্তকে সড়কের দিকে তাকিয়ে ইভ ডোলানের প্রতীক্ষায় চেয়ে রইলো। এস ইভ ডোলান। তোমার সঙ্গেও এবার শেষ বোঝাপড়া আমার।

ষোল

ইভ কিন্তু ছটার সময় এলো না। ঘণ্টা তিনেক প্রায় অপেক্ষা করার পর দেখলাম ইভের গাড়ীটা আসছে। এতক্ষণ বসে বসে কেবলই ভেবেছি। যতই ভেবেছি ততই আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে ইভই আমাকে লোভ দেখিয়ে ভেস্তালকে খুন করতে প্ররোচিত করেছিল। ইভ ভেস্তালকে বিয়ে করার পরই বোধহয় স্থির করেছিল যে আমাকে দিয়েই ও কাজ হাসিল করবে। এবং আমাকে বিয়ে করবে এই লোভ দেখিয়ে কাজটা হয়ে যাবার পর এখন একেবারে বেঁকে বসেছে। দেখা যাক কত দৌড় ইভ ডোলানের।

ইভ এগিয়ে আসছে গ্যারেজ থেকে সদর দরজার দিকে। আমি টু শব্দ না করে ঘর থেকে বেরিয়ে লাউঞ্জে রাখা শেঠির পেছনে লুকোলাম।

বার বার ঘণ্টা বাজিয়ে শেষে ঘর থেকে সিঁড়ির মাথায় থামটার পাশে দাঁড়াল ইভ। ওকে বেশ ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ইন্টারনাল ফোন তুলে ডায়াল করল। ক্রিং ক্রিং শব্দ শোনা গেল ওপাশের কেউ সাড়া দিল না তবু। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে হলের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডাকল ঃ অর্গিস! কেউ এলো না। আবার ফোন করল। বিরক্ত হয়ে ফোন নামিয়ে রাখল ঝনাৎ করে। ক্রমশঃ অস্থির হয়ে উঠেছে ও। একটা ভয় ক্রমশঃ ওকে গ্রাস করেছে বুঝতে পারছি। আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল, আমি যুদ্ধস্ত্রগুলোর আড়ালে লুকিয়ে আছি।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ইভ! কে আছে এখানে? অর্গিস তুমি—তোমরা জবাব দিচ্ছ না কেন? তারপরই হঠাৎ নিঃশব্দ নেমে এল। হঠাৎ! কেবল ঘড়িটার টিকটিক শব্দ।—সকালেই চলে গেল এক সঙ্গে? না। তা তো হতে পারে না। নিজের মনেই কথাগুলো বলে হঠাৎ যেন ভীষণ সজাগ হয়ে গেল ইভ্ চুপ করে দাঁড়াল কিছুক্ষণ! তারপর প্রায় দৌড়ে গিয়ে হলের দরজাটা টেনে খুলতে চেষ্টা করতে লাগল। একটুও নড়ল না দরজাটা। আমি তো চাবি দিয়ে দিয়েছি।

আমি ইভের পেছনে বেশ খানিকটা তফাতে এসে দাঁড়ালাম? মুহূর্ত কয়েক দেখলাম। তারপর হেসে বললাম—দরজাটা টানাটানি করে লাভ নেই

ইভ। ওটা চাবি দেওয়া।

আতঙ্কে প্রায় চীৎকার করে উঠে। বোঁ করে ঘুরে আমাকে দেখে দু'হাতে মুখ চেপে ফেলল ইভ।—তুমি—তুমি ওভাবে আমাকে দেখছো কেন? কান্না জড়ানো আওয়াজ।

তোমাকে অভিনন্দন জানাতে। মৃদু হেসে বললাম। যদিও বুকের ভেতরটা আমার জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে। এই রকম প্রাসাদতুল্য একটা বাড়ী সঙ্গে তিন কোটি ডলার কি রকম লাগছে বলতো ইভ?

কেউ যদি আমাকে ভালবেসে দান করে যায়। সেটা নিশ্চয়ই আমার দোষ নয়। বলল ইভ।

কিন্তু স্বামী স্ত্রী মানে, তুমি আর ল্যারী দু'জনে মিলে পরিকল্পনাটা সফল, কি বল?

পরিকল্পনাটা তোমারই ছিল। এটা তুমি ভালই জান উইন্টার্স ইভ তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল—'যাক গে, তর্ক করতে চাই না। আমি ওপরে গিয়ে গোছগাছ করে নিচ্ছি, এখনই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।'

আমি হেসে বললাম—লেফটেন্যান্ট লোগো জেনে গেছে, তুমি আমি দু'জনে মিলেই কাজটা করেছি। প্রায় ঠিক ঠিক বর্ণনা দিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে রক্তহীন হযে গেল, ইভের মুখ। মিথ্যে কথা বলছ তুমি।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তাই হোক। লেফটেন্যান্ট ভীষণ চালাক। ফেটে যাওয়া চাকাটার টিউবেয়র মধ্যে সে বালি আবিষ্কার করেছে। ক্লিফ রোডের ধারে কাছে কোথাও বালি নেই। আমার চেয়ে তোমাকেই তার সন্দেহ বেশী। কারণ, খুন করার স্বার্থ তোমারই বেশী। উইলের কথা তো জানতেই তুমি। আমাকে তো সোজা প্রশ্ন করে বলল—যে ভেস্তালকে খুন করার আসল প্ল্যান্টা সত্যিই মিস ইভ ডোলানের কিনা? বুঝতে পারছো লোকটা সত্যের কতখানি কাছে চলে এসেছে?

আঁৎকে উঠে দু পা পিছিয়ে গেল ইভ!—তুমি, তুমি তামাকে কি বলেছো?

বলেছি যে, এটা সে প্রমাণ করতে পারবে না। জোর দিয়েই বলেছি। কিন্তু লোকটার যা সূক্ষ্ম বুদ্ধি, পারতেও পারে। তখন তো ইভ সুখী। তোমাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

আমাকে অযথা ভয় দেখিও না। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

ইভ বলল।

করো না বিশ্বাস। মিঃ লোগো যখন প্রমাণসহ হাজির হবে। তখন সামাল দিও। তোমার ল্যারী তখন তোমার কাছে থাকবে তো? বলতে বলতে ধীর পায়ে ইভের দিকে এগ্‌তো লাগলাম আমি।

খবরদার! আমার কাছে এসো না বলছি। ইভ দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলে উঠল, আমি ওপরে যাচ্ছি। যা হবার তা পরে দেখা যাবে আমি একা এই নির্জন বাড়ীতে এক মুহূর্তও নয়।

দাঁড়াও! দাঁড়াও! আমি দাঁতে দাঁত পিষে বললাম—আমার কি মনে হচ্ছে এখন জান? সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে যদি তোমাকেও এখন খুন করে ফেলা যায়। যাতে আর কোন পুরুষকে না ধাক্কা দিতে পারো। তোমার ওই নরম গলায় আমার এই লৌহকঠিন হাত দিয়ে একটু টিপে ধরবো। তুমি লাশ হয়ে যাবে একটা—ইভ ডোলান, স্রেফ একটা লাশ!

আচমকা একটা লাফ দিয়ে দু-হাতে আমার বুকে ধাপ্পা মেরেই দুমদাম করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে লাগল ইভ। আমি একেবারে পড়ে যাইনি। একটু বেশামাল হয়েছিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে ইভের। পিছু ধাওয়া করলাম ওর কাঁধে হাত দিযেও আটকাতে পারলাম না। ইভ ভেস্তালের পড়ার ঘরে ঢুকে পড়ল। আমিও ঢুকলাম, বড় ডেস্কটার এপাশে ওপাশে আমরা দু'জন। মুখোমুখি। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বাঘের মত।

আমার কাছে আসবার চেষ্টা করো না। গর্জে উঠল ইভ!

আমি হেসে বললাম—তোমাকে একটু আদর করবো! বলে ডেস্কের পাশের দিকে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম।

চট্‌ করে ডেস্কের টানার ভেতর থেকে ৩৮ বোরের একটা পিস্তল বার করে আমার বুক লক্ষ্য করে তাক করল ইভ। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এসো না। আদর করবে না আমায়? বিদ্রুপের স্বর ইভের গলায় তোমাকে আমি বোকা বানিয়েছি, ধাপ্পা দিয়েছি নিশ্চয়ই শাড। তোমার সঙ্গে যখন শুয়েছি, তখনও প্রতিটি মুহূর্ত তোমাকে ঘেন্না করেছি। কেবল ভেস্তালের খুনটা তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে হবে বলেই সব মুখ বুজে সয়েছি। দামও দিয়েছি। এখন পেয়ে গেছি সব এবার তুমি বেরোও এবাড়ী থেকে। এক্ষুণি।

এ মুহূর্তে আমার কিছু করার নেই বুঝতে পারলাম। পিছু হটাছাড়া

উপায় নেই। তবু আমি রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বললাম—সেদিন দূরে নেই যেদিন তোমার সুখের জীবন আমি তছনছ করে দেবো।

বেরোও তুমি এখান থেকে। নইলে গুলি চালাবো আমি।

আমি হেসে পিছু ফিরলাম। পকেট থেকে চাবি নিয়ে হলের দরজা খুলে বেরবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। বললাম—গুড নাইট, ইভ। আমি চলে গেলেও এ বাড়ীতে তুমি এখন একা থাকবে না। ভেস্তালের প্রেতাত্মা এখন তোমার কাছে এসে আলাপ সালাপ করবে। বলেই হা—হা করে হেসে বাইরের অন্ধকারের গর্তে ঢুকে গেলাম।

রাত কত হেয়েছে কে জানে। জ্যাকের বার এখনও ভর্তি। আমার তিন পেগ হুইস্কি খাওয়া হয়ে গেছে। চতুর্থটার জন্যে কাউণ্টারের দিকে এগোচ্ছি, হঠাৎ কানে এলো, শাড ডালিং—! চমকে তাকালাম পাশের দিকে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাল। ছড়ির মতো অনেকগুলো দৃশ্য বহু কথা, মনে পড়ে গেল। গ্লোরির কথা একেবারে ভুলেই গেসলাম। অথচ ভেস্তালের সঙ্গে বিয়ের আগের রাতেও ওর সান্নিধ্যেই ছিলাম। সেই গ্লোরি আমার একান্ত বান্ধবী। ষোলো মাস পরে আজ দেখা।—কি খবর গ্লোরি? তুমি কেমন আছ? অবশেষে বললাম।।

গ্লোরি একগাল হেসে আমার হাত দুটো ধরে বলল—খুশী হওনি মনে হচ্ছে?

একশবার খুশী হয়েছি, হাজার বার হয়েছি। আমিও হৈ চৈ করে বললাম—তা তুমি এখানে কেন?

কটাক্ষ করে, মুচকি হেসে গ্লোরি বলল—ভাবছিলাম কোন রাজকুমার হয় তো আসবে। আমাকে ডেকে নেবে। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে আর আসবে না।

কে বললে আসবে না? আমি ওর গালে টোকা মেরে বললাম—এই তো আমি এসেছি। কিন্তু এখানে আর নয়। চল আমরা অন্য কোথাও যাই। নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে।

গ্লোরি খুব খুশী হল।—আমার ফ্ল্যাটে চল। তোমার তো গাড়ী আছে?

গাড়ী চালাতে চালাতে বললাম—তোমাকে খুব মিস করেছি গ্লোরি। এখন কি করছো।

কিছুই না। গ্লোরি হেসে বলল। তোমরা যখন ভেনিসে হানিমুন

করছিলে আমি তখন ফ্লোরিডাতে এক অতি সুন্দর ধনী বৃদ্ধের সঙ্গে। বেশ কাটছিল আমার দিনগুলো। মাত্র গেল সপ্তাহে, জানো, কোত্থেকে তার স্ত্রী এসে একেবারে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ভদ্রলোককে। বউগুলো যে কি যাচ্ছে তাই। বল না শাড? তাই না?—বাঁ দিকে একবার বাঁ দিকে যাও ব্যাস। এসে গেছি। আমি এখানে নামছি। গাড়ীটা পেছন দিকে রেখে একদম ওপর তলায় উঠে এস তাড়াতাড়ি।

গাড়ী রেখে লিফটে ওপরে চলে এলাম। এর মধ্যেই পোষাক পাল্টেছে গ্লোরি। হলদে সিল্কের গাউন। গ্লোরিকে এখন বেশ সুন্দরই লাগছে। এতদিন ভুলে ছিলাম কি করে, তাই ভেবে অবাক লাগছে। ঘরটা ছোট কিন্তু বেশ সাজানো গোছানো।

এসো, দরজাটা ভেজিয়ে দাও, শাড। আজ কতদিন পর। এত আনন্দ হচ্ছে আমার। গ্লোরি মোহমারী হাসি হেসে বলল—তোমার কি হয়েছিল বল তো শাড? খারাপ কিছু ঘটেছে নাকি? তোমাকে এত অস্থির, অসুখী মনে হচ্ছে কেন বলো তো ডালিং?

আমি এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে গ্লোরির কোমরটা বেড় দিয়ে ধরে আমার শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে আলতো করে ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম। তারপর বললাম—তুমি জান না যে আমার স্ত্রী মারা গেছে? খবর পাওনি?

খবরের কাগজে অবশ্যই দেখেছি। বলে গ্লোরি কেমন একরকমভাবে হাসল, চোখে চোখে তাকালো আমার। বলল—তাহলে শাড ডালিং! স্ত্রীর টাকার মালিক এখন তুমিই তো?

কিছুটা তো আমার বটেই। তবে বেশীর ভাগটাই অন্যের দখলে গেছে। বলে আমি প্রসঙ্গ শেষ করতে চাইলাম, ওসব আলোচনার সময় না এখন। এস, আমরা তার চেয়ে মহৎ কাজে লিপ্ত হই।

সকালে ব্রেকফাস্টের সময় গ্লোরির একটা কথায় আমি একেবারে ধরাশায়ী হয়ে গেলাম। দিনের আলোতে গ্লোরিকে বেশ বুড়িই মনে হচ্ছিল। হবেই যা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে। ফলে অকালেই বুড়ি।

কোন রূপসীর প্রেমে পড়েছো নাকি, শাড ডালিং? আমি তো বাপু সতীপনা করি না তা জানোই। সেজন্যই বলছিলাম যে আপত্তি না থাকলে বলতে পারো।

আমি হেসে বললাম—হ্যাঁ, ভেস্তালের যে স্পেক্রেটারী। ইভ কার্ট মাস বেশ

ওমে ওমে কেটেছে। যদিও এখন আর সম্পর্কই নেই। কৌতূহল মিটেছে তো তোমার গ্লোরি ?

গ্লোরি একটু টিপ্পনি কেটে বলল—এক সময় তুমিই আগে ভেসে যেতে। মেয়েগুলো টেরই পেত না। এই প্রথম তুমি একটা মেয়ের কাছে ধাক্কা খেলে। তাই তো ?

তুমি দেখছি জ্যোতিষি হয়ে উঠেছো ? আমি শুষ্ক হাসি হাসলাম।

আমি নিজেও তো পুরুষদের কাছ থেকে তাক বুঝে পালাতে অভ্যস্ত ছিলাম। এখন তারাই আগে পালিয়ে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্লোরি, যৌবন তো যায়। সুন্দরীও নই আর আমি। তুমি বারে বারে ঘুরে ঘুরে আমাকে দেখছো। জানি। কিন্তু সাড ডার্লিং। গতরাতে তুমি ভীষণ নিষ্ঠুরের মতো আমাকে পীড়ন করেছো। আমার মনটা ভাল লাগছিল, কিন্তু দেহটা যেন তোমার দেহের সঙ্গে আর পাল্লা দিতে পারছিল না। সত্যি শাড, তুমি আমাকে প্রায় মেরে ফেলছিলে। আচ্ছা মেয়েটা কি খুবই সুন্দরী তার গলার স্বরটা কিন্তু আমার ভাল লাগেনি। মনে হয়, খুব কড়া ধাতের মেয়ে ? তাই না শাড ?

হ্যাঁ, কড়া ধাতের মেয়ে। তবে খুব একটা সুন্দরী নয়। বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সিগারেটে দ্বিতীয় টান দিতে গিয়ে মনে একটা ধাক্কা লাগল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম গ্লোরির দিকে। ভ্রু দুটো কুঁচকে গেল।—তুমি ওর গলা কখন শুনলে ?

গ্লোরি সরল ভাবেই বলল—টেলিফোনে মিয়ামি থেকে ফিরে মনে হলো, তোমার একটু খোঁজ খবর করি। তখনই ফোন করেছিলাম।

সে কি ! কই, ইভ আমাকে তো বলেনি কিছু। তোমার পরিচয় জানিয়েছিলে ?

না, না। সে সুযোগই পেলাম না। তুমি বাইরে গেছো জানিয়েই ঝপ্ করে ফোন রেখে দিল। অথচ আমি বুঝতেই পারলাম যে মেয়েটা মিথ্যে বলছে। কেন, না আমি তোমার গলা শুনেছিলাম,; তুমি একটা চিঠির ডিকটেশান দিচ্ছিলে।

আমার হাত পা হঠাৎ ঠাণ্ডা অবশ হয়ে গেল। বলল পরশু দিন রাতে বোধ হয় নটা কুড়ির সময়ে শাড ! ছাড়ো আমাকে। লাগছে আমায়।

চোপরা ও আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। পরশু রাত ন'টা কুড়ি। সে সময়.

ভেস্তাল আমার হাতে খুন হচ্ছে।—হ্যাঁ—টেলিফোনে কি শুনেছিলে তুমি? ঠিক ঠিক বল, গ্লোরি।

গ্লোরি বেশ ভয় পেয়ে গেছে। ও তোতলাতে তোতলাতে বলল—তোমার গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। ব্যবসার বিষয়ে কনওয়ে সিমেণ্ট না কি বিষয়ে তুমি চিঠি ডিকটেট্ করছিলে।

আর মেয়েটা বলল যে আমি বাইরে গিয়েছি? ঠিক শুনেছিলে তুমি?

হ্যাঁ, ঠিক শুনেছি। যদিও তার গলার স্বর বেশ স্পষ্ট? কিন্তু একটু যেন বিচলিত বলেই মনে হয়েছিল আমার।

আমি ছেড়ে দিলাম ওকে। কোন চিন্তা মাথায় আসছিল না। শরীরটা কাঁপছিল আমার।

শাড। কি হলো তোমার? আমি কি কোন অপরাধ করে ফেলেছি?

কি করেছিস হারামজাদ? দাঁত কড়মড় করে ঘুরেই গ্লোরির অসহায়, ক্লান্ত, হতভম্ব মুখে এক ঘুঁষি লাগালাম। একটা পাক খেয়ে দেহটা ছিটকে গিয়ে মেঝেতে আছাড় খেলো।

আমিও আর ফিরে না তাকিয়ে টুপিটা ফেলে রেখেই তুফান বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম।

সতেরো

সকাল সাড়ে নটা। রুজভেল্ট বুলভার্ডে ব্যস্ত জনতার আনাগোনা। ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলাম আমি। গাড়ীটা গ্লোরির ফ্ল্যাটের পেছন দিকে আছে। পুলিশ এতক্ষণে আমাকে নিশ্চয়ই খুঁজতে সুরু করেছে। একটা ফোন বুথে ঢুকে জোসুয়া মরগ্যানকে ফোন করলাম—রাস্তার দিকে লক্ষ্য রেখে।

হ্যালো, মিঃ উইণ্টার্স? জোসুয়া মরগ্যান বলছি। শুনুন, গতরাতে আপনি চলে যাবার পর মিস ইভ ক্লিফ সাইড ছেড়ে গেছেন। সঙ্গে বেশ বড় সুটকেস, এখন পামবীর হোটেলে গেছেন দোতলার সামনের দিকের ঘর। ১৫৯ নম্বর।

ধন্যবাদ মরগ্যান। নজর রেখে যাও। আমি বললাম।

ফোন রেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা পামবীর হোটেল। শ'-দুই গজ দূরে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে ওপরে চলে গেলাম। ১৫৯ নং ঘরের দরজায় টোকা দিতেই—কে? জিজ্ঞাসা! গলা গম্ভীর করে জবাব দিলাম, টেলিগ্রাম মিস। দরজা খানিকটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই লাথি দিয়ে ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। তাল সামলাতে না পেরে একটু পিছিয়ে গেল ইভ। আমাকে দেখেই মুখ আমসির মত শুকিয়ে গেল। বললাম—তোমার বোকামীর জন্যেই তোমার কাছে আসতে হল: তুমি আমাকে বলোনি কেন যে সে রাতে কেউ একজন ফোন করেছিল আমাকে?

'আ—আ—আমি ভুলে গেছিলাম। ইভ তোতলাতে লাগল।

কি করে ভুলে যেতে পার? কথা বলেছ। বলেছে, বেরিয়ে গেছি আমি, তুমি কি এত বোকা যে, এর অর্থ বুঝতে পারছ না? ব্ল্যাকস্টোন আর অর্গিস দু'জনে নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছিল টেলিফোনের রিং আর তোমার উত্তর।

হ্যাঁ, তাই, দু'জনেই শুনেছে! তাতে কি হয়েছে? ইভ তেড়ে উঠল আমাকে, ওরা তো জানতোই যে, তুমি বাইরে যাওনি। ওরা জানতো যে তোমাকে বিরক্ত যাতে না করে সেজন্যই আমি ছুতো করে বেরিয়ে গেছে বলেছি। তাতে কোনু বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে গেছে শুনি?

আমার ইচ্ছে হচ্ছিল যে টেনে একটি ঘুঁষি মারি এই মেয়েটাকে যেমন গ্লোরিকে মেরেছি। এই মেয়েটা যে কি সর্বনেশে বোকামি করেছে, এখনও বুঝতে পারছে না? আমি অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে আস্তে আস্তে বললাম—তুমি ভালই জান যে, চিঠিগুলো আমি আগেই রেকর্ড করে রেখে ছিলাম সেগুলোই বাজছিল। কোন রেকর্ডিং হচ্ছিল না। এই বৃত্তান্ত শুধু তুমি আর আমিই জানি। লেফটেন্যান্ট লোগোকে আমরা বলেছি এবং সকলেই জানে যে আসলে আমার ডিকটেশানগুলোই রেকর্ড করা হচ্ছিল। ব্র্যাকস্টোন আর অর্গিস যদি কথায় কথায় বলে থাকে যে ফোন বেজেছিল তারা শুনেছে। তুমি জবাব দিয়েছো তাও তারা শুনেছে। কিন্তু মিঃ লোগো টেপ শুনে দেখবে টেলিফোনের শব্দ বা তোমার গলা রেকর্ড হয়নি। এটা সম্ভব নয়। বুঝতে পেরেছ, কি বিপদ তুমি ডেকে এনেছ? অথচ সময় মতো আমাকে কথাটা বললে একটা কিছু করতে পারতাম।

এইবার সত্যি সত্যিই ভয় পেল ইভ! কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে উঠলো: সেই মুহূর্তে গুরুত্বটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন কি উপায় হবে?

উপায় আছে একটাই, এখান থেকে পালাতে হবে এবং ভেস্তালের টাকাগুলো এখনই খরচ করা চলবে না।

পালিয়ে তুমি যাবে কোথায়? পুলিশের লোক সব সময়ই অপরাধীদের খুঁজে বার করে।

আমি যেখানে পালাবো সেখানে পুলিশ কোনদিন আমাদের হদিশ করতেও পারবে না। এখন প্রশ্ন: তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না?

হ্যাঁ, যাব।

ঠিক আছে, তুমি তৈরী হয়ে থেকো। আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে তোমাকে এখান থেকে তুলে নেব।

ইভ কাগজের মত সাদা চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমার একটু দেরী হয়ে গেছিল। ফিরে এসে দেখি, পাখী ফের উড়েছে। এক মুহূর্তে রাগে আমার শরীর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। এগিয়ে ফোন তুলে নিলাম—হ্যালো! জোসুয়া মরগ্যান! উইন্টার্স বলছি, খবর কি?

ওপাশ থেকে জোসুয়া বললে—স্যার এইমাত্র আমার একজন লোক খবর এনেছে। আপনি চলে আসার পর মিস ডোলান আটলান্টিক হোটেলে মিঃ ল্যারী গ্রাঞ্জারকে ফোন করেন, ঠিক হয়েছে যে, আজ দুপুর আড়াইটের সময়

সমুদ্রের ধারের কুঁড়ে ঘরে দু'জনের দেখা হবে। মরগ্যান থামল।

খুব চমৎকার কাজ করেছ, মরগ্যান। এবার শোন, তোমার লোকজনদের তুলে নাও। আর আমার ঐ মহিলা সম্পর্কে কোন কৌতূহল নেই। না, আর কাজ করতে হবে না। —হ্যাঁ, তোমার হাজার ডলার তুমি আমার বাড়ীতে এলেই পেয়ে যাবে। রাখছি তাহলে—ধন্যবাদ।

ফোন রেখে দিয়ে বসলাম, তাহলে আবার ল্যারী এবং কুঁড়ে ঘর। নিশ্চয়ই ভেস্তালের সেই ঘর যেখানে বসে আমি আর ইভ ভেস্তালকে খুনে প্ল্যান করেছিলাম। মাত্র সাড়ে বারোটা বাজে এখন। প্রচুর সময় আমার হাতে। আটলান্টিক হোটেলে কানেকশন চাইলাম। দুজনে মিলে পালিয়ে যাবে ভেবেছ? এবার আমিই তোমাদের আশার মুখে ছাই ঢেলে দেব—হ্যাঁ হ্যালো আটলান্টিক? আচ্ছা শুনুন, মিঃ গ্রাঞ্জারকে একটা খবর দিতে হবে, কি? উনি এইমাত্র বেরিয়েছেন। ঠিক আছে, খবরটা লিখে নিন। উনি এলে দয়া করে জানিয়ে দেবেন, অবশ্যই। হ্যাঁ লিখুন—ল্যারী গ্রাঞ্জার : দেরী হয়ে গেছে, সাড়ে পাঁচটার আগে দেখা করতে যেও না ইভ!'

এই খবরটুকু—মিঃ গ্রাঞ্জার ফেরামাত্রই দিয়ে দেবেন, কেমন? আচ্ছা, ধন্যবাদ।

আঠারো

মিঃ অ্যাটর্নী। এ পর্যন্ত ঘটনার ধারা শুনে আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। কেন আমার স্ত্রীকে খুন করতে হলো, সেই ছবিটাও আপনি পেয়ে গেলেন। আমি পরিষ্কারই বলছি। ইভের প্রেমে না পড়লে স্ত্রীকে খুন করার প্রয়োজন হতো না। ভাবতামই না কখনও। টাকা পেয়ে খুশী থাকতাম। কিন্তু বেশ বুদ্ধি করে খুনের মতলবটা ইভই আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে প্ররোচিত করেছে। সুতরাং আসল দোষী ইভ ডোলান।

পক্ষান্তরে আমি ইভকে খুন করতে বাধ্য হয়েছি আত্মরক্ষার তাগিদে। নইলে ইভই আমাকে খুন করতো। ও ভীষণ চালাক এবং নোংরা মেয়ে। আমি ঘরে ঢুকেই বুঝলাম ও তৈরী হয়েই আছে। হ্যালো ইভ। বলে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

ইভ ৩৮ বোরের পিস্তলটা আমার বুকের দিকে তাক করে কুৎসিৎ নাগিনীর মত ফুঁসতে লাগল। তবু আমি হাসবার চেষ্টা করে বললাম—আমাদের পালাবার পথ বন্ধ, ইভ! পুলিশ আমাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে।

ইভ গ্রাহ্য করল না। আমি পালাতে পারবো ঠিকই। তুমি পারবে না। এগিও না। তাহলে গুলি করব।

আমি দ্রুত ভাবছিলাম। ইভ আমার কাছ থেকে ষোল সতের ফুট দূরে। এখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া অসম্ভব না হলেও কঠিন সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে।

আমি জানতাম ইভ ল্যারীর জন্য অপেক্ষা করছে। তার আসার আভাস পেলেই আমাকে গুলি করে মেরে ও পালাবে। ভেতরে ভেতরে ও অস্থির হয়ে উঠেছিল ল্যারীর দেরী দেখে। সুযোগটা কাজে লাগালাম। কই? কারো গুলি, বলে এক পা এগিয়ে ইভের পেছনে জানালার বাইরে তাকিয়ে হেসে বলে উঠলাম: ওই যে, তোমার প্রেমিক মহাশয় এসে গেছেন।

ইভ ঘাড় ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে তাকাতেই বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে ওকে মেঝেতে ফেললাম। রিভলবারটা ছিটকে গেল ঘরের কোণে। আমি ওর সুন্দর গলাটা দুহাতে চেপে ধরতে চাইলাম। ওহ্ কি অসম্ভব শক্তি ওর শরীরে। এত ক্ষমতা! দু-হাটু দিয়ে ওর হাত দুটো চেপে ধরে ওর বুকে বসে ওর গলা টিপে ধরলাম। ওর ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ দুটোতে মৃত্যুভয় নয় ঘৃণা ফুটে বেরুচ্ছে

যেন। ক্রমে ক্রমে ওর সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে এল। ডান নাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এল এক ফোঁটা রক্ত। নিষ্পন্দ হয়ে গেল দেহটা।

(সমাপ্তির আগে)

ফোর্ড গাড়ীটা আছে। শাড দেখল। মুখে তার কঠিন হাসি। দুম করে গাড়ীর দরজা বন্ধ করার আওয়াজ এল। সেই সঙ্গে এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ। শাড রেঞ্চটাকে শক্ত হাতে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

ল্যারী দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই আচমকা বজ্রপাত হলো তার মাথায়। শাডেব হাতের রেঞ্চটা প্রচণ্ড জোরে ঠিক ল্যারীর মাথার ব্রহ্ম তালুর ওপর আছড়ে পড়ল। লুটিয়ে পড়ল ল্যারী। হাঁটু গেড়ে বসে দেহটা পরীক্ষা করল শাড। নাঃ মরে গেছে। এবার কাজ—ল্যারীর পকেট হাতড়ে পাওয়া গেল লাইসেন্স, ন্যাতানো ব্যাগ, সিগারেট কেস, রুমাল, দেশলাই আর বিশ ডলারের নোট একটা। সব শাড টেবিলে রাখল। তারপর দ্রুত হাতে ল্যারীর পোশাক খুলে নিয়ে নিজে পরে নিল। আর নিজেরগুলো পরিয়ে দিল ল্যারীর মৃত দেহটাতে। পালাবার একটা শেষ চেষ্টা তো করতেই হবে।

ল্যারীর দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে সে বুইক গাড়ীর দরজা খুলে দেহটাকে ড্রাইভারের সিটে শুইয়ে দিল। তারপর ফের কুঁড়ে ঘরে গিয়ে টেপের চাকতি দুটো নিল। পার্সেল করতে হবে জেলা অ্যাটর্নী জন হ্যারিংটনের কাছে। হঠাৎ ইভের স্যুটকেসটাতে নজর পড়ল। খুলতেই ভেস্তালের গয়নার বাক্সটা দেখতে পেল। এবারে বুইকটাকে ক্লিফ রোডে নিয়ে গিয়ে সেই জায়গা থেকে খাদে ফেলে দেওয়া। তারপর গাড়ীটা জ্বলছে দেখে তুষ্ট মনে এখানেই ফিরে আসা। কারণ ল্যারীর ফোর্ড গাড়ীটাতে চেপেই তো তাকে পালাতে হবে। দিতে হবে পুলিশকে ধোঁকা।

বেশ জোরেই বুইকটা চালাচ্ছিল শাড। হেড লাইট জ্বলায়নি। ছোট লাইটেই কাজ চালিয়েছে। সেই বেড়ার ফাঁকাটার কাছে এসে গাড়ী থামিয়ে নামল। নিজের স্যুটকেসটা আর পার্সেল এবং গয়নার বাক্সটা নামিয়ে ঘাসের ওপর রাখল। তারপর বুইক গাড়ীটাকে খাদের ধারে এনে ফাঁকের মুখের গাড়ীটা ঘুরিয়ে রেখে নেমে এল গাড়ী থেকে।

গাড়ীর ইঞ্জিন কিন্তু বন্ধ করল না সে। এবারেই একটু চালাকি করতে হবে। প্রয়োজনে তাকে দেখাতেই হবে যে গিয়ার ঠিকমত দেওয়া হয়েছিল. গিয়ার নিউট্রাল থাকলে মিঃ লোগো কেন, একটু যার বুদ্ধি আছে,

সেই বুঝতে পারবে যে চলন্ত অবস্থায় গাড়ীটা পড়েনি, আসলে খাদের ধারে এনে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেটা হতে দেওয়া যায় না।

গাড়ীর দরজাটা শাড কাঁধে চেপে খুলে রেখে ভেতরে নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে হাত দিয়ে ক্লাচ্ পেডাল চেপে ধরল। গিয়ার পাল্টে তিনের ঘরে তুলে দিল। ইঞ্জিন যতক্ষণ না ফুল স্পীড নিল ততক্ষণ চোক্‌টা পুরো টেনে রাখলো। তারপর কটা লম্বা শ্বাস নিয়ে ক্লাচ্ ছেড়ে দিয়েই পেছন দিকে নিজের দেহটা সরিয়ে নিল।

একটা ভীষণ ঝাকুনি দিয়ে গাড়ীটা সামনের দিকে যেন লাফ দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর খোলা দরজাটা ঘুরে এসেই শাডের কাঁধে প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ল। সেই ধাক্কায় ছিটকে দু' পাক গড়িয়ে গেল শাড। গাড়ীটা সাঁ সাঁ করে তার পাশ দিয়ে যেন উড়ে বেরিয়ে গেল।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। গাড়ীটা নেই, অদৃশ্য হয়ে গেছে খাদের অতলে— আর তখনই হঠাৎ ভয়ঙ্কর আতঙ্ক তার শরীরটাকে হিম করে দিল। একি! শাড় যে নিজেই খাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, পা দুটো ঝুলছে তার শূন্যে। এটা কি করে হলো? কখন হলো? মরিয়া হয়ে, প্রাণের ভয়ে ঘাস মাটিকেই মুঠো করে ধরলো শাড। শক্ত করে আঙুলগুলোকে মাটিতে গেঁথে দিল। তারপর ঝুলতে লাগল। বুকের মধ্যে দুমদাম হাতুড়ির ঘা পড়ছে। কিন্তু আঁকড়ে ধরার মত কিছুই তার দৃষ্টিতে পড়ল না। হাতের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ল। দোদুল্যমান পায়ের আঙুলগুলোও যে কোথাও ঠেকাবে তারও কোন উপায় নেই। কিছুই নেই নীচে এনন্ত অন্ধকার শুধু হাঁ করে গিলতে আসছে যেন।

শুনতে পেল বুইকটা খাদের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ করে পড়েই আগুন ধরে গেল।

সেই শব্দের ধাক্কায় পাথর গড়িয়ে পড়তে লাগল। আর উপায় নেই। মনের ওপর ক্রমশঃ চাপ বাড়ছে। একটা অন্ধ, দুর্দমনীয় আতঙ্কে মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল। ঝাকুনি দিয়ে দেহটাকে ওপরে তোলার চেষ্টা করল। ডান হাঁটুটা তুলতেও পারলো। কিন্তু যে ঘাস মাটিতে আঙুল ঢুকিয়ে নিজেকে এতক্ষণ ধরে রেখেছিল, একটা চাবড়ার মত হয়ে সেটা আলগা হয়ে গেল। আর শাড হাত বাড়িয়ে আরেক জায়গায় ধরতে পারার আগেই তার দেহটা অনিবার্য সেই মৃত্যুর পথে শেষ যাত্রায় পাড়ি দিল।

———

এক

হেলগাকে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। দুজন জার্মান সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল। কোমর থেকে লাল ব্লাউজ, অবশেষে মাথার টুপী, ওদের চোখে প্রশংসা, যদিও পুরুষের কাছ থেকে স্তুতি শুনতে চায় না হেলগা, সে চায় আরও কিছু।

আরও কিছু গভীর মনোরম আর উত্তেজক। তামার মত রঙীন বনের আকাশ তুষার এখনও ঝরছে, পথটা পিচ্ছিল ও আর্দ্র।

শৈত্যকে অপছন্দ করে হেলগা, উষ্ণতাটুকু শুষে নিতে চাইছে দামী কোটে, বিশ্ববিদ্যালয় পার হয়ে দোকানে ঢুকলো সে।

এগারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ, গতরাতে ঘুম ভালোই হয়েছিল তার, অবশ্য ঘুম আনানো ট্যাবলেটে। অনেকেই ঈর্ষাকাতর চোখে দেখছে তার কোটের দিকে। কত বয়স হল আমার? চলতে চলতে আয়নাতে চকিতে নিজেকে দেখে নিল। চল্লিশ অথবা তেতাল্লিশ, কিই বা আসে যায় তিনটে বছরে। এখানে সে যেন তিরিশের যুবতী। মেদহীন ত দেহ, ঈষৎ রঙীন দুটি চোখ, তীক্ষ্ন নাসা নিয়ে আরও তরুণী হতে পারে হেলগা।

কেনাকাটা শেষ করে হেলগা দেখতে পেল যে চুইংগাম মুখে দিয়ে এক দীর্ঘ-দেহী আমেরিকান তার দিকে দেখছে। হাত ঢোকানো জীন্সের প্যান্টের পকেটে। তার চেহারার মধ্যে আকর্ষণ আছে। চোখ ও মুখ বিরাট চাপা নাক, সবেতে ছেলেমানুষের সৌন্দর্য্য মাথা।

হেলগা নিজেকে অভিশাপ দিল। ঐ পুরুষ তার ছেলে হবার যোগ্য, তাকে দেখে হঠাৎ যৌন উত্তেজনা জাগবার মত কোন কারণ ঘটতে পারে না।

কফির দোকানে ঢুকে পড়লো হেলগা। কাঁপা হাতে সিগারেট ধরালো। সময়টাকে তো কাটাতে হবে।

সাড়ে বারোটা—হোটেল থেকে বেরিয়ে আসে হেলগা। তখনো ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটে তার চুইংগাম। হেলগা বুঝতে পারলো যে ছেলেটি তার সঙ্গে আলাপ করবেই। পরিণতিটা ভেবে শিউরে ওঠে সে।

তোমার কি চাই?

হেলগা সোজাসুজি প্রশ্ন করলো।

ম্যাডাম, তোমাকে বন্ধু বলে ভাবতে পারি ?

না, আমাকে কিছুই ভাবতে হবে না।

বিরক্তি এনে হেলগা বলল।

পাশ দিয়ে চলেছে নানা চেহারার লোক, হেলগা ওদের দিকে তাকাল না।

আমি লাঞ্চে চলেছি। তুমি কি যাবে ?

সত্যি কথা বলতে কি গত দুদিন আমি কিছু খাইনি।

বাঃ, চালাক ছেলে, মায়ের বয়েসী মহিলাকে সমবেদনা জানাতে বাধ্য করেছে।

এসো, আমরা একসঙ্গে খাবো। কাছের হোটেলে ঢুকে পড়ে ওরা।

আমি লরী স্টিভেন্স।

হেলগা হাসল, বলল—হেলগা রোলফে।

আমি নেব্রাসকা থেকে আসছি।

ফ্লোরিডা।

বীয়ার আসছে, ওরা পরস্পরকে দেখল।

ম্যাডাম, তোমার কি কোন সাহায্য দরকার ?

হঠাৎ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল লরী।

ম্যাডাম ভাবে, তাকে সাহায্য কিভাবে করা যেতে পারে ? অর্থ দিয়ে তো নয়, তার নিঃসঙ্গতার জন্য সঙ্গীর প্রয়োজন।

কাল সকালে আমি সুইজারল্যাণ্ড যাবো। তুমি কি আমার সঙ্গী হবে ?

অবশ্যই।

তার মানে তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করবো। এখনকার মত বিদায় লরী।

হেলগা দেখতে পেল বাইরে বেশ জোরে তুষার ঝড় চলেছে। সে নিজেকে অনেক সবুজ বলে ভাবলো।

অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল হেলগার। ছ'টা বেজে পঞ্চাশ। আটটা অবধি সে কফির কাপে চুমুক দিতে পারে।

কালকের স্মৃতি ভাসছিল, নিজের জীবনের ঐ হঠাৎ রোমাঞ্চ, হেলগা জানে যে তার আচরণ হয়েছে যৌবন ক্ষুধাতুরা বয়েসী রমণীর মত।

কিন্তু নিজের কোন কাজে তার বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই। লরী ষ্টিভেন্সকে ভালো লেগেছে। ঐ ছেলেটিকে খাওয়াতে পেরে সে তৃপ্ত। কিন্তু একটা ব্যাপারে তার দ্বিধা লাগছে। সুইস দেশের সঙ্গী করাটা কি ঠিক হল ?

আটটা বাজবার একটু আগে নিজেকে সম্পূর্ণ সাজিয়ে হ্যাণ্ড-ব্যাগ হাতে

নিয়ে বেরিয়ে এল হেলগা। এলিভেটরে ঐ লম্বা যুবকটি নেই, সেখানে শুধু জার্মান ব্যবসায়ীদের ভীড়।

সাবধানে চালাবেন, রাস্তাটা খুব বিপদজনক। লরীর ড্রাইভার তাকে বলল। হেলগা কোনদিনই কারও উপদেশ শোনে না।

অবিরাম তুষার পড়ছে, এক টুকরো ঘন কুয়াশা ধীরে ধীরে নেমে আসছে। কালো মারসীডিজ নিয়ে সে চলেছে হোটেলের দিকে।

হীরে বসানো হাত ঘড়িতে তখন আটটা বেজে দশ মিনিট। কাছাকাছি কোথাও নেই লরী। অথচ কাল সে হোটেলে আসতে বলেছিল।

গাড়ী নিয়ে দাঁড়াতে হল হেলগাকে। তখনই তার স্পন্দন দ্রুততর হল। ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথার বেসবল টুপীতে তুষার টুকরো। মুখ হিমেল নীল, বন্ধুতাভরা দীর্ঘ হাসি তার ঠোঁটে। গাড়ীর দরজা খুলে তার পাশে বসে বসে ছেলেটি বলে—সুপ্রভাত, ম্যাডাম।

তুমি কেন হোটেলে এলে না? এত শীতে যে জমে যাবে।

হেলগার কথায় আন্তরিকতা।

আমি ওসব জায়গাতে যেতে চাই না, এটা তো বেশ সুন্দর গাড়ী, এটা তোমার?

হ্যাঁ, তোমার লাগেজ কোথায়?

সেটাও আমি আমার টাকার ব্যাগের সঙ্গে হারিয়ে ফেলেছি।

তুমি বলতে চাও যেটা পরে আচ্ছা সেটা ছাড়া আর কিছু সঙ্গে নেই তোমার?

সত্যি তাই!

তাহলে তুমি এই টাকা রেখে দাও।

উঁহু, আমি কারও গাড়ী চড়তে পারি, কিন্তু টাকা নেবো না।

আহ, রাখো না, পবে না হয় একসঙ্গে খবচ হবে।

বেলা দুটোর মধ্যে ব্রাসেলের হোটেলে পেঁছবে হেলগা। ওরা টুকরো টুকবো কথা বলছে, দুজনেই আরও ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে।

কাল রাতে কোথায় শুয়েছিলে?

আমি একটা ঘর পেয়েছিলাম।

অন্য কোন রমণী? হেলগা একটু ঈর্ষাকাতর হল।

তার উরুতে আলতে চাপড় মেরে লরী বলল—তোমার অনেক টাকা আছে,

তাই না ?

হেলগা উদাস কণ্ঠে বলে—টাকা দিয়ে কি সুখ কেনা যায় ?

বাঃ, ঠিক ডনের মত বলছো।

ডন ?   সে আবার কে ?

হেলগা যেন একটু উত্তেজিত।

ভয় নেই।   সে এখন জেলে আছে।

লরী হেসে বলে।

তুমি চালাবে এসো।

লরী ড্রাইভারের সীটে বসলো।   কিছুক্ষণের মধ্যে সে গতি বাড়ালো সত্ত কিলোমিটারে।   হেলগা নিজের মন্থরতায় নিজেই লজ্জা পেল।   বয়েস তাকে সংযমী করে তুলেছে।

নীরবে চালাচ্ছে লরী।   তখন সব শক্তি সে চালানোয় নিয়োগ করেছে। হেলগা নিজের কথা ভাবতে বসল।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞের একমাত্র কন্যা হয়ে সে আইনে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছে।   চব্বিশ বছর বয়সে সুইজারল্যাণ্ডের লুসানাতে বাবার ফার্মে যোগ দিয়েছিল।   কয়েক বছর আগে হার্ট অ্যাটাকে বাবার মৃত্যু হলে জ্যাক আরচার নামে এক পার্টনার তাকে নিজের সেক্রেটারী করে নিল।

শরীরের দানব জ্যাককে ভালই লাগতো তার। ছোট থেকেই সে ছিল অতিরিক্ত আবেদনময়ী।

তার সারা জীবনে এত বেশী পুরুষ প্রেমিক জুটেছিল যে সকলের মুখ তার মনে নেই।

জ্যাকই তার সঙ্গে হেরম্যান রোলফে নামের এক ধনকুবেরের পরিচয় করিয়ে ছিল।   হেরম্যান হল লম্বা, পাতলা ও দৃঢ় চেহারার মানুষ, বয়েসটা যার হেলে গেছে সত্তরের দিকে। ইলেকট্রিকের ব্যবসাতে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। তার কালো টাকা সে সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে লুকিয়ে রাখতো। রোলফের সঙ্গে প্রথম দেখা হল বারনেস হোটেলের বিলাসবহুল কামরাতে। হেরম্যান পঙ্গু, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে, হেলগা জানতো না।   দুঃখ পেল সে।

প্রথম দর্শনেই তারা পরস্পরকে চিনতে পারে।   ক'দিনের মধ্যেই আবার ওদের দেখা হল।   অসম বয়েসী হলেও প্রেম ওদের গ্রাস করেছিল।

রোলফে—শর্ত আরোপ করে বলেছিল—তুমি যদি আমার সঙ্গিনী হতে চাও

তাহলে আমার বিশাল সম্পত্তির মালিক হতে পারবে। কিন্তু মনে রেখো আমাদের বিবাহিত জীবনে যেন তৃতীয় পুরুষের আবির্ভাব না ঘটে। তাহলে তোমাকে আমি ডিভোর্স করবো।

হেলগা সেটা শান্ত মনে মেনে নেয়। তাদের বিয়ে হল। প্রথম বছরটা দারুণ কেটেছে, অপূর্ব ফ্লোরিডা প্রাসাদে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে দিয়ে তারা শুধু শরীর নিয়ে খেলেছে। তারপরে হেলগা ধীরে ধীরে তার পুরুষ বন্ধুদের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। এবং এর পর থেকেই শুরু হল তার সমস্যা।

মিলান শহরেব এক ইতালীয় ওয়েটার তার প্রথম বিভ্রম ঘটিয়েছিল। তারপর শুরু হল হেলগাব যৌন অভিযান। অসাধারণ উচ্চতা-সম্পন্ন পুরুষদের সে বেছে নিত সঙ্গী হিসেবে। তবে এ ব্যাপারে দারুণ সাবধানী ছিল সে, কখনো ফ্লোরিডাতে কিছু কবেনি।

ঐ ঘটনাগুলো ছাড়া হেলগা ছিল একান্ত অনুগতা স্ত্রী। স্বামীর ক্রম-বর্ধমান ব্যবসাতে সে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল।

ঐ ছেলেটিকে নিজের ফেলে আসা জীবন কাহিনী-শোনাতে উদগ্রীব হল হেলগা। হয়তো ছেলেটির বন্ধুত্বপূর্ণ আচবণ বাড়তে পাবে। হয়তো সে সমব্যথী হতে পারে।

আমার স্বামী পঙ্গু।

কথাটা হঠাৎ ছুঁড়ে দিল হেলগা।

তাতে কি হয়েছে?

আমি একা হয়ে পড়েছি।

ম্যাডাম, তোমার চোখ বলছে যে তুমি অতটা একা নও।

হেসে হেলগা বলে—ঠিক নরী।

এখন আমি আর নিঃসঙ্গ নই। তুমি কি আমাকে পছন্দ করছো?

কেন করবো না?

ছেলেটির বলার ভঙ্গিমাতে হৃদস্পন্দন দ্রুততর হল হেলগার।

তুমি কি কাউকে বিয়ে করবে বলে ভাবছো?

তাই ভাবতে হচ্ছে, বিশেষ করে আমার বৃদ্ধ বাবার অনুরোধ।

কোন মেয়েকে তুমি ভালোবাসো?

না।

তবে ?

অনেক মেয়েই তো আছে।

ছেলেটি তার কুমারত্ব হারিয়েছে, তা হারাক। অভিজ্ঞতা পেয়েছে তো, তাহলে স্ত্রীকে তৃপ্ত করতে পারবে।

লরী কি বইপত্র পড়তে ভালবাসে? উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনে? রাজনীতিতে কোন আগ্রহ আছে তার? টিভিতে সেকি ফিল্ম দেখে?

হেলগা কিছুই জানে না, সে শুধু জানে যে লরী হল সুঠাম দেহের দারুণ ছেলে। হেলগার চাহিদা সে পূরণ করতে পারবে।

বাসেল যাবে? সুইজারল্যাণ্ডে?

হঁ্যা।

গলার শব্দটা হঠাৎ যেন বদলে গেছে লরীর। সে বেশ গম্ভীর হয়ে বলে—ম্যাডাম।

আমারও একটা গভীর সমস্যা আছে। আমি আমার পাশপোর্ট হারিয়েছি।

রিপোর্ট করেছিলে?

না।

হেলগা ভাবতে বসে। জার্মান পুলিশরা তাদের ছেড়ে দিলেও সুইস পুলিশ ছাড়বে না।

আগে বললে না কেন? আমি তোমাকে বনের আমেরিকান দূতাবাসে নিয়ে যেতাম।

কিছু দরকার নেই। আমি তোমার মোটরের ব্যাক কেরিয়ারে বসে যেতে পারি। গাড়ি চালিয়ে গেলে ওরা কেউ সন্দেহ করবে না। তুমি বলো যে আমাকে সাহায্য করবে? করবে, না?

হেলগা ভাবল, লরীকে হারালে সে কিছু হারাবে কি? লরী সঙ্গে থাকলে অনেক বিপদ। তবু সে বেছে নিল শেষেরটাকেই।

লরী পেছনের কেরিয়ারে উঠে বসে, ঢাকনা ফেলে দিল, হেলগা চালাতে শুরু করে।

দুই

জার্মান সীমান্তের কয়েক কিলোমিটার দূরে হঠাৎ নেমে এল অন্ধকার। প্রচণ্ড তুষার ঝরছে, কুড়ি মিটার দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না।

সামনে দাঁড়ানো গাড়ীগুলোর মাথায় বরফের আচ্ছাদন। হেলগা ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল, ঐ দুর্যোগে সীমান্ত রক্ষীদের কাজে গাফেলতি হবেই।

সীমান্তে পেঁছে সে চিহ্ন দেখতে পেল, বরফ সবকিছু ঢেকে দিয়েছে। হেলগা জার্মান রক্ষীকে দেখল। লোকটি তাকে হাত নাড়ল, হেলগা পাশপোর্ট দেখালো।

আপনার কিছু বলবার আছে ?

ব্যাক কেরিয়ারে পাশপোর্ট বিহীন যুবককে নিয়েও মাথা নাড়ল হেলগা, গার্ড তাকে যাবার অনুমতি দিয়েছে। কিছু দূর গিয়ে রাস্তাব ধারে গাড়ীটা থামাল। নেমে পড়ল, ঘন অন্ধকারে শুধু ঝুরঝুরু তুষারপাত। সে তাড়াতাড়ি ঢাকনা খুলে বলল—বেরিয়ে এসো। তুমি চালাও, আমি বলছি কোথায় যাব।

কি ম্যাডাম, কোন অসুবিধে হল ?

তুমি যে ঠাণ্ডাতে জমে গেছ।

হাত দিয়ে স্পর্শ করে অনুভব করে হেলগা। দারুণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দেহ। ওরা উষ্ণ বাতাস ভরা রেষ্টুরেণ্টে ঢুকলো।

তোমার কাছে তো পাশপোর্ট নেই, তুমি কি করতে চাও ?

আমি নতুন পাশপোর্ট করবো।

হেগলা সোনালী শিগারেট ধরালো।

ম্যাডাম, পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

খুব শান্তভাবে লরী বলল।

কেন ?

হেলগা যেন একটু উদ্বিগ্ন !

আমি একটা দাঙ্গাতে জড়িয়ে পড়ি। পুলিশ এলে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছিলাম। ওরা আমার পাশপোর্ট রেখে দিয়েছে।

তার মানে তোমার সঙ্গিনী ওটা চুরি করেনি ?

না, সে বাকী সব নিয়েছে।

লরী, তুমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতো যে, সব সত্যি বলছো ?

অদ্ভুতভাবে হাসল লরী। বলল—ঈশ্বর ?

আমি কি ভগবানে বিশ্বাস করি ? শোনো, আমার কাছে জাল পাশপোর্ট আছে। এই দেখো, এটা আনতে তিন হাজার ফ্রাঁ খরচ হয়েছে।

হেলগা ছবিটি দেখলো। প্রশ্ন করলো—লোকটি কে ?

ম্যাক্স, ভনের বন্ধু। শোনো, আমি একটা চাকুরি পেয়ে যাব। তোমাকে এর মধ্যে জড়াতে চাই না। যদি তুমি সত্যি আমাকে সাহায্য করতে চাও তো তিন হাজার ফ্রাঁ দাও।

ঠিক আছে, টাকাটা আমি দেবো। তবে তোমাকে কথা দিতে হবে যে আর কিছু লোকসান করবে না।

ওয়েটার তাকে পথের মানচিত্র এনে দিল। ওরা গাড়ীতে চড়ে বসলো।

বিরাট মাঠের মধ্যে ম্যাক্সের একতলা বাড়ী। নেমপ্লেটের দিকে তাকাল হেলগা।

আর ম্যাডাম, আমি বলছি না যে এটা আমার ব্যাপার।

শোনো এখন আর তর্ক কোরো না। আমরা ভাগ্যটাকে একসঙ্গে বেঁধে ফেলেছি।

হেলগা বেল বাজাল। কিছুক্ষণ বাদে খর্বাকৃতি একটি লোক দরজা খুলে দিল। লম্বা করিডরের শেষপ্রান্তে একটিমাত্র অনুজ্জ্বল হলুদ আলো যেটা ছায়ার সৃষ্টি করেছে।

কে এসেছে ?

ম্যাক্সের গলার স্বরে ভৌতিকতা।

মিস্টার ম্যাক্স !

আমি বলছি, তোমরা কারা ?

লরী আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। লরী ঘুরে দাঁড়াল, তার পোষাকে তুষারকণা। সে গম্ভীরভাবে বলল—ভন স্মিথ আমাকে আসতে বলেছে।

ঠিক আছে, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

ওরা ভেতরের ঘরে ঢুকলো। প্রাচীন আসবাব দিয়ে সাজানো ঘরটি। বেশ উষ্ণতা ভরা। টেবিলে রয়েছে রুপোর তৈরী মূর্তি।

লোকটির বয়েস ষাটের কোঠায়। মুখে তার অভিজ্ঞতার তীব্র বলিরেখা, যেন ধূর্ত শৃগালের মত, ধূসর চুলে লড়াই-এর চিহ্নআঁকা। পোলো খেলার সবুজ সোয়েটার আর সবুজ ট্রাউজার্স পরা লোকটিকে মোটেই সৌখিন মনে হচ্ছে না।

রাঁণ যে তোমাকে আসতে বলেছে তার কোন প্রমাণ আছে?

রাঁণ এখন জেলে।

আমি কাগজে পড়েছি। তুমি কি তাকে আঘাত করেছো?

না, এখন আমি পাশপোর্ট চাই।

ম্যাক্স হেলগার দিকে তাকিয়ে তার চাপা যৌনতাটুকু উপভোগ করে বলে—তুমি কার বন্ধু হতে চাও, সুন্দরী?

যে আমাকে টাকা দেবে।

সহজ কণ্ঠে হেলগা বলে। ম্যাক্স জেগে ওঠে, মেয়েটির সংলাপ তার ভালো লেগেছে। লরী পকেট থেকে মুখ বন্ধ খাম বের করলো।

ফটোগ্রাফগুলো এনেছো?

সব কিছু আছে।

সাড়ে চার হাজার ফ্রাঁ। টাকাটা এখুনি চাই।

রাঁণ বলেছে দামটা তিন হাজার।

লরী তৎক্ষণাৎ বলে। ম্যাক্সের নোংরা হাত হতাশাতে আন্দোলিত হল।

হতভাগ্য রাঁণ, যে দাম বাড়ার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছিলো না!

রাঁণ এর বেশী দিতে বারণ করেছে।

তাহলে এবার বিদায়, রাঁণর সঙ্গে দেখা হলে আবার এসো।

আমি পাশপোর্ট এখুনি চাই, তিন হাজারেই দিতে হবে।

লরী অধৈর্য্য হয়ে বলল।

ঠিক আছে, শুধু তোমার জন্যই ঐ দামেই দেবো। টাকাটা আগে চাই।

লরী হেলগার দিকে দেখল, হেলগার চোখে আশ্বাস।

আমি আপনাকে দামটা দেবো। হেলগা চেয়ারে বসে পড়ে বলে। হেলগা বুঝতে পারছে যে অজানা ঐ ছেলেটির প্রতি আকর্ষণ তাকে বিপদের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, প্রথম থেকেই তুমি আমার উপকার করে আসছো।

ঠিক আছে, আমরা তো বন্ধু তাই না?

হেলগার ঠোঁটের কোণে আলতো হাসির ছোঁয়া, সে বাইরে গেল।

পথের শেষে ব্যাঙ্ক, ওখান থেকে চেক ভাঙিয়ে পাঁচ হাজার সুইস ফ্রাঁ নিল। বাঁদিকে তার মারসিডিজ দাঁড়িয়ে আছে। ম্যাক্সের দরজাতে ধাক্কা দিল হেলগা। লরী খুলে দিল।

আর কতটা সময় লাগবে?

আমি ঠিক জানি না, ম্যাডাম।

হেলগা তার ঘড়ির দিকে তাকাল, তিনটে বেজে পনেরো। সে এখন উষ্ণ গরমে স্নান করে চাইছে নিঃসাড় ঘুম। এখন তবে হোটেলে ফিরতে হবে। কাঁপা হাতে সিগারেট ধরালো হেলগা।

লরী তোমাকে টাকা দিচ্ছি, তুমি পছন্দ মত কেনাকাটা করো, আমি একটু বিশ্রাম নিতে চাই।

লরী চলে গেল। স্তব্ধ মৌনতার মাঝে হেলগা একা। দরজাটা খুলে গেল, তার সামনে ম্যাক্স এসে দাঁড়িয়েছে।

লরী কোথায়?

বাইরে গেছে, এখুনি আসবে।

কাজটা শেষ হয়েছে।

দেখি, আমি দেখি।

শিশুর মত কৌতূহলে হেলগা বলে, পাশপোর্টটা আসলের মত। একটু ছেঁড়া আর নোংরা। লরী সিনক্লিয়ারের নাম লেখা। পেশা ছাত্র। ছবিটা আবছা হলেও স্ট্যাম্পটা দারুণ। ঠিক যেন আসল।

কায়দা বলতে পারো। তিন হাজারের চেয়েও দামী। আরো পাঁচশো দাও।

হেলগা উদাসীনভাবে ব্যাগ খুলে তিন হাজার বের করে টেবিলে রাখল, তারপর পাশপোর্ট ব্যাগে তুলে বলল—বেশী চাইলে লরীর সঙ্গে কথা বলো, কেমন!

ম্যাডাম, নীচ মন জন্ম নেয় নীচ প্রবৃত্তি থেকে।

বাজে বকো না, তোমার কুশ্রী মুখ বন্ধ কর।

লোকটা বিশ্রীভাবে হাসল, যেন চোখ দিয়ে লেহন করলো হেলগার গোটা দেহ। তারপর বলল—আমি তোমাকে সাবধান করে গেলাম।

ম্যাক্স চলে যাবার পর কিছুক্ষণ রেগে বসে রইলো হেলগা। কুড়ি মিনিট

বাদে ফিরল লরী।

আমি গাড়ীটাকে আরও কাছে এনেছি। এটুকু স্বাধীনতা নেবার জন্য ক্ষমা চাইছি।

কি করে আনলে? আমি তো চাবি দিয়েছি।

ম্যাডাম, অপরের গাড়ী চালানো আমার অভ্যেস।

হেলগা বুঝতে পারলো যে তার সঙ্গীটি সাংঘাতিক। ওরা পেঁছিল হোটেলে।

সারা পথে মাঝে মাঝেই হেলগার রক্ত ছলকে উঠছে।

আগুলন হোটেলের ম্যানেজার ফকের সঙ্গে হেলগার দেখা হল। ম্যানেজার তাকে চেনে, আর সম্মান করে দামী খদ্দের বলে। ফক তাকে সব সেরা ফ্ল্যাটটি দিল।

হেলগা অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলো। দেহের প্রতিটি কোষে কোষান্তরে সে যেন সুখানুভূতি লাভ করলো। তারপর নিজেকে শুকিয়ে নিয়ে ডিভানে মেলে দিল তার দেহটাকে। ওপরে একটি মাত্র আবরণ। তার পা ছড়ানো ভরাট দুটি স্তনে হাত বোলালো সে। ভাবল, যদি লরী এসে তাকে মুক্তি দেয়।

উত্তেজক স্বপ্নের কথা ভাবতে ভাবতে চোখ বন্ধ করল হেলগা।

সাড়ে সাতটাতে ঘুম ভেঙে গেল দরজায় টোকার শব্দে। লরীর কথা চকিতে মনে পড়ল তার। দরজাটা খুলতেই ওয়েটার। হাতে ধরা মদের বোতল সে নীরবে রেখে দিল। তার বিরক্তি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সে টেলিফোন তুলেই বলে—ম্যাডাম বলছি, আমার সঙ্গীটি কোথায়?

সে পাঁচশো নম্বর ঘরে আছে। অন্যদের সঙ্গে ডিনার খাবে।

রিসিভার নামিয়ে দিল হেলগা। কথাগুলোর মানে সে বুঝতে পারছে না। নিজেকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে আয়নাতে দেখলো, এখনো শরীর নিয়ে অহংকার করতে পারে সে। তেতাল্লিশ বছর বয়সেও পুরুষ পতঙ্গ তার আগুনে পুড়বেই। ককটেল পার্টিতে ফক তার জন্যে অপেক্ষা করছিল, শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে দিতে তার সঙ্গে এলোমেলো কথা বলল হেলগা। তারপর নিজের ঘরে ফিরে নিজেকে একেবারে উলঙ্গ করে টেলিফোন করল।

পাঁচশো নম্বর ঘরে লাইনটা দাও।

একটু অপেক্ষা কর ম্যাডাম।

মেয়েটি দীর্ঘ সময় নিয়ে দুঃখিত কণ্ঠে বলে লাইন কেউ ধরছে না। ধরছে

না, দশটা বেজে পঁয়ত্রিশ কি ঘুম লেগেছে লরীর চোখে ?

হেলগা বুঝতে পারলো যে তার যৌন আকাঙ্খা ধীরে ধীরে বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ফোনটা বেজে ওঠে। হেলগা কানে তুলে নিল।

ম্যাডাম তোমার সঙ্গীটি এক ঘণ্টা আগে চলে গেছে।

চলে গেছে!

অস্ফুট উচ্চারণ করে হেলগা জানলার পাশে দাঁড়াল। তুষার থেমে গেছে, ট্রাম চলছে। ফারের কোট ঢাকা মানুষ চলেছে ব্যস্ত পথে। বিছানাতে শুয়ে পড়ল হেলগা।

হতাশা তাকে গ্রাস করতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন

সকাল আটটাতে ঘুম ভেঙেছে হেলগার। ফোন করে কফি আনতে বলে দিল। তার সঙ্গী কোথায় সে জানে না। হয়তো বা মোটর নিয়ে চলে গেছে।

দু'কাপ কফি শেষ করে তার প্রসাধনের সবকটি অস্ত্র ব্যবহার করে আয়নাতে মুখ দেখল হেলগা। দরজাতে করাঘাতের শব্দ। হেলগা খুলে দিল, ম্যানেজার ঢুকেছে।

আপনার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, ম্যাডাম।

এলিভেটারে চড়ে নীচে নামল হেলগা। ক্লার্ক বিল নিয়ে বসে আছে। একটা বিষয় দেখে চমক ওঠে সে।

ম্যাডাম, আপনার সঙ্গীটি হামবুর্গে ফোন করেছিল।

পনেরো ক্রা, হেলগা ভাবে দীর্ঘ সংলাপের দাম। হেলগা তার মারসিডিজে চড়ে বসে। লরী পাশে দাঁড়িয়ে আছে হেলগাকে দেখে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি মেলে দিল।

সুপ্রভাত, ম্যাডাম।

কাল রাতে কোথায় ছিলে?

আমি একটু শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম।

জুরিখ যাব। পথটা চেনো তো?

সোজা গিয়ে ডানদিকে বাঁকতে হবে, তারপর সুড়ঙ্গ পথে পার হতে হবে।

ঠিক আছে চালাও।

লরী উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলল। বারে বারেই তাকে সতর্ক করছে হেলগা।

রণ কেমন আছে?

পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে।

পরের কথাটুকু দারুণ বিপজ্জনক। দশ কিলোমিটার দূরে সার্ভিস স্টেশনে আমি ড্রাইভারের সীটে বসবো।

ঠিক আছে ম্যাডাম।

সার্ভিস স্টেশনে পেট্রোল ভরে নিল।

লরী তিরিশ ফ্রাঁ দাম দিয়ে দাও।

আমার কাছে তো অত টাকা নেই। হেলগা ব্যাগ খুলে টাকাটা দিয়ে দিল।

আমি তোমাকে তিনশো মার্ক দিয়েছিলাম। লাঞ্চ খেতে কুড়ি মার্কের বেশী লাগতে পারে না। বাকীটা কোথায় গেল ?

আমি হারিয়ে ফেলেছি, ম্যাডাম।

লরী, বোকার মত কথা বলবে না, সত্যি বলো কি ভাবে খরচ করেছো ?

ম্যাডাম, আমি কাল রাতে—

তুষারের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে মেয়ে ধরতে গিয়েছিল ?

আমি কাফেতে যাই। ওখানে একটি রমণী বসেছিল। সে আমাকে তার বান্ধবীর কাছে নিয়ে যায়। আমার আর কিছু বলবার নেই।

মাউণ্টেন রোড দিয়ে হেলগা চলেছে বেলে হোমার পার্বত্য পথে।

হেরম্যান রোলফে শীতকালে একমাস সুইস দেশে কাটাতে ভালবাসে। তুষার ঢাকা পর্বত আর নীল আকাশ তাকে আকর্ষণ করে। কাসটা বেনোলাতে সে চারটি বেডরুমের ভিলা কিনেছে।

প্রতিবছর ফেব্রুয়ারীতে হেলগা এখানে আসে। তার সঙ্গে আসবে নার্স হিংকল। তিনদিনের মধ্যে হেলগা ঐ লোকের কাছে পেঁাছে যাবে। ইডেন হোটেলে থাকবে হেলগা। তিনটি দিন ওকে উষ্ণতা দেবে লরী নামের ঐ ছেলেটি। এখানে কেউ ভ্রূ তুলে তাকাবে না, অথবা অসমবয়সী দুটি মানব-মানবীর অভিসার দেখে চোখ তুলবে না।

লরী কি এই মুহূর্তে বয়েসী রমণীকে আদর দেবে ?

লরী, তুমি কি করতে চাও, জানাও।

আমি চাকরী খুঁজছি।

তোমাকে তো পারমিট আনতে হবে।

আমার মনে আছে।

আমি তোমাকে কিছু টাকা ধার হিসেবে দিতে চাই। তুমি চাকরী পেলে শোধ দিও।

ঠিক আছে ম্যাডাম, আমি তোমার প্রস্তাব মেনে নিচ্ছি।

এরপর তাদের কোন কথা হল না। তারা লেকের ধারে চলে গেছে।

লরী, তুমি আমার বাড়ীতে থাকতে পারো। লরী বিশাল করতল দিয়ে চাপড় মারলো নিজের উরুতে।

বাঃ, আমি তো দারুণ ভাগ্যবান ছেলে।

তুমি খুশী হলে আমি খুশী হব।

আমি ভাবতে পারছি না, আমি এমন জায়গায় শুতে পারবো।

তুমি আমার সঙ্গে শোবে? কথাটা মনে মনে বলে, জোরে বলে—তোমাকে ভাবতে হবে না।

বিরাট বিছানাতে ছড়ানো হেলগার নগ্ন শরীর। ঢাকা দেওয়া বুক আর নাভি, অনাবৃতা হাত আর পা। বয়েসটা যেন এক লহমাতে পনেরো বছর কমে গেছে।

লরী অবাক হয়ে গোটা প্রাসাদ ঘুরে ঘুরে দেখল। টেলিফোন তুলে লরীকে ডাকল হেলগা।

ইয়া, ম্যাডাম।

নীল আলোতে পথ চিনে আমার কাছে এসো।

আসছি ম্যাডাম।

নীল আলোগুলো জেবলে দিল হেলগা। লরী যেন জানোয়ার, তার যৌন ক্ষুধা মেটাতে এগিয়ে আসছে। পায়ের শব্দ শুনতে পেল হেলগা।

লরী সামনে দাঁড়িয়ে ঘন-স্যুটে সাদা কোট আর কালো টাই পরা।

ঢাকনাটা সরিয়ে দিল হেলগা, ওটা কি খুব বেশী স্বচ্ছ? লজ্জা শব্দটার প্রতি কোন আকর্ষণ আর নেই।

লরী এসো, দরজাটা বন্ধ করে দাও। লরী দরজা বন্ধ করে দিল। চোখে তার ঝিলিক দিচ্ছে।

তুমি কি আমাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছো?

নাহ, ম্যাডাম।

লরী যেন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত।

তোমার বড্ড বেশী পোষাক, ওগুলো খুলে দাও।

খুলছি ম্যাডাম।

ঈশ্বরের দোহাই, তুমি তো ছেলে মানুষ নও। হেলগার মসৃণ আঙুল তার শার্ট খুলে দিল।

আমি কি তোমাকে দেখতে পারি? হেলগা আরও একটু শরীর খুলে দেখল।

ওহ ম্যাডাম! ট্রাউজারের জিপ খুলে দিচ্ছে হেলগা।

তখনই গোটা ভিলাতে নেমে এল অন্ধকার। লরী যেন কোন সুইচে হাত দিয়েছে।

কি ঘটলো? হেলগা প্রশ্ন করে।

আমি কিছুতে হাত দিয়েছি। দেখছি কি করা যায়।

ততক্ষণে লরী অনেক দূরে চলে গেছে। তুমি ফিরে এলে আমি তোমাকে ভালবাসা শেখাবো। অন্ধকারে লরী যেন কোথায় হেঁটে চলেছে।

দরজা খুলে হেলগা চীৎকার করে বলে—লরী এখানে এসো, আমি দাঁড়িয়ে আছি।

নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার তাকে গ্রাস করেছে। কোন মতে নিজের রাগটাকে দমিয়ে রাখলো হেলগা। শৈত্য তাকে অবশ করে দিচ্ছে। লরী কি তরুণী মেয়েদের পছন্দ করে? বয়েসী রমণীর প্রতি উদাসীন থাকে সে? কোথায় গেল লরী? সে কি নিজেকে হত্যা করেছে, নাকি বিদ্যুৎ তারে মরে গেছে?

অন্ধকার আর শৈত্য তাকে চিনচিনে অনুভূতি দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

বোকা ভালো মানুষ, ধূর্ত চতুর ছেলেটা কোথায় যে পালিয়েছে। আঙ্গুল কামড়ে দিতে ইচ্ছে করছে হেলগার। ঐ বোকাটার জন্যে অনেক খরচ করেছে সে, শুধু শারীরিক তৃপ্তির জন্যে। কিছুই পায়নি বিনিময়ে।

গোটা প্রাসাদটা ঘুরে ঘুরে দেখলো সে। ইডেন হোটেলে ফোন করলো হেলগা।

রিসেপসন ম্যানেজার তাকে স্বাগত জানালো।

ম্যাডাম রোলফে আমি সুন্দর ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করেছি।

ফোন ছেড়ে দিল হেলগা। কাছেই কোথাও যেন পায়ের শব্দ হচ্ছে। কেউ কি তার প্রাসাদে আচম্বিতে প্রবেশ করেছে? ভয়ের তীব্র অনুভূতি তাকে গ্রাস করলো। হেলগা বেডরুমে ঢুকে তুলে নিল তার পিস্তলটা।

সেটা হাতে রেখে পা মেপে মেপে হাঁটল সে। লোকটাকে সে দেখতে পেল না, কিন্তু তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছে।

কোন কিছুর নিশানা করে বুলেট ছুঁড়লো হেলগা। নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায়। অথচ কারুর আর্তনাদ নেই।

সুটকেশটা হাতে নিয়ে মারসিডিজের দিকে এগিয়ে গেল হেলগা।

চার

ইডেন হোটেলের বিলাসবহুল স্যুইটে বসে হেলগা ফোনের শব্দ শুনতে পেল।

তুমি কি হেলগা ?

জ্যাক কি খবর ?

তুমি বন থেকে ভালোভাবে এসেছো তো ?

নাহ, পথে দারুণ তুষার পড়েছে। তুমি কোথায় ?

বারে বসে আছি, আমরা একসঙ্গে ডিনার খাবো।

ঠিক আছে আমি সময়মত যাবো।

পাঁচ বছর আগে আরচার ছিল চলচ্চিত্রের সুদেহী নায়ক। ছ' ফুটের ওপর লম্বা [illegible]ক সুপুরুষ। ডিনারে দেখা হল তাদের। ভোডকা আনতে বলে কথা শুরু হল তাদের।

হেরম্যানের খবর কি ?

একই রকম, সর্বদা ব্যস্ত।

ওর জন্যে কষ্ট পেওনা। এসো আমরা কাগজ-পত্র নিয়ে বসি।

হেলগার সব মনে আছে। জ্যাক শেয়ারের কাগজপত্র খুলে বসলো।

জ্যাক একটা কাগজ পাচ্ছি না—জেনারেল মোটরস।

বাঃ তোমার তো দারুণ স্মরণশক্তি। সত্যি ওটা হারিয়েছে।

কিছুক্ষণ ওদের আলোচনা হল। মাঝে মাঝে সিগারেট ধরাচ্ছে হেলগা। জ্যাক সিগার ধরাল।

পুরো ঘটনাটা বলে দিল হেলগা। সব শুনে জ্যাক বলে—লরী ছেলেটাতো বেশ। তাই না ?

আবার আলোচনাতে বসেছে তারা। সাবধানে জ্যাক বলে—দেখো হেলগা, আমরা দু'জনেই এই ব্যাপারে জড়িয়ে আছি। আমি হলাম চোর, তুমি এক

রঙ্গিনী। যে কেউ বিশ্বাস ভাঙলে, হেরম্যান দু'জনকেই শায়েস্তা করবে। তুমি হারাবে ষাট মিলিয়ন ডলার আর আমি যাব জেলে। তাই আমাদের পার্টনার থাকতেই হবে।

তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছ ?

জ্যাক একটি খাম সামনে ফেলে দিল।

এটা দেখো।

হেলগা শক্ত হাতে খামটা তুলে নিল। অনেকগুলো ছবি, নিজের ভাবান্তর ঘটতে দিল না হেলগা।

তার ছবি, নগ্না ও নানা ভঙ্গিতে কামচঞ্চলা। বিছানাতে শুয়ে আছে, তার হাত লরীর ট্রাউজারের জীপে। রক্ত ছলকে ছলকে ওঠে, শান্তভাবে খামটি টেবিলে রেখে দিল হেলগা।

চোর, খুনে, বদমাইশ। আমি তোমাকে চিনতে পারলাম।

লোকটি হাসে, হাল্কা হাসি।

আমি তো নিজেই ঐ সব নামে ডেকেছি।

ছবিগুলো কি ভাবে পেলে ?

সত্যি তুমি জানতে চাও ? শোনো, আমি ঐ ভিলাতে ক্যামেরা বসিয়ে রেখেছিলাম। লরী সুইচ টিপে সব চালু করে দিয়েছে।

আর একবার চমকে গেল হেলগা।

তুমি ইলেকট্রিসিয়ানকে রেখেছিলে আমাকে ব্ল্যাকমেল করবার জন্যে ?

লক্ষ্মী মেয়ে কিছু ভেবো না। তাকে প্রচুর অর্থ দেওয়া হয়েছে।

ছবিগুলো কোথা থেকে ডেভলপ করলে ?

আমার নিজের ডার্করুম আছে। তোমার কোন ভয় নেই ডালিং।

লরী ?

ছেলেটি আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

প্রথম থেকেই আমি ঠিক করি যে ওকে কাজে লাগাতে হবে।

লরীর যৌবনকে টোপ ফেলে তোমাকে গাঁথা হল।

বেডরুমের ব্যাপারে অবশ্য আমি জুয়া খেলেছি। তুমি তো ওকে বসবার ঘরে ধর্ষণ করতে পারতে। আমি জানতাম যে তোমার বেডরুমের প্রতি দুর্বলতা আছে। তাই ক্যামেরা ঐ ঘরে রাখি। আর কিছু শোনবার আছে ?

আমি বিনিময়ে কি পাবো ?

মনে রেখো ছবিগুলো নিরাপদে থাকবে। কেননা তুমি ধরা পড়লে আমিও বিপদে পড়বো। যতদিন হেরম্যান বাঁচবে ততদিন আমরা একসঙ্গে থাকবো।

নেগেটিভগুলো কোথায় ?

আমি ব্যাঙ্কের লকারে রেখেছি। আমার মৃত্যু না হলে খোলা হবে না। তবে তুমি যেন আমায় হত্যা করার চেষ্টা করো না। তোমার বন্দুকের শব্দ আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ করেছিল।

তাহলে তোমার পায়ের শব্দ আমি শুনেছিলাম।

হ্যাঁ, তুমি যখন লরীর খোঁজ করছিলে, আমি তখন ক্যামেরা নিয়ে আসি।

তোমার মৃত্যু হলে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ঐ ছবিগুলো নিয়ে কি করবে ?

আমার শর্তাবলী লেখা আছে। আমি তোমাকে বলতে চাইনা হেলগা। তুমি হলে সাংঘাতিক স্বভাবের মেয়ে।

ঠিক আছে, আমি তোমার ওপর বিশ্বাস রাখছি।

তাহলে কাজ শুরু হোক, আমি কাল সন্ধ্যেতে চলে যাবো।

বেশ, কাল তিনটে নাগাদ আমাকে ভিলাতে ফোন করো। আমি আমার সিদ্ধান্ত জানাবো। হেলগা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সিগারেট ধরিয়ে পুরো ঘটনাটা ভাবতে চেষ্টা করে হেলগা। বিশ্বের অন্যতম ধনীর স্ত্রী হবার মধ্যে আনন্দ আছে কি ? মনে মনে প্রশ্ন করে। চার বছর ধরে যে সমস্যাটা তার সামনে এসে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, অবশেষে সেটা তার সামনে।

অনেকক্ষণ এলোমেলো ভেবে আলোটা নিভিয়ে দিল হেলগা। তিনটি ঘুমের বড়ি খেয়ে নিল, এবার বেশ ঘুম চাই তার।

বেলা দশটা নাগাদ হেলগা নিজেকে তৈরী করে নিল। ঘুম ভাঙলেও তন্দ্রা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পোস্ট অফিস থেকে চিঠিগুলো নিল সে। ভিলাতে ফিরল গাড়ী চালিয়ে।

বসবার ঘরে ঢুকতেই হৃদপিণ্ড দ্রুত লাফিয়ে ওঠে। দেয়াল জোড়া আয়নাতে যে প্রতিবিম্ব সেটা তার ভীষণ চেনা।

মাথায় টুপী ঐ ছেলেটি হল লরী।

অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে হেলগা চীৎকার করে বলল—বেরিয়ে যাও শয়তান।

ম্যাডাম, আমার কথা শোন, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

আজ আমি কিছু শুনবো না। তুমি চলে যাও।

বিশ্বাস কর, ঐ মোটা লোকটা আমাকে পনেরোশো ডলার দিয়েছে। টাকার লোভে আমি ঐ কাজ করেছি। রণিকে সব বলতে সে আমাকে ভীষণ গালা-গালি দিয়েছে।

বাঃ, জ্যাক, লরী, তারপরে রণি, সবাই তার বোকামির ঘটনা জেনে ফেলেছে।

শোন, আমি তোমাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করতে চাই। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো।

ঠোঁট উল্টে হেলগা বলে—আমি কোন কিছু বিশ্বাস করি না। তবে তোমাকে আমি কাছে রাখতে পারি।

হেলগা নিউইয়র্কে ফোন করল। অনেকক্ষণ বাদে নার্স হিংকল ফোন ধরল।

হ্যালো, আমি মিসেস রোলফে বলছি।

আমার স্বামীকে পেতে পারি?

উঁহু, উনি আলোচনাতে গেছেন। বলো কি করতে পারি তোমার জন্যে?

আমার ভিলাতে ইলেকট্রনিক তার খসে পড়েছে। ওটা সারাতে হবে।

ঠিক আছে আমি জানাবো। রাখছি, কেমন?

বাইরে মোটরের শব্দ শোনা গেল। দরজাতে কে যেন আঘাত করলো। হেলগা কথা বলছে না। আরচার যেন অভিশাপ দিচ্ছে।

বলো, মরে গেছে কিনা?

কে?

তোমার স্বামী।

আমি ফোন করেছি। আগামী সপ্তাহের আগে হিংকল এখানে আসবে না। কিছু শব্দ আসছে তার।

আরচারের মুখে সন্দেহের ছাপ।

হেরম্যান কি অসুস্থ না মরে গেছে?

জ্যাক, আমি কি বলতে পারবো?

জ্যাকের মুখে রক্ত আভা।

শোন, কুকুরীর বাচ্চা, তোমাকে আমি এক আঙুলে টিপে ফেলতে পারি।

জ্যাক, মনে রেখ পরিবেশ বদলে গেছে। আমি ষাট মিলিয়ন ডলার হারাতে

চলেছি, কিন্তু তোমাকে জেলে যেতে হবে।

হেলগা, তুমি ভালো মিথ্যে বলতে পারো। তবে আমাকে প্রতারিত করো না। আমি হেরম্যানকে ঐ খাম পাঠিয়ে দেব।

তাহলে তোমাকে জেলে যেতে হবে।

বোকা শয়তান, আমার হাতে আর কোন উপায় নেই।

তুমি সাহস পাবে।

অপেক্ষা করো তাহলেই দেখতে পাবে।

জ্যাক, তুমি কি ব্যাঙ্কে চিঠি লিখে জানাবে যে আমাকে সব ফটো পাঠাতে?

তার মানে এখন থেকে আমরা আর অংশীদার নই।

লরী ঘরে ঢোকে, তার হাত ঘুরছে, জীনের পকেটে হাত পুরে দিল সে।

কি মোটা, আমাকে চিনতে পারছ?

এখানে কি করছো?

লরীকে পাত্তা না দিয়ে আরচার বলে—হেলগা বলো তুমি কি করবে?

তুমি ব্যাঙ্কে চিঠি লেখ, এখনই।

তোমার চীৎকারে আমি ভয় পাইনা হেলগা।

লরী হঠাৎ আরচারকে আক্রমণ করল। আর্তনাদ করছে আরচার, দুজনের মারামারির শব্দ শোনা গেল। আরচার মাটিতে কাত হয়ে পড়েছে, আর তার ওপরে চেপে বসেছে লরী।

থামাও। থামাও। থামাও।

হেলগা চীৎকার করে বলে ওঠে। লরী তার দিকে অবাক চোখে তাকাল। চোখে কোন অনুভূতি নেই তার।

ও ঠিক আছে, ম্যাডাম।

ওকে একা রেখে দাও।

ঠিক আছে, এসো আরচার, ওঠো, তোমার কোন আঘাত লাগে নি?

আরচার কোনরকমে ওঠে, ভীষণ জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

হেলগা তাকাল, লরীর দিকে দেখল সে, যাও এখন বসে থাকো। তুমি চিঠিটা শেষ করো।

ভগবান! এর জন্যে তোমাকে আমি টাকা দিয়েছিলাম?

আরচার গোঙাতে গোঙাতে বলে। রুমাল বের করে মুখ থেকে রক্ত মুছল সে।

হেলগা টাইপ করতে বসল। লরী মুখে চুইংগাম ফেলে দিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে চিঠিটা শেষ করল হেলগা। সে লিখেছে—

ম্যানেজার, ভিলা হেলিয়স

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ডাইভ '১৯৭৬

লার্বজাগে—১০০৩

প্রিয় মহাশয়,

গতকাল আমি আপনাকে একটা খাম পাঠিয়েছিলাম যার ওপরে লেখা ছিল—আমার মৃত্যুর পরে খোলা হবে।

আমি এখন ঐ মুখ বন্ধ খামে আরও কিছু ভরে দিতে চাই। আপনি ওটি ফিরিয়ে দিলে খুশী হবো। আমার ঠিকানাতে রেজিষ্ট্রি করে পাঠাবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা নেবেন।

আপনার অনুগত—

জন লী আরচার।

জ্যাক—

জ্যাক নড়ল না, লরী চীৎকার করে।

মহিলা তোমার সঙ্গে কথা বলছে—বেজম্মার বাচ্চা।

সই করে দাও।

আরচার চুপ করে আছে।

ঠিক আছে আমি তোমার সই জাল করে দেবো। জ্যাক তুমি সই দিলে আমি ছবি ফেরৎ দেবো। তুমি ভেবে দেখো।

লরী আরচারের কাছে দাঁড়াল। সে যেন রাগে ফুঁসছে।

না, ওকে ধরো না, তবে একা রেখে দাও।

লরী কিছুটা হতাশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিল।

ম্যাক্স-এর কাছে যাবো?

কেন?

সই জাল করতে পারবে। টাকা পেলে ও সব কিছু করতে পারে।

ম্যাক্স কোন প্রশ্ন করবে না তো?

না, ম্যাডাম।

আমি খবরটা নিয়ে আসি।

লরী ঠিক মত যাও। সাবধানে থেকো, বেশী ঝুঁকি নিও না। এই নাও চিঠিটা, ম্যাক্সকে দেখতে দিও না। তলাতে ও সই করে দেবে। লরী, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

আজ রাত দুটো নাগাদ তোমার সঙ্গে দেখা করছি।

বিরাট জানলার সামনে দাঁড়াল হেলগা। হঠাৎ তার মনে হল সে যেন ভীষণ একা।

পাঁচ

কিছুক্ষণ হেলগা ভাবল। আরচার কি লার্ক জাগেতে ফিরবে? তার মনে পড়ল যে আরচার একটা এয়ার ট্যাক্সি নিয়েছে।

হেলগা টনি হেরম্যানকে ফোন করল। টনি হল ফ্লাইং ক্লাবের সেক্রেটারী। নিজের পরিচয় দিয়ে হেলগা বলে—মিস্টার আরচারের ফ্লাইট বাতিল করে দিও। বিশেষ কারণে সে যেতে পারবে না।

ঠিক আছে ম্যাডাম রোলফে। আমি পাইলটকে জানাবো।

স্বামীর কাছ থেকে টেলেক্স এলে যেন তাকে খবর দেওয়া হয়।

হেলগা অপেক্ষা করছে, সেন্ট্রাল পোস্ট অফিসে সে চিঠি ফেলে দেবে, আগামীকাল সকালের আগে ওটা পেঁছিবে না। আজ থেকে তিনটি দিন সে নিরাপদ।

এক মুহূর্ত বাদে সে বেটি ব্রাউনলোর সঙ্গে কথা বলল।

বেটি, আমি হেলগা বলছি।

হেলগা, কতদিন পরে তোমার গলা পেলাম। জ্যাককে তুমি দেখেছো? সেলুয়াগতে আছে।

হ্যাঁ, তাই আমি ফোন করছি। আমার স্বামী টেলেক্স করছে। জ্যাককে সে রোমে যেতে বলেছে। জ্যাক সমস্ত কাজ বাতিল করতে চায়। রবিবার রাতের আগে সে ফিরবে না।

ওকি রোমে চলে গেছে? কিন্তু ও কিভাবে গেল?

হেলগা যেন তার হৃদস্পন্দন হারাতে চলেছে।

কি বলতে চাও তুমি?

ও সঙ্গে পাশপোর্ট নেয়নি।

বোকা, নিজেকে অভিশাপ দিল হেলগা। সে কেন জুরিখ বলল না।

তুমি ঠিক জানো?

হ্যাঁ, তার পাশপোর্ট আমার ড্রয়ারে।

তাতে কিছু হবে না। সঙ্গে থাকলে পুলিশ কিছু বলবে না।

কি দরকার, আর ওর ঠিকানাতে ওটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ভগবান! হেলগা ভাবে বেটি কি একটু বোকা হবে না?

না, না, ওখানে দিও না। জ্যাক গ্রাণ্ডে যাবে না। তুমি এটা রেখে দিও, বুঝলে, এখন রাখছি। গুড বাই।

বেটিকে সে বোঝাতে পেরেছে। নিজেকে সুখী বলে ভাবল হেলগা। তিনটে বেজে পঞ্চাশ। সিগারেট ধরিয়ে টান দিল। আরচারকে বন্ধ ঘরে বন্দী রাখা হয়েছে। তবে ওখানে উষ্ণ করার যন্ত্র আছে। তার মানে সে শীতে জমে যাবে না।

আগামী বারো ঘণ্টা কিভাবে কাটল সেটা এখন ভাবছে হেলগা। আলো ও সূর্য ক্ষীণ হয়ে আসছে, পাহাড়ের বুক চিরে চোরা পথে নামছে আসন্ন অন্ধকার, তুষার আর ঝরছে না। হেলগা জানালা বন্ধ করে দিল। কিচেন থেকে কিছু খাবার বের করল হেলগা।

বন্ধ ঘরে আলোড়ন তুলছে বন্ধী আরচার। যদি সে ভেঙে বেরিয়ে আসে! প্রচণ্ড লাথি মারছে কাঠের দরজাতে। যে কোন মুহূর্তে ওটা ভেঙে পড়তে পারে।

আরচার, এমন শব্দ করছ লরী ছুটে আসবে কিন্তু। তখন আমাকে দোষ দিও না যেন!

বেজম্মা এখনও কি তোমার বিছানাতে আছে।

আঃ বাজে বকো না, চুপ কর। আরচার চুপ করে গেল। কোন শব্দ নেই। ইডেন হোটেলের রিসোপসন ম্যানেজার ফোন করেছে।

ম্যাডাম রোলকে, টেলেক্স এসেছে তোমার জন্যে।

ওটা পড়ে দাও।

মিস্টার রোলকে লিখেছে—সেন্ট্রাল হিটিং ব্যবস্থা রাতেই শেষ করবে। আমার ফ্লাইট ছেড়ে দেব, সময় হলে টেলিফোন করবে। হেলগা ভয়ে ছিটকে গেল।

দু'হাজার ডলারের বড় ঘড়িটা টিক টিক করে ওঠে। হেলগা তার ঘড়ির দিকে তাকাল। নটা বেজে পঁচিশ, ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে পাঠাল হেলগা। ইঞ্জিনিয়ার কাজ শুরু করে।

আরচার আবার উদ্দাম হয়ে উঠেছে। হেলগা আবার ভয় পেল।

ইঞ্জিনিয়ার বন্ধ ঘরের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

আমার একজন বন্ধু ওখানে কিছু করছে। ঠিক আছে ম্যাডাম, শুভ রাত।

দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে হেলগা দরজা ভাঙার প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেল। আরচার বেরিয়ে পড়েছে।

নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে হেলগার। তবু সে সবটুকু শক্তি সঞ্চয় করে বলে, এখুনি বেরিয়ে যাও। তা নইলে লরীকে ডাকব!

আমি জানি যে লরী এখানে নেই। তার মোটরের শব্দ আমি শুনেছি। দরজাটা খুলে দাও।

অসহায় হেলগা সামনের দরজাটা খুলে দিল। এখনো তিন চার ঘণ্টা আরচারকে আটকে রাখতে হবে। সেটা কি তার পক্ষে সম্ভব!

আরচার তাকে অশালীন গালাগালি দিয়ে চলেছে। তবুও টলছে না হেলগা।

হেরম্যান কাল সকালে জেনেভাতে আসবে। ওটাও সাংঘাতিক ব্যাপার। কেননা আরও তিনদিন তাকে আটকে রাখতে হবে।

এক খণ্ড কাগজে সে লিখল।

উষ্ণতা ব্যবস্থা কাজ করতে শুরু করেছে, কিন্তু এখনো পুরো ভিলটা বাষ্পের মত ঠাণ্ডা। একদিন দুদিন লাগবে উষ্ণ হতে মঙ্গলবার সকালে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুমি শুক্রবার জেনেভাতে আসতে পারো। আমি শনিবার তোমার সঙ্গে আগনেতে ঠিক সময়ে দেখা করছি। এখানে প্রচুর তুষারপাত হচ্ছে।

খবরটা আবার মন দিয়ে পড়ল হেলগা। ওটা হিংকলের হাতে পড়বে। তার মনের মত তৈরী করতে হবে।

ধ্বনি ওঠে বাতাসে, হেলগা···

পেছন ফিরে তাকাল হেলগা। গোঙাতে গোঙাতে কথাটা ভেসে আসছে।

আমার ট্যাবলেটগুলো দাও, আমি মরে যাব।

কোথায় আছে?

প্যাণ্টের পকেটে। তুমি তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।

কিছুটা সময় বাজে নষ্ট করে হেলগা বলে—খুঁজে পেলাম না।

দোহাই তোমাকে, আমার ট্যাবলেটগুলো দাও। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আমার।

যদি লোকটা মরে যায় তাহালেই বা কি ক্ষতি হবে হেলগার? কিন্তু লরী ফিরে দেখতে পাবে যে আরচার মরে পড়ে আছে। ঐ ভাবনাটাই হেলগাকে ভাবিয়ে তুলেছে। শুকনো ঠোঁটে জিভ দিল।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কি হতে মৃত লোককে চিঠি পাঠাবে? নাকি তার নির্দেশ মত কাজ করবে?

বন্ধ ঘর থেকে আরচারের গলা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে। তখনো শোনা গেল তার ব্যথাজীর্ণ কণ্ঠস্বর……হেলগা, ট্যাবলেটগুলো দাও……

কানে হাত চাপা দিয়ে হেলগা বেডরুমে গেল। বিছানাতে শুয়ে পড়ল সে।

ঘুমটা ভেঙে গেল হঠাৎ কোন শব্দে। তিনটে বেজে দশ। লরী কি ফিরে এল?

বেডরুম থেকে টলতে টলতে বাইরে এল হেলগা। ভয়ে ভয়ে বন্ধ ঘরের দিকে তাকাল। তারপর দরজাটা খুলে দিল। লরী সামনে দাঁড়িয়ে, মুখে চুইংগাম। নিঃশ্বাসের তরতাজা গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

ম্যাডাম, ওটা করেছি, তুমি ভেতরে চলো ঠান্ডা লাগতে পারে।

যেন প্রচণ্ড কাঁপছে হেলগা।

তুমি ঠিক আছো ম্যাডাম?

তোমাকে ফিরতে দেখে খুশী হলাম।

হেলগা নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না। প্রচণ্ড কান্নাতে ফুঁপিয়ে উঠে সে নিজেকে মেলে দিল লরীর দেহে।

মাই ম্যাডাম, কি ঘটেছে? ঐ সেলারে কোন গোলমাল? লোকটা কি পালিয়েছে?

হায় ভগবান……হ্যাঁ!

হেলগাকে কোলে তুলে নিল লরী, তাকে আলতো করে শুইয়ে দিল বসবার ঘরে।

লরী, আমার মনে হচ্ছে যে লোকটা মরে গেছে।

মরে গেছে?

হেলগা মাথা নাড়ল।

আরচার নাকি হার্ট এ্যাটাকে মরে গেছে।

সত্যি কি ও মরে গেছে?

যাও গিয়ে দেখে এসো।

নাহ্, মরা লোক নিয়ে আমি ভাবতে পারছি না।

চলো আমরা একসঙ্গে দেখে আসি। ও ব্যাপারে আমাকে নিঃসন্দেহ হতেই

হবে।

ওরা এগিয়ে চলে। করিডরে আলো জ্বলছে, নৈঃশব্দ ঘিরে রেখেছে গোটা পরিবেশ।

জ্যাক, তুমি এখানে আছো? হেলগা বলে। আরচারের কোন চিহ্ন নেই। বুকে যেন হাতুড়ি পড়ছে তার। লোকটা কোথায় পালাল?

দূরের ইস্পাত ঘরের মধ্যে লুকিয়েছে সে? হঠাৎ ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তেড়ে এল আরচার।

লরী। হেলগা চীৎকার করে।

আরচার মাথা নীচু করে আসছে। লরীর মুখে প্রচণ্ড লাথি মেরে বসল সে। লরী একটু দমে গেছে। লরী তাকে ধরতে উদ্যত হতেই হেলগা তাকে ঘিরে ধরে—ওকে ধরবে না।

আরচারের মুখ সাদাটে?

তোমার বন্ধুটি ফিরে এসেছে। ঠিক আছে আমাকে যেতে দাও।

আমি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি শোননি, আমি দুঃখিত।

আমি বুঝতে পারছি।

ঐ ঘরে চলে যাও। তুমি কিছু খেতে চাও?

আর দয়া দেখাতে হবে না!

লরী আর হেলগা পাশের ঘরে এল।

আমাকে যেতে হবে লরী। চিঠিটা ডাকে দিতে হবে। তুমি একা থাকবে, সাবধানে থেকো।

পথটা খুবই বিপদজনক। ঠিকমত যেও।

আমি না আসা অবধি ঘুমিও না। বন্ধ ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, আরচার কি বেরোতে পারবে?

না ম্যাডাম, তুমি চলে যাও। চিঠিটা ব্যাগে ভরে নিল হেলগা।

তাড়াতাড়ি ফিরবো।

ঠিক আছে ম্যাডাম।

হেলগা মোটর চালাচ্ছে। পনেরো মিনিট বাদে সেন্ট্রাল পোস্ট অফিসে পেঁছে গেল সে।

তুষার ঝরছে প্রচণ্ড জোরে। সিগারেট ধরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল, প্রায় চারটে বাজে। চিঠিটা ডাকে দিল হেলগা। তারপর ভিলাতে ফিরে এলো।

তুমি ফিরলে ম্যাডাম ?

হ্যাঁ আমি শুতে যাচ্ছি। গলার শব্দ যেন ভেঙে গেছে তার।

শুভ রাত, লরী, অনেক ধন্যবাদ।

উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো লরী। নিজের বেডরুমে ঢুকল হেলগা। ধীরে ধীরে সে নিজেকে উলঙ্গ করল। পাজামা পরে নিল। এত ক্লান্ত যে দাঁত মাজতে ভুলে গেছে। বিছানাতে শুয়ে সে আলোটা নিভিয়ে দিল।

অনেক বছর পর এই প্রথম সে প্রার্থনা করল। করতে করতে চোখে তার নেমে আসে অনন্ত ঘুম।

ছয়

আলতো করাঘাতে ঘুম ভাঙে হেলগার। দরজা খুলেই দেখে লরী পিলোতে বসেছে। রোদ এসে পড়েছে। নটা বেজে পনেরো।

কিছু কফি চাই। আমি আনবো ম্যাডাম।

বাথরুমে প্রবেশ করল হেলগা। পনেরো মিনিটের মধ্যে নিজে প্রস্তুত হয়ে নিল।

লোকটি কেমন আছে ?

ঠিক আছে।

ওরা নীরবতার মধ্যে প্রাতঃরাশ সেরে নিল।

তুমি কি রণিকে ডেকেছো ?

হ্যাঁ, আমি ডেকেছি। রণি দারুণ ছেলে, সব সমস্যার সে সমাধান করতে পারবে।

আরচারের খবর কি সে জানে ?

উহুঁ, আমি কিছুই বলিনি। তুমি ভয় পেয়ো না।

রণি কিছু জানতে চাইবে না তো ?

না, ম্যাডাম, ও টাকা পেলে কিছুই চাইবে না। ভিলাতে ফিরে এল তারা। টেলিফোন বেজে ওঠে।

মিসেস রোলফে ?

হ্যাঁ আমি বলছি।

নিউইয়র্ক থেকে টেলেক্স, মিস্টার রোলফের গলা শোনা গেল

হেলগা ?

তুমি আমার টেলেক্স পেয়েছো ?

আমি পেয়েছি। ইডেনে ফোন করেছি।

তুমি এই ভিলাতে আসবে। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। তুমি তাড়াতাড়ি এসো।

আমি মিলান থেকে চারটের ফ্লাইট ধরবো। কাল নার্সাতে যাব।

ফোন নামিয়ে দিল হেলগা। লরীর সঙ্গে কিছু কথা আছে।

লরী, আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে। অনেক কাজ বাকী আছে। সইটা ঠিক আছে তো ?

ম্যাক্স কখনো ভুল করে না ম্যাডাম। আমি কি এখন যেতে পারি ?

না, আমরা একসঙ্গে কাজ করবো।

সামনের দরজা খুলে হেলগা নিজেকে অনেক অল্পবয়েসী ও সুখী বলে ভাবল।

গ্রামের দিকে যেতে যেতে হেলগা তার সমস্যার কথা ভাবছে। সমস্ত সমস্যা ধীরে ধীরে হাতের মুঠোতে চলে আসছে তার লরীকে সে পাঁচ হাজার ডলার দেবে, নিউ ইয়র্কের টিকিট কাটতে হবে। তার সব ধারও শোধ করে দেবে হেলগা।

নার্সা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সুন্দর সূর্যালোক আর উদ্দাম সমুদ্র করে ইশারা। এখন থেকে আর কোন পুরুষ সঙ্গ সে কামনা করবে না।

এগারোটা বেজে পঞ্চাশ। চাবি খুলে ফেলল হেলগা।

লরী? নীরবতা ভেঙে গেছে তার কণ্ঠস্বরে। বসবার ঘরে তার মুখোমুখি সোডা আর হুইস্কী হাতে আরচার বসে আছে।

এসো হেলগা, তোমার জন্য বসে আছি। কণ্ঠে বেশ বিদ্রূপ মাখা।

তুমি কি করছো?

হেলগা অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের ওপর পুরো কর্তৃত্ব করে নিল হেলগা।

হেলগা, এতক্ষণে আমি তোমার ওপরে যেতে পেরেছি। আমি ফোন করে ব্যাঙ্কে বলে দেবো যে ঐ চিঠিটাকে নগণ্য মনে করতে।

দাঁড়াও।

গলার মধ্যে কি যেন লুকিয়ে ছিল তার। থেমে গেল আরচার।

অত সহজে তুমি ছাড়া পাবে কি?

মনে রেখো হেরম্যান যদি ঐ ছবিগুলো দেখতে পায়তাহলে কি হতে পারে?

আমি জানি আরচার, আমাকে ভয় দেখিও না।

ভেবে দেখেছো পর্ণগ্রাফি হিসাবে ঐ ছবির বাজার কেমন হবে? পোস্টকার্ডে দারুণ চলবে ওগুলো।

তার আগে তোমাকে জেলে যেতে হবে। কথার মধ্যে রূঢ়তা।

হাসতে হাসতে আরচার বলে—তোমার বাচ্চা ছেলেটি ভাঙবার চেষ্টা করছে। বেচারী ছেলে বেরোতে পারবে না।

হেলগা তখনও দাঁড়িয়ে, তার ঠোঁটে পুড়ছে সিগারেট। সে ফাঁদে পড়েছে,

ঐ ফাঁদ থেকে বেরোতে পারবে না। হেলগা প্রচুর টাকা দিয়ে ছবিগুলোর কিনে নেবে।

ম্যাডাম, তুমি ঠিক আছো তো? লরী চীৎকার করে বলে।

হেলগা নড়ো না, বসতে পারো, আরচার বলে।

ম্যাডাম।!

লরীর কণ্ঠস্বর ভাসছে। হেলগা গেলাস থেকে মদ ছুঁড়ে দিল আরচারের মুখে। তারপর দ্রুত চলে গেল লরীর দিকে। চোখে ভোদকা পড়াতে বোধ অন্ধের মত লাগছে আরচারের।

লরী বেরিয়ে এল। আরচার তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ক্রুদ্ধ দুটি পুরুষ প্রবল বিক্রমে লড়ছে।

আরচারকে মাটিতে ফেলে দিল লরী। এলোপাথাড়ি চড় মারছে, ক্রমে দেহটা অচেতন হয়ে এল।

আর মেরো না, আর নয়······

হেলগার আর্তনাদ শোনা গেল। আরচারকে লাথি মেরে ফেলে দিল লরী।

তুমি ঠিক আছো তো, ম্যাডাম ?

হ্যাঁ, তুমি ওকে মেরে ফেলেছো ?

ঠিক আছে, ভাবতে হবে না।

আমি কিছু খেতে চাইছি।

তুমি খেয়ে নাও, আমি বিছানাতে শুয়ে থাকবো। কান্না রুদ্ধ করবার দুরন্ত বাসনা হেলগার। লরী তাকে কোলে তুলে বেডরুমে নিয়ে গেল। লরীর স্পর্শ যেন 'মাতাল করল তাকে। কামনার ঝড় বইছে সারা দেহে। বিছানাতে তাকে শুইয়ে দিয়ে জুতো খুলে দিল লরী।

তুমি বিশ্রাম নাও ম্যাডাম।

তুমি আমাকে অনেক সুখ দিলে। অজস্র ধন্যবাদ।

দরজা বন্ধ করে লরী চলে গেল। হেলগা বারবার যৌন ক্ষুধা মেটাতে চেয়েছে। প্রতিবারেই ফিরে গেছে লরী। নিজের কামনা নিয়ে আছো অন্ধকারে পড়ে রইলো হেলগা।

সাতটাতে ঘুম ভাঙলো হেলগার। লরীর সঙ্গে দেখা হল। লরী তাকে সুস্বাদু খাবার এনে দিল। চায়ের খবর নিল সে।

টেলিফোন আর্তনাদ করছে। হেরম্যান অথবা অন্য কেউ। রিসিভার তুলে নিল হেলগা। মোটা গলায় আমেরিকান পুরুষ।

মিসেস রোলফে আছেন ?

হ্যাঁ, আপনি কে ?

আপনি আমার নাম শুনেছেন। আমি স্মিথ—রুণ স্মিথ।

আরও রহস্য। হেলগা ভাবে।

আপনি কি লরীর সঙ্গে কথা বলবেন ?

ও কি এখানে আছে ?

হ্যাঁ।

একই ঘরে ?

না, ও টেলিভিস্ন দেখছে।

আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

আমার তো কোন কথা নেই।

আপনার মতো বড় লোকের আদুরে মেয়েরা অনেক কিছু করে, আবার দুঃখ পায়, ওতে কিছু হয় না !

কি বাজে বকছেন ?

আপনি দারুণ বিপদের মধ্যে আছেন মনে রাখবেন। লরীর ছবি দুটি জার্মান কাগজে বেরিয়েছে। তাকে নরহত্যার অপরাধে পুলিশ খুঁজছে।

বরফ ঠাণ্ডা জল যেন বয়ে গেল হেলগার মেরুদণ্ডে।

আমি, আমি বিশ্বাস করি না।

আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে। লরীকে এড়িয়ে চলুন। এখনই ওকে চাবি বন্ধ করে পুলিশ ডাকুন। আর কোন পথ নেই। বিস্ময় বিমূঢ় হেলগা রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে।

সাত

হেলগার সমস্ত শরীরে উৎকণ্ঠা, ভয় আর শিহরণ। তারই সামনে দাঁড়িয়ে এক জঘন্য নারীঘাতক, যে ইতিমধ্যে পাঁচজন বারবণিতাকে হত্যা করেছে। হেলগা হবে তার ষষ্ঠ শিকার। লরী বোধহয় আগে তার তৃপ্তি মিটিয়ে নেয়, তারপর হত্যা করে।

দরজাটা বন্ধ করে পুলিশে ফোন করা তার উচিত। তবুও নিজেকে সবল করতে পারলো না হেলগা। পায়ের শব্দ শুনেও অচঞ্চল সে। ঐ লরী যেন আকর্ষণী মায়াতে আটকে রেখেছে।

অবশেষে ও এল, মুখে তার সেই অমায়িক হাসি।

ম্যাডাম, রণি যা বলেছে সব ভুল। আমি ফোন ট্যাপ করে সব শুনেছি। বিশ্বাস করো আমি খুন করিনি।

লরী, আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও।

ম্যাডাম, রণি হিংসেতে বলেছে। আমি বোকার মত তাকে বলেছি যে তুমি নিউইয়র্ক যাবার ভাড়া দেবে। আসলে রণি হল সমকামী, আমাকে ছাড়া ও বাঁচতে পারবে না।

তার মানে তুমিও তাই ? তাহলে ঐ মেয়েগুলোর কাছে যাও কেন ?

না ম্যাডাম, মেয়েদের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। সবাই পুরুষ বন্ধু। নাহলে তোমার দেহ আমি স্পর্শ না করে থাকতে পারি—

লরীকে এখুনি পুলিশে দিতে হবে। কিন্তু যদি বুনো আরচার বেরিয়ে পড়ে ? তাহলে তার মোকাবিলা কে করবে ?

হেলগা অনেক ভেবে শান্ত কণ্ঠে বলে—ঠিক আছে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি, তুমি শুতে যাও।

অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম। ফিরে যেতে যেতে লরী বলে।

হেলগা দরজাটা বন্ধ করে দিল। নিজের ভাগ্যকে দোষ দিতে ইচ্ছে করছে তার। ঐ বোকা ছেলেটার জন্যে বছরে যাট মিলিয়ন ডলার হারাতে বসেছে সে। কিন্তু ছবির নেগেটিভগুলো না আসা পর্যন্ত লরীকে তার চাই। তার মানে আরও একটি দীর্ঘদিন ও দীর্ঘতম রাত ঐ উন্মাদটার পাশাপাশি থাকতে হবে।

ট্যাবলেট খেয়ে নিল হেলগা, নার্সা তার চোখে ভাসছে।

এখানে আসল পুরুষের সন্ধান পাবে। অবশ্য হেরম্যানের জন্য সারাটা দিন রেখে দেবে সে।

ঘুম জড়িয়ে এল তার চোখে। স্বপ্নবিহীন দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙল দশটা পঁচিশে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে লরীকে দেখল।

ম্যাডাম, তোমার কফি।

ধন্যবাদ!

লরীর হাতে ধরা ট্রেতে কফি, টোস্ট আর স্যাণ্ডউইট।

—ঠিক আছে, ম্যাডাম?

হ্যাঁ, আমি আমেরিকান এক্সপ্রেস যাবো তোমার টিকিট কাটতে। ফিরতে দেরী হবে। লোকটার খবর কি?

একই রকম আছে।

হেলগা বেরিয়ে গেল। এক্সপ্রেস অফিস থেকে পরের দিনের দুটি টিকিট কিনল সে। বেলা দুটোতে যাবে লরী আর দশটা পাঁচে সে। একসঙ্গে যাবে না তারা।

আরও অনেকক্ষণ এখানে ওখানে কাটাল হেলগা। আসলে সে ঐ অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে চাইছে।

রাত এগারোটা বাজতে ভিলাতে ঢুকল সে। এবার পোস্টম্যানের আসবার সময় হয়েছে। যদি আরচার নিজেকে মুক্ত করে ফেলে, তাহলে?

তার অটোমেটিক ঘড়িটা বিছানাতে পড়ে আছে। সব কিছুই হারাতে বসেছে হেলগা।

ঘরে ঢুকে হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল—চোরাকুঠুরীর দরজা খোলা এবং আরচার নেই?

লরী, তুমি কোথায়?

ভয়ার্ত কণ্ঠে ডাকল হেলগা, আরচারের হাসি ভেসে এল। অবাক হয়ে সে দেখে যে তার বসার ঘরে ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে।

এসো হেলগা, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। আশাকরি আজকের দিনটা ভালোই কেটেছে।

সামনে দেখা দৃশ্যটা যেন বিশ্বাস করতে পারলো না হেলগা।

বসো হেলগা, তোমার ব্যাগটা আমাকে দাও।

অসহায়ের মত ব্যাগটা তুলে দিল। আরচার ট্রাভেলার্স চেক আর বিমান যাত্রার টিকিট লরীকে দিয়ে বলে—তুমি তাহলে চলে যাও লরী, তোমার কোন ভূমিকা নেই।

হেলগার চোখের দিকে একবারও না তাকিয়ে লরী চলে যাচ্ছে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে হেলগা চীৎকার করে বলে—লরী! আমাকে কি কিছুই বলবার নেই?

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

শয়তানের মুখোমুখি সে একা।

শোন হেলগা, আমি কিছু শর্ত দিতে চাই, তুমি আমার পার্টনার হয়ে কাজ করবে?

তোমার চোখ রাঙানিতে আর ভয় পাবো না আরচার। ছবিগুলো আমার হাতে আসতে চলছে।

হঠাৎ হেসে ওঠে আরচার বলে—বোকা মেয়ে, ওগুলো আমি ব্যাঙ্কে পাঠাইনি। ওগুলো আমার স্যুটকেসে আছে।

বুদ্ধির প্যাঁচে আবার হেরে গেল হেলাগ। আরচার শ্লেষ মেশানো কণ্ঠে বলছে—মনে রেখো তুমি আমার হাতের মুঠোতে। আমার কথামত কাজ না করলে হেরম্যানকে হারাবে এবং বছরে ষাট মিলিয়ন ডলার। চলি, কেমন!

আরচার বেরিয়ে গেল। হতবাক হেলগা নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল।

লরী প্রবেশ করে।

ম্যাডাম, এই নাও, হাতে তার এনভেলাপ।

অভাবিত ঘটনাতে কেঁপে উঠল হেলগা।

আমি দরজার আড়াল থেকে সব শুনেছি। মোটর গাড়ীর স্যুটকেশে ছবিগুলো ছিল। ম্যাক্স আমাকে চাবি খুলতে শিখিয়েছে।

হেলগা লাইটার জ্বালাল। ওদের চোখের সামনে পুড়ে যাচ্ছে ছবিগুলো।

ঠিক আছে ম্যাডাম। এই নাও তোমার চেক আর টিকিট। আমি হামবুর্গের ক্লাবের কাছে ফিরে যাব।

লরী, আমেরিকাতে নতুন জীবন শুরু করতে পারবে।

না ম্যাডাম, ওখানে সবাই তোমার আর আরচারের মত দু'মুখো সাপ, র শি সমকামী হলেও সরল। আমি তার কাছেই যাব।

যেখানেই যাও ভালো থেকো।

লরী পেছন ফিরে বলল—আমিও তোমাকে একই কথা বলছি।

তারপর নীরবে বেরিয়ে গেল। অনেকদিন বাদে সামনের দরজা বন্ধ করে দিল হেলগা।

এখন সত্যিই সে একা।

সমাপ্ত